হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

أصول الحديث على ضوء المنظومة البيقونية

« باللغة البنغالية »

ثناء الله نذير أحمد

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে সর্বোত্তম দীনের অনুসারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উম্মত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহর উপর, যিনি আমাদেরকে কল্যাণকর সকল পথ বাতলে দিয়েছেন ও সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে সতর্ক করেছেন। আরো সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর, যারা তার আনীত দীন ও আদর্শকে পরবর্তী উম্মতের নিকট যথাযথ পৌঁছে দিয়েছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবে সবার উপর। অতঃপর:

ইসলামি ইলমের উৎস কুরআন ও হাদিস থেকে ইলমের একাধিক শাখা বের হয়েছে। কতক ইলম মৌলিক যেমন ‘ইলমে তাফসির’, ‘ইলমে হাদিস’, ‘ইলমে তাওহিদ’ ও ‘ইলমে ফিকহ’। আর কতক সম্পূরক ও সাহায্যকারী ইলম যেমন ‘উসুলে হাদিস’, ‘উসুলে ফিকাহ’ ও ‘উসুলে তাফসির’ ইত্যাদি। ‘উসুলে হাদিস’ হাদিসের সুরক্ষাদানকারী ইলম। যে উসুলে হাদিস জানে না, সে নিজে ভুল করে ও অপরের ভুলের কারণ হয়, হোক সে মুফাসসির, ফকিহ বা ওয়ায়েজ। কতক মুফাসসির হাদিস দ্বারা তাফসির করেন, অথচ তার হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কতক ফকিহ দুর্বল ও জাল হাদিস থেকে মাসআলা

বলেন। কতক নীতিশাস্ত্রবিদ দুর্বল ও জাল হাদিস থেকে নীতি তৈরি করেন। কতক ওয়ায়েজ, যারা স্বীয় ধারণায় মানুষদেরকে হিদায়েতের প্রতি আহ্বান করেন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলেন, যা তিনি বলেননি তাই প্রচার করেন তার নামে। এভাবে তারা নিজেরা গোমরাহ হন ও অপরকে গোমরাহ করেন! আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٤﴾ [الانعام: ١٤٤]

"সুতরাং তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিনা দলিলে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়েত করেন না"।[1] নবী সাল্লল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

«إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"নিশ্চয় আমার উপর মিথ্যা বলা, কারো উপর মিথ্যা বলার মত নয়, যে আমার উপর মিথ্যা বলল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়"।[2]

হাদিস শাস্ত্র না-জানার কারণে তারা আল্লাহ্ ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলেন। এমন আমলের প্রতি

---

[1] সূরা আনআম: (১৪৪)

[2] বুখারি: (১২৯১), মুসলিম: (৩)

আহ্বান করেন, যার উপর শরীয়ত নাযিল হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“যে এমন আমল করল, যার উপর আমাদের আদর্শ নেই তা পরিত্যক্ত”।[1] অতএব তাদের আমল বাতিল, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক নয়।

ভারত উপমহাদেশে সঠিকভাবে হাদিস চর্চাকারিগণ জানেন অত্র ভূখণ্ডে হাদিস শাস্ত্রের দুরবস্থা কেমন। এ অবস্থা দশ-বিশ বছর হাদিসের দরস দানকারী কথিত মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদিস ও হাদিস বিশারদদের, তাদের ছাত্র বা সাধারণের কথা বলাইবাহুল্য। যে কারণে দীনের নামে বেদীন, সুন্নতের নামে বিদআত, সংস্কারের নামে কুসংস্কার ও তাওহিদের নামে শির্কের ছড়াছড়ি অত্র ভূখণ্ডে। তাই ইমান ও আকিদার সুরক্ষা এবং সুন্নত প্রতিষ্ঠার জন্য উসুলে হাদিস চর্চা ব্যাপক করার বিকল্প নেই। বৈষয়িক বিষয়াদির ন্যায় সবাই তাদের দীনের ব্যাপারে সতর্ক হোক, সহি হাদিসসমূহ গ্রহণ করুক এবং সচেতনভাবে দুর্বল হাদিসগুলো পরিহার করুক, এ মহান উদ্দেশ্যে আমাদের অত্র প্রয়াস।

‘হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা পরিচিতি’ বইখানা মৌলিক গ্রন্থ নয়, বাইকুনি রাহিমাহুল্লাহ্ রচিত المنظومة البيقونية এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যা

[1] মুসলিম: (১৭২১)

তিনি হাদিসের প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য রচনা করেছেন। শায়খ ওমর ইব্‌ন মুহাম্মদ বাইকুনি রাহিমাহুল্লাহ্‌ হাদিস শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কতক প্রকার অতি সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাষায় এতে জমা করেছেন, যা চৌত্রিশটি পঙ্‌ক্তিতে সীমাবদ্ধ। আরব বিশ্বের অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাদের ছাত্রদেরকে প্রথমপাঠ হিসেবে বইটি পাঠদান করেন। একাধিক বিখ্যাত মুহাদ্দিস তার ব্যাখ্যা লিখেছেন, যা তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ।[1]

এ কিতাবের প্রথম লক্ষ্য হাদিসের ছাত্রগণ, তবে সাধারণ শিক্ষিত সমাজ যেন বইটি পাঠ করে উপকৃত হন, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তাই বইটি আহলে ইলম, হাদিসের ছাত্র ও সাধারণ

---

[1] আব্দুল আযিয ইব্‌ন আহমদ "المدخل إلى البيقونية دراسة حول المنظومة والناظم" নামে একখানা গবেষণা সন্দর্ভ লিখেছেন। তাতে তিনি 'মানযুমাহ বাইকুনিয়া'র ৫৪-টি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ২৬-টি ব্যাখ্যামূলক রেকর্ড বক্তৃতা, ৮-টি অসমাপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও রেকর্ড বক্তৃতা এবং ৩৯-টি হস্তাক্ষরে লিখিত ব্যাখ্যার তালিকা পেশ করেছেন। হাতে লিখা ব্যাখ্যাগুলো مكتبة المخطوطات কুয়েত-এ সংরক্ষিত আছে। এ ব্যাখ্যা লেখার সময় আমার সামনে ১৩-টি ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছিল, আমি তার অধিকাংশ থেকে উপকৃত হয়েছি। বিশেষভাবে ১. আবুল হাসান মুস্তফা ইব্‌ন সুলাইমানি রচিত الجواهر السليمانية بشرح المنظومة البيقونية ২. শায়খ উসাইমিন রহ. রচিত شرح المنظومة البيقونية ৩. শায়খ আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাজদি রচিত الباكوراة الجنية من قطاف متن البيقونية ও ৪. শায়খ ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলি হাজুরি রচিত شرح المنظومة البيقونية থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। আল্লাহ তাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং তাদের কবরসমূহ প্রশস্ত করে দিন।

শিক্ষিত সবার উপযোগী। বইটি পড়লে উসুলে হাদিসের পরিভাষা ও তার সংজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন হবে। আরো জানা যাবে যে, মানুষের কথা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পৃথক করার জন্য মুহাদ্দিসগণ হাদিসকে নানাভাবে পরখ করেছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকার গবেষণার পৃথক নাম দিয়েছেন।

ব্যাখ্যায় অনুসৃত নীতিমালা:

ক. লেখক থেকে সংঘটিত বিচ্যুতিগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কতক স্থানে তিনি ক্রমবিন্যাস রক্ষা করেননি, বুঝার সুবিধার্থে সেগুলো চিহ্নিত করেছি।

খ. গুরুত্বের দাবি হিসেবে লেখকের বাদ দেওয়া কতক প্রকার যোগ করেছি।

গ. শায়খ আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ লেখকের কতক বিচ্যুতি শুদ্ধ রূপে পাল্টে দিয়েছেন, যথাস্থানে আমরা সেগুলো উল্লেখ করেছি।

ঘ. পরিভাষার যথাযথ অনুবাদ পেশ করা দুরূহ কাজ, বিশেষ করে আরবি থেকে বাংলা করা। তাই পরিভাষার অনুবাদের পরিবর্তে বাংলা উচ্চারণ পেশ করেছি।

ঙ. আরবি শব্দের বাংলা উচ্চারণ পেশ করা আরেকটি কঠিন কাজ, বরং অসম্ভব, যে কারণে বাংলা উচ্চারণ দেখে সঠিক শব্দ উদ্ধার করা যায় না। আগ্রহীদের সঠিক শব্দ জানাও জরুরি, যা আরবি

দেখা ব্যতীত সম্ভব নয়। আবার বাংলা শব্দের মাঝে আরবি শব্দের অধিক প্রয়োগ বেমানান, তাই সুবিধে মত স্থানে হুবহু আরবি লিখে অবশিষ্ট স্থানে তার উচ্চারণ পেশ করেছি।

চ. ব্যাখ্যার শুরুতে উসুলে হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর নাতিদীর্ঘ ভূমিকা পেশ করেছি, যেন পাঠকবর্গ জানেন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত হাদিস বিদ্যমান। দীনের সুরক্ষার স্বার্থে আল্লাহ প্রত্যেক যুগে একদল আলেম প্রস্তুত করেন, যারা তার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হিফাজত করেন, যাদের প্রচেষ্টার ফলে আমরা সহি হাদিসের ভাণ্ডার লাভ করেছি। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন এবং আমাদেরকে তাদের কাতারে শামিল করুন। আমীন।

উসুলে হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ[1]

সার্বজনীন দীন: ইসলাম আল্লাহর একমাত্র দীন। ইসলাম ব্যতীত কোনো দীন তার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ١٩ ﴾ [ال عمران: ١٩]

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম"।[2] তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ٣﴾ [المائدة: ٣]

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে"।[3] অন্যত্র বলেন:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।[4]

---

[1] أ.د. عبد الرحمن البر 'আব্দুর রহমান' কর্তৃক উসুলের হাদিসের উপর লিখিত ১-৭টি প্রবন্ধ এ ভূমিকার উৎস।

[2] সূরা আলে ইমরান: (১৯)

[3] সূরা মায়েদা: (৩)

[4] সূরা আলে ইমরান: (৮৫)

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের নিকট তার দীন প্রচারের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ١٥٨ ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

"বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল'।[1] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٢٨﴾ [سبا: ٢٨]

"আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।[2] অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٤٠﴾ [الاحزاب : ٤٠]

"মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী, আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ"।[3] অতএব ইসলাম সার্বজনীন দীন, যা সমগ্র মানবজাতির নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ন্যাস্ত।

---

[1] সূরা আরাফ: (১৫৮)

[2] সূরা সাবা: (২৮)

[3] সূরা আহ্যাব: (৪০)

একটি প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির নিকট সর্বশেষ রাসূল, তারপর কোনো নবী ও রাসূল আসবে না, তাহলে তিনি সবার নিকট কিয়ামত পর্যন্ত কিভাবে দীন পৌঁছাবেন, কারণ তিনি একা, তার হায়াত মাত্র তেষট্টি বছর?

তিনটি উত্তর: প্রথমটি অসম্ভব, যেমন তিনি সবার নিকট সশরীরে গিয়ে দীন পৌঁছাবেন। দ্বিতীয়টি অবাস্তব, যেমন সকল মানুষ তার নিকট এসে দীন শিখবে। তৃতীয়টি যৌক্তিক ও বাস্তব, যেমন তিনি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবেন, যার সাথে তার সাক্ষাত হবে, কিংবা যারা তার নিকট আসবে, তাদেরকে তিনি দীন শিখাবেন। অতঃপর তারা পরবর্তীদের দীন শিখাবে, যারা তার সাক্ষাত পায়নি, কিংবা তার নিকট উপস্থিত হতে পারেনি। এভাবে সমগ্র বিশ্বে সবার নিকট কিয়ামত পর্যন্ত দীন পৌঁছবে। কেউ বলতে পারবে না, আমার নিকট দীন পৌঁছেনি, কিংবা দীন শিখার সুযোগ আমি পাইনি। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় এ পদ্ধতির নাম "علم الرواية" অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির নিকট রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিকে ‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’ বলা হয়।

‘ইলমুর রিওয়াইয়া’র পদ্ধতিতে সবার নিকট দীন পৌঁছবে, কিন্তু দীনের স্বকীয়তা ও অক্ষুণ্ণতা বহাল রাখার জন্য এ পর্যন্ত যথেষ্ট নয়। কারণ এ পদ্ধতিতে দীনের বাহন মানুষ, মানুষ ভুলের স্থান। তাদের থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল হতে পারে। তাই পৌঁছানো

দীন সঠিক কি-না যাচাইয়ের উপায় থাকা জরুরি। তাহলে দীনের অক্ষুণ্নতা বজায় থাকবে ও সঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। উসুলে হাদিসের পরিভাষায় এ পদ্ধতির নাম "علم الدراية" অর্থাৎ সহি, দ্বা'ঈফ ও জাল হাদিস চিহ্নিত করার নীতিকে 'ইলমুদ দিরাইয়াহ' বলা হয়। আমরা 'উসুলে হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'-এ 'ইলমুর রিওয়াইয়াহ' এবং মূলগ্রন্থে 'ইলমুদ দিরাইয়াহ' সম্পর্কে আলোচনা করব।[1]

'ইলমুর রিওয়াইয়াহ': রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইলমুর রিওয়াইয়া'র সূচনা করেন। অতঃপর প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে তার পরিসর বর্ধিত হয়। এ ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»

"একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও"।[2] অন্যত্র তিনি বলেন:

«لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ»

---

[1] অর্থাৎ হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি মুক্ত বর্ণনা করাকে 'ইলমুর রিওয়াইয়াহ' বলা হয়। আর হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃত মুক্ত বর্ণিত হল কি না, তা নির্ণয়ে সনদ ও মতন যাচাই করার নিয়ম-নীতিকে 'ইলমুদ দিরাইয়াহ' বলা হয়। এ প্রকারকেই উসুলে হাদিস বলা হয়। [দেখুন, ইবন উসাইমীন, শারহুল মানযূমাতিল বাইকূনিয়্যাহ, পৃ. ১১-১২ (সম্পাদক)]

[2] বুখারি: (৬/৪৯৬), হাদিস নং: (৩৪৬১), হাদিসটি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রা. থেকে বর্ণিত।

“তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেয়”।[1] অন্যত্র তিনি বলেন:

«تَسْمَعُونَ مِنِّي، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ»

“তোমরা আমার নিকট শ্রবণ কর, তোমাদের থেকে শ্রবণ করা হবে এবং যারা তোমাদের থেকে শ্রবণ করে তাদের থেকেও শ্রবণ করা হবে”।[2]

সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত কথা, কর্ম, সমর্থন ও তার গুণগান হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত দ্বিতীয় স্তরের রাবি বা বর্ণনাকারীদের নিকট বর্ণনা করবে। অতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের রাবিগণ তাদের পরবর্তী রাবিদের নিকট হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত পূর্ববৎ বর্ণনা করবে। দীনকে চলমান ও অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে এ ধারা অব্যাহত রাখা জরুরি, অন্যথায় দীন বিকৃত ও মৌলিকত্ব হারাতে বাধ্য। তাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বৃদ্ধি থেকে বারণ করেছেন, কখনো হ্রাস থেকে সতর্ক করেছেন, কখনো বিকৃতির উপর কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন, যেমন:

---

[1] বুখারি: (১/১৯৯), হাদিস নং: (১০৫), হাদিসটি আবু বাকরাহ নুফাই ইব্‌ন হারেস রা. থেকে বর্ণিত।

[2] আবু দাউদ: (৩/৩২১), হাদিস নং: (৩৬৫৯), ইব্‌ন আব্বাস রা. থেকে সহি সনদে বর্ণিত।

দীনে বৃদ্ধি করা নিষেধ:

দীনে যেন বৃদ্ধি না ঘটে, এ জন্য বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে পৃথক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বক্তাকে সত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও মিথ্যা থেকে বারণ করা হয়েছে, আর শ্রোতাকে বক্তার সংবাদ যাচাই পূর্বক গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বক্তাকে উদ্দেশ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"যে আমার উপর মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়"।[1] মিথ্যাবাদী বক্তার পরিণতি জাহান্নাম। এ কথা তিনি বারবার বলেছেন, প্রায় সত্তুরজন সাহাবি থেকে এ হাদিস বর্ণিত, জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবি যাদের মধ্যে অন্যতম। তাই এ হাদিসকে আহলে ইলম মুতাওয়াতির বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ۞﴾ [الحجرات: ٦]

"হে ইমানদারগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও"।[2] এ

---

[1] বুখারি: ((৩/১৬০), হাদিস নং: (১২৯১), হাদিস নং: (১১০), মুসলিম: (১/১০), এ হাদিস বুখারি ও মুসলিম একাধিক সাহাবি থেকে একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন, যেমন মুগিরাহ ইব্ন শু'বাহ, আবু হুরায়রাহ, আলি ইব্ন আবি তালিব, জুবায়ের ইব্নুল 'আউআম, আনাস ইব্ন মালেক, সালামাহ ইব্ন আকওয়া' প্রমুখ সাহাবিগণ।

[2] সূরা হুজুরাত: (৪৯/৬)

আয়াতে আল্লাহ শ্রোতাদের সতর্ক করেছেন, যেন তারা বক্তাদের কথা যাচাই ব্যতীত গ্রহণ না করে।

সাহাবিগণ মিথ্যা বলতেন না, তখন আরবের কাফেরদের মধ্যেও মিথ্যা বলার প্রবণতা ছিল না, মিথ্যাকে তারা ঘৃণা করত। জনৈক কাফের সম্পর্কে আছে, সে তার মরুভূমির তৃষ্ণার্ত বোবা উটের সাথেও মিথ্যা বলেনি, সে মিথ্যা না-বলার কারণ সম্পর্কে বলেছিল:

أُرِيدُ أُمَنِّيكِ الشَّرَابَ لِتَهْدَئِي وَلَكِنَّ عَارَ الْكَاذِبِينَ يَحُولُ

'আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে পানীয় বস্তুর আশা দেই, যেন তুমি শান্ত হও, কিন্তু মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অপবাদ প্রতিবন্ধক হয়েছে'। মরুভূমিতে একটি উটকে পানি পান করানোর মিথ্যা আশ্বাস দিতে বিব্রত বোধ করেছেন জনৈক মুশরিক! আবু সুফিয়ানের ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। বাদশাহ হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করার প্রাক্কালে তার সাথীদের বলে দেন: "আমি তাকে মুহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি, সে যদি আমাকে মিথ্যা বলে তোমরা তাকে মিথ্যা বলবে"। আবু সুফিয়ান বলেন: 'আল্লাহর শপথ, আমার উপর মিথ্যার অপবাদ আরোপ করা হবে এ লজ্জা যদি না হত, তাহলে অবশ্যই আমি তার সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম'।[1] সে সময় আবু সুফিয়ান নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপক্ষ ছিল, সে জানত মিথ্যা বললেও

---

[1] বুখারি: (১/৩১), হাদিস নং: (৬)

তার সাথীরা হিরাক্লিয়াসের সামনে তাকে মিথ্যারোপ করবে না, কারণ তারা সবাই কাফের, তবুও আবু সুফিয়ান অপবাদের ভয়ে মিথ্যা বলেনি।

সাহাবিদের সময় মিথ্যা ছিল না:

সাহাবিরা একে অপরকে বিশ্বাস করতেন, তাদের সময় মিথ্যা ছিল না। উপস্থিত সাহাবি থেকে অনুপস্থিত সাহাবি পূর্ণ আস্থার সাথে দীন গ্রহণ করতেন। বারা ইব্‌ন আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ (يعني عقاراً وأراضي) وَأَشْغَالٌ، وَلَكِنِ النَّاسُ لَمْ يَكُونُوا يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذٍ، فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»

"আমাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস শ্রবণ করত না, আমাদের জায়গা-জমি ও ব্যস্ততা ছিল। তবে তখন মানুষেরা মিথ্যা বলত না, উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট বর্ণনা করত"।[1] আনাস ইব্‌ন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«وَاللَّهِ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَلَا يَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا»

[1] রামাহুরমুযী রচিত: 'আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল': (পৃ.২৩৫), (১৩৩), ইমাম খতিব রহ. রচিত আল-জামে': (১/১৭৪), (১০২)

“আল্লাহর শপথ, তোমাদেরকে আমরা যা বলি, তা সব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করিনি, তবে আমাদের কতক কতককে বলত, কেউ কাউকে অপবাদ দিত না”।[1]

সাহাবিগণ যেরূপ পরস্পর মিথ্যা বলেনি, অনুরূপ তাবে‘ঈদের সাথেও তারা মিথ্যা বলেনি। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ নিজ সনদে আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযিদ খাতমি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

«حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ»

আমাদেরকে বারা ইব্ন আযেব বলেছেন, আর তিনি মিথ্যাবাদী নয়, তিনি বলেছেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করতাম, যখন তিনি বলতেন: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ আমাদের কেউ স্বীয় পিঠ নিচু করত না, যতক্ষণ না তিনি নিজ কপাল মাটিতে রাখতেন”।[2]

এখানে তাবে‘ঈ আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযিদ খাতমি সাহাবি বারা ইব্ন আযেব সম্পর্কে বলেছেন: وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ বা ‘তিনি মিথ্যাবাদী

[1] হাকেম: (৩/৫৭৫), আত-তাবকাত লি ইব্ন সাদ: (৭/২১), আল-জামে: (১/১৭৪)

[2] বুখারি: (২/১৮১), হাদিস নং: (৬৯০)

নয়’। তার এ কথার অর্থ সন্দেহ দূর করা নয়, বরং হাদিস শক্তিশালী করা ও সাহাবির সত্যায়ন করা উদ্দেশ্য।

ইমাম খাত্তাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: এ কথার অর্থ রাবিকে অপবাদ দেওয়া নয়, বরং বক্তার কথায় পূর্ণ আস্থা প্রকাশের জন্য আরবরা এরূপ বলে, যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন: سمعت خليلي الصادق المصدوق ‘আমি আমার সত্যবাদী ও সত্যায়িত বন্ধুকে বলতে শুনেছি’। ইব্ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন: حدثني الصادق المصدوق ‘সত্যবাদী ও সত্যায়িত সত্ত্বা আমাকে বলেছেন’। এসব বাক্য দ্বারা সাহাবিগণ যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আস্থা পোষণ করেছেন, একইভাবে তাবী‘ঈগণ সাহাবিদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন, সন্দেহ দূর করার জন্য তা বলেননি; কারণ তারা সন্দেহ করতেন না।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলিম ও অমুসলিম কারো মাঝে মিথ্যার প্রচলন ছিল না, তবুও মিথ্যা হাদিস রচনাকারীকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। বক্তার সংবাদ গ্রহণ করার পূর্বে আল্লাহ শ্রোতাদেরকে যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমরা নিশ্চিত সাহাবিদের যুগে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে কোনো প্রকার বৃদ্ধি ঘটেনি।

২. দীনে হ্রাস করা নিষেধ:

দীনের কোনো অংশ যেন হ্রাস না পায়, সে জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন: ১. দীন প্রচারের নির্দেশ ও ২. দীন গোপন করার নিষেধাজ্ঞা। এ মর্মে কয়েকটি হাদিস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানে অপর একটি হাদিস উল্লেখ করছি, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلاثُ خِصَالٍ لا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَداً: إِخْلاصُ الْعَمَلِ لِلّه، وَمُنَاصَحَةُ وُلاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»

“আল্লাহ সে ব্যক্তিকে শুভ্রোজ্জ্বল করুন, যে আমাদের থেকে কোনো হাদিস শ্রবণ করল এবং অপরকে পৌঁছানো পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করল। কারণ অনেক ফিকহধারণকারী ফকিহ হয় না, আবার অনেক ফিকহ ধারণকারী তার চেয়ে বিজ্ঞ ফকিহ এর নিকট ইলম পৌঁছায়। তিনটি স্বভাব যেগুলোতে কোনো মুসলিমের অন্তর খিয়ানত বা বিদ্বেষ থাকতে পারে না (অর্থাৎ মুসলিমের অন্তরে তা থাকাই স্বাভাবিক; অথবা এগুলো থাকলে সে অন্তরে হিংসা, হানাহানি থাকবে না) : আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে আমল করা, দায়িত্বশীলদের সৎ উপদেশ প্রদান করা ও মুসলিমদের

জামা‘আত আঁকড়ে ধরা। কারণ মুসলিমদের দাওয়াত তাদের সবাইকে বেষ্টন করে নেয়”।[1]

দীন গোপনকারীকে সতর্ক করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ١٥٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٦٠﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠]

“নিশ্চয় যারা গোপন করে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়েত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লানত করেন এবং লানতকারীগণ লানত করে। তারা ছাড়া, যারা তওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তওবা কবুল করব। আর আমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু”।[2]

উল্লেখ্য ইলম গোপন করে যে পাপ করে, তার তাওবা হচ্ছে গোপন করা ইলম প্রকাশ করে দেওয়া।

---

[1] আবু দাউদ: (৩/৩২২), হাদিস নং:(৩৬৬০), তিরমিযি: (৫/৩৩), হাদিস নং: (২৬৫৬), ইব্‌ন মাজাহ: (১/৮৪), হাদিস নং: (২৩০), সহিহ ইব্‌ন হিব্বান: (১/২৭০), হাদিস নং: (৬৭) এবং (২/৪৫৪), হাদিস নং: (৬৮০), হাদিসটি জায়েদ ইব্‌ন সাবেত রা. থেকে বর্ণিত। এ হাদিসের একাধিক সনদ ও শাহেদ রয়েছে।

[2] সূরা বাকারা: (১৫৯-১৬০)

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

«مَنْ كَتَمَ عِلْماً تَلَجَّمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“যে কোনো ইলম গোপন করল, সে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পড়বে”।[1]

এসব আয়াত ও হাদিসের প্রভাব আমরা সাহাবিদের জীবনে দেখতে পাই। তারা দীন প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম ও দীন গোপন করার পাপ থেকে মুক্তির জন্য জীবন সায়াহ্নেও ইলম প্রচার করেছেন। একদা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে অধিক হাদিসের কারণে দোষারোপ করা হয়, তিনি প্রতিবাদ করে বলেন: “আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহর কিতাবে দু’টি আয়াত না থাকত, আমি তোমাদেরকে কোনো হাদিস বলতাম না”। অতঃপর তিনি সূরা বাকারার উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন”।[2] উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«والله لأحدثنكم حديثاً، والله لولا آية في كتاب الله ما حدَّثْتُكُمُوه»

“আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদেরকে একটি হাদিস শুনাব, আল্লাহর শপথ যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকত

---

[1] সহি ইব্‌ন হিব্বান: (১/২৭১), হাদিস নং: (৯৫), হাদিসটি আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।

[2] বুখারি: (৫/২৮), হাদিস নং: (২৩৫০)

আমি তোমাদেরকে হাদিস বলতাম না”।[1] তার উদ্দেশ্যও উপরোক্ত আয়াত। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, সাহাবিগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনা কোনো বাণী গোপন করেননি, কিংবা তার কোনো অংশ তারা হ্রাস করেননি।

৩. দীনকে বিকৃতি করা নিষেধ:

দীনের স্বকীয়তা রক্ষার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিকৃতিহীন হাদিস বর্ণনা করা। এ ধাপ অতিক্রম করা খুব কঠিন, কারণ ভুল মানুষের স্বভাব। ভুল ও সন্দেহ থেকে নবী ব্যতীত কেউ নিরাপদ নয়। অতএব প্রত্যেক হাদিসে শব্দ ও অর্থের অক্ষুণ্ণতা এবং রাবিদের সন্দেহ ও ভুল থেকে মুক্ত থাকার দাবি করা খুব কঠিন। তাহলে প্রশ্ন হয়, এ ক্ষেত্রে করণীয় কি?

এ ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় বর্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি সাহাবিদেরকে হাদিস মুখস্থ করাবেন, তারা তার কথা ও কর্মগুলো যথাযথ সংরক্ষণ ও মুখস্থ করবেন। ভুল হলে শুধরানোর ব্যবস্থা করবেন এবং সন্দেহ কিংবা গাফলতি হলে দূর করার পন্থা অবলম্বন করবেন। এটাই এ ক্ষেত্রে করণীয়, এ ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। তাই দেখি হাদিস সংরক্ষণ ও তাতে বিকৃতি ঠেকানোর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করেছেন, যেমন:

---

[1] মুসলিম: (১/২০৫), হাদিস নং: (২২৭)

হাদিস শিক্ষা দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কথা বারবার বলতেন, কখনো তিনবার, কখনো তার চেয়ে অধিক বলতেন, যেন শ্রোতারা তার কথা বুঝে ও মুখস্থ করতে সক্ষম হয়। ইমাম বুখারি প্রমুখ আনাস ও আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে কথা বলতেন, তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন তার কথা বুঝা যায়। যখন তিনি কোনো কওমের নিকট আসতেন, তাদেরকে সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন"।[1]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দসমূহ পৃথক উচ্চারণ করতেন ও ধীরে কথা বলতেন, যেন শ্রোতারা মুখস্থ ও স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতেন, যদি কোনো গণনাকারী গণনা করতে চাইত অবশ্যই গণনা করতে সক্ষম

---

[1] বুখারি: (১/১৮৮), হাদিস নং: (৯৪,৯৫), আবু উমামার হাদিস তাবরানি ফিল কাবিরে দেখুন: (৮/২৮৫), হাদিস নং: (৮০৯৫), হায়সামি তার সনদকে হাসান বলেছেন। আল-মাজমা: (১/১২৯)

হত”।[1] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় দ্রুত বলতেন না, তিনি পৃথক পৃথক বাক্য উচ্চারণ করতেন, যে তার কাছে বসত মুখস্থ করতে সক্ষম হত”।[2]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন, যেন শ্রোতারা বিরক্ত না হয় এবং তাদের আলস্য না আসে। কখনো কয়েকটি শব্দে কথা শেষ করতেন, যেমন একদা তিনি বলেন: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ» ‘লজ্জিত হওয়াই তওবা’।[3] অপর হাদিসে তিনি বলেন:

«الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ»

“একতা রহমত ও বিচ্ছিন্নতা শাস্তি”।[4]

৪. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশের জন্য উপযুক্ত সময় অন্বেষণ করতেন, যেন শ্রোতারা গভীর আগ্রহে শ্রবণ করে

---

[1] আবু দাউদ: (৩/৩২০), হাদিস নং: (৩৬৫৪)

[2] তিরমিযি: (৫/৬০০), হাদিস নং: (৩৬৩৯), আহমদ: (৬/২৫৭)

[3] ইব্‌ন মাজাহ: (২/১৪২০), হাদিস নং: (৪২৫২), ইব্‌ন হিব্বান: (২/৩৭৭), হাদিস নং: (৬১২-৬১৪)

[4] মুসনাদুশ শিহাব: (১/৪৩), হাদিস নং: (১৫), আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ: (৪/২৭৮), হাদিস নং: (১৮৪৪৯, ১৮৪৫০), বাজ্জার: (২/২২৬), হাদিস নং: (৩২৮২), হায়সামি ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদ’: (৫/২১৮) গ্রন্থে বলেন: ‘এ হাদিসের রাবিগণ সেকাহ’ বা শক্তিশালী।

ও মুখস্থের প্রতি যত্নশীল হয়। কখনো দু'টি উপদেশের মাঝে দীর্ঘ বিরতি নিতেন, যেন তাদের উদ্যমতা বৃদ্ধি পায় ও স্মৃতি শক্তি প্রখর হয়। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا»

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াযের জন্য দিনসমূহে উপযুক্ত সময় অন্বেষণ করতেন, কারণ তিনি আমাদের বিরক্তিকে অপছন্দ করতেন"।[1]

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো উদাহরণ পেশ করতেন, কারণ উদাহরণ বুঝা সহজ, দ্রুত অন্তরে আছর কাটে এবং অর্থগত বস্তুকে সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে পরিণত করা যায়। বিশেষ করে অলঙ্কার শাস্ত্রবিদদের নিকট উদাহরণের খুব মূল্য। তাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক উদাহরণ পেশ করতেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক হাজার উদাহরণ মুখস্থ করেছি"।[2]

---

[1] বুখারি: (১/১৬২), হাদিস নং: (৬৮)

[2] 'আল-আমসাল' লি রামাহুরমুযী: (পৃ.২৯-৩০), 'আস-সিয়ার' লিয যাহাবি: (৩/৮৭), আল-হিলইয়াহ' লি আবি নু'আইম: (৫/১৬৯)

এ ছাড়া তিনি আরো পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, যে কারণে সাহাবিগণ তার কথা, কর্ম, সমর্থন ও গুণগানগুলো সংরক্ষণ ও পরবর্তীদের নিকট পূর্ণরূপে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন।

শ্রোতা হিসেবে সাহাবিরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আদব ও মনোযোগসহ শ্রবণ করতেন, যেন কোনো বাণী তাদের থেকে বিচ্যুত না হয়, কোনো হাদিসে ভুল কিংবা সন্দেহ প্রবেশ না করে। নিম্নে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করছি:

হাদিস স্মরণ রাখার পদ্ধতি:

১. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলতেন সাহাবিগণ চুপ করে শ্রবণ করতেন, যেন তার কোনো কথা তাদের হাত ছাড়া না হয়। ইমাম আবু দাউদ ও আহমদ রাহিমাহুমাল্লাহ্ উসামাহ ইব্ন শারিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرُ».

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলাম, তখন তার সাথীগণ এমতাবস্থায় ছিল যে, যেন তাদের মাথার উপর পাখিকুল বসে আছে"।[1] ইমাম তাবরানি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, উসামাহ ইব্ন শারিক বলেন:

«كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ».

[1] আবু দাউদ: (৪/৩), হাদিস নং: (৩৩৪৫৫), আহমদ: (৪/২৭৮), হাদিস নং: (১৮৪৭৬)

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে ছিলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখিকুল রয়েছে। আমাদের কেউ কথা বলত না”।[1]

২. সাহাবিগণ জটিল বিষয় বারবার জিজ্ঞাসা করতেন, বুঝার আগ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি ছিল। ইব্‌ন আবি মুলাইকা থেকে ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশার অভ্যাস ছিল অজানা বিষয় জিজ্ঞাসা করা, একদা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مْن حُوسِبَ عُذِّبَ»

“যার হিসাব নেওয়া হবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে”। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আমি বললাম, আল্লাহ কি বলেননি:

﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨ ﴾ [الانشقاق: ٨]

“অত্যন্ত সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবে”।[2] নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ».

---

[1] তাবরানি ফিল কাবির: (১/১৮), হাদিস নং: (৪৭১), হায়সামি রহ. বলেছেন: এ হাদিসের রাবিগণ সহি হাদিসের রাবি: (৮/২৪), হাকেম: (৪/৪০০), তিনি হাদিসটি সহি বলেছেন।

[2] সূরা ইনশিকাক: (৮)

“এটা হচ্ছে শুধু সামনে পেশ করা, কিন্তু যাকে হিসাবের জন্য জবাবদিহি করা হবে সে ধ্বংস হবে”।[1]

৩. সাহাবিগণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যবেক্ষণ করতেন, অযথা প্রশ্ন করে বিরক্ত করতেন না। ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ : «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ. يعني رِفْقاً به صلى الله عليه وسلم.

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন: সময়মত সালাত আদায় করা। আমি বললাম: অতঃপর? তিনি বললেন: ‘পিতা-মাতার সদাচরণ’। তিনি বলেন: আমি বললাম: অতঃপর? তিনি বললেন: ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’। আমি আরো জিজ্ঞাসা করতাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার খাতিরে ত্যাগ করেছি”।[2]

---

[1] বুখারি: (১/১৯৬-১৯৭), হাদিস নং: (১০৩), মুসলিম: (৪/২২০৪), হাদিস নং: (২৮৭৬)

[2] মুসলিম: (১/৮৯), হাদিস নং: (১৩৭)

৪. সাহাবিদের মধ্যে যিনি লিখতে জানতেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী লিখে রাখতেন। ইমাম আবু দাউদসহ একাধিক মুহাদ্দিস সহি সনদে বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে মুখস্থ করার বস্তুগুলো আমি লিখে রাখতাম। কুরাইশরা আমাকে বারণ করল, তারা বলল: তুমি শোনা প্রত্যেক বিষয় লিখে রাখ, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, তিনি সন্তুষ্টি ও গোস্বায় কথা বলেন?! আমি বিরত থাকি, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘটনাটি বলি। তিনি মুখের দিকে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন:

«اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ».

"তুমি লিখ, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার নফস, এ মুখ থেকে সত্য ব্যতীত কিছু বের হয় না"।[1]

৫. অধিকন্তু সাহাবিদের পরিষ্কার চিন্তা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল। তাদের মাঝে শিক্ষার ব্যাপকতা না থাকার ফলে বংশ, বিভিন্ন ঘটনা, ওয়াদা ও চুক্তিপত্র তারা মুখস্থ রেখে অভ্যস্থ ছিল, যার ফলে তাদের স্মৃতি শক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি পেত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও

---

[1] আবু দাউদ: (৩/৩১৮), হাদিস নং: (৩৬৪৬)

কর্মগুলো চর্চা করেন। এভাবে তারা আল্লাহর দীনকে হিফাজত করতে সক্ষম হন, শুধু দায়িত্বের খাতিরে নয়, দীন ও দীন প্রচারকের মহব্বতও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

এ ছিল প্রথম উস্তাদ ও প্রথম ছাত্রদের অবস্থা। এ থেকে আমরা জানলাম যে, যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করলে ছাত্রগণ তাদের আদর্শ উস্তাদের সকল শিক্ষা মুখস্থ করতে সক্ষম হন, তার প্রত্যেকটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করেছেন। অপর দিকে আদর্শ ছাত্র হিসেবে উস্তাদের পাঠ গ্রহণ করার যাবতীয় কৌশল সাহাবিগণ অবলম্বন করেছেন।

শিক্ষক হিসেবে সাহাবিগণ:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবিগণ শিক্ষকরূপে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তখন দীন প্রচার ও দীনকে অবিকৃত রাখা উভয় দায়িত্ব বর্তায় তাদের উপর, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জানার সুযোগ নেই। তাই সাহাবিগণ হাদিসের শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে কতক নীতির অনুসরণ করেন, যেমন তারা হাদিস বর্ণনা কমিয়ে দেন, বর্ণনার পূর্বে শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন ও অপরকে শুনিয়ে যাচাই করেন, নিম্নে তার কতক নমুনা পেশ করছি:

১. সাহাবিগণ শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে হাদিস বর্ণনা কমিয়ে দেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবিগণ হাদিস বর্ণনার সংখ্যা কমিয়ে দেন, যেন তাতে ভুল ও মিথ্যা প্রবেশ না করে। এক সাহাবি হাদিসের খিদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হলে অপর সাহাবি চুপ থাকেন। কম বর্ণনা হাদিস স্মরণ রাখার একটি পদ্ধতি। অনেক সাহাবি বার্ধক্য জনিত স্মরণ শক্তি হ্রাস পেয়েছে সন্দেহে হাদিস বর্ণনা বন্ধ রাখেন। মাস ও বছর পার হত, তবু কতক সাহাবি বলতেন না: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন'। ভুল থেকে সুরক্ষার জন্য তারা এরূপ করতেন। কুরআন ত্যাগ করে মানুষ যেন হাদিসের প্রতি বেশী মনোযোগী না হয়, সে জন্যও তারা হাদিস বর্ণনা কম করেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কোনো দেশে মুজাহিদ বা শিক্ষকরূপে কাউকে প্রেরণ করার সময় বলতেন: "তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কম বর্ণনা কর, এ ক্ষেত্রে আমি তোমাদের অংশীদার"।[1] তার উদ্দেশ্য হাদিস গোপন করা নয়, বরং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো বিষয়কে

---

[1] তাবরানি ফিল আওসাত: (২/৩২৬), হাদিস নং: (২১১৭), হাকেম: (১/১০২) হাদিসটি সহি বলেছেন, আর ইমাম হাবি তার সমর্থন করেছেন।

সম্পৃক্ত করার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা। তাই অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবির সংখ্যা খুব কম।

অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণ:

হাজারের ঊর্ধ্বে মাত্র সাতজন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যথা: ১. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ 'আনহু, হাদিস সংখ্যা: (৫৩৭৪), ২. আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর রাদিয়াল্লাহ 'আনহু, হাদিস সংখ্যা: (২৬৩০), ৩. আনাস ইব্ন মালিক রাদিয়াল্লাহ 'আনহু, হাদিস সংখ্যা: (২২৮৬), ৪. উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহ 'আনহা, হাদিস সংখ্যা: (২২১০), ৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ 'আনহু, হাদিস সংখ্যা: (১৬৬০), ৬. জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ 'আনহু, হাদিস সংখ্যা: (১৫৪০), ৭. আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহ 'আনহু, হাদিস সংখ্যা: (১১৭০), তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন।

২. সাহাবিগণ হাদিসের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন:

হাদিসের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে সাহাবিগণ হাদিস বলতেন না। তবু ভুল হয়েছে ভয়ে হাদিস বর্ণনার সময় কেউ আঁতকে উঠতেন, কোথাও সন্দেহ হলে বিনা সংকোচে বলে দিতেন। কেউ একটি হাদিস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বহুদূর পর্যন্ত সফর করেন, যেমন জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ একটি হাদিসের জন্য আব্দুল্লাহ ইব্ন উনাইসের নিকট শামে গিয়েছেন।[1] আবু আইয়ূব

---

[1] বুখারি: (১/১৭৩)

আনসারি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একটি হাদিসের জন্য উকবাহ ইব্ন আমের-এর নিকট মিসরে গিয়েছেন।[1]

৩. সাহাবিগণ হুবহু হাদিস বর্ণনার চেষ্টা করেন:

সাহাবিগণ হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যতীত হুবহু হাদিস বর্ণনার চেষ্টা করতেন। কখনো হুবহু শব্দ বলা কঠিন হলে ভাবার্থ বলতেন। তারা ভাষা জানতেন, শরীয়তের উদ্দেশ্য বুঝতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেক্ষাপট দেখেছেন, তাই এতে সাধারণত তাদের ভুল হত না।

৪. সাহাবিগণ হাদিস যাচাই করেন:

সাহাবিগণ কোনো হাদিস প্রসঙ্গে সন্দেহ হলে যাচাই করেন। বিশেষভাবে আবু বকর এরূপ বেশী করেন, অতঃপর তার অনুসরণ করেন ওমর। তারা কখনো রাবির নিকট সাক্ষী তলব করেন, যেমন মুগিরা ইব্ন শু'বা যখন বলেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাতির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দাদিকে এক ষষ্ঠাংশ মিরাস প্রদান করেছেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার নিকট সাক্ষী তলব করেন, আর মুহাম্মদ ইব্ন

---

[1] আহমদ: (৪/১৫৩, ১৫৯), 'মুসনাদ' লিল হুমাইদি: (১/১৮৮৯-১৯০), হাদিস নং: (৩৮৪), 'মারেফাতু উলুমুল হাদিস' লিল হাকেম: (৭-৮), 'আর-রেহলাহ' লিল খতিব: (পৃ.ই১১৮), হাদিস নং: (৩৪), 'আল-আসমাউল মুবহামাহ': (পৃ.৬৩-৬৪), হাদিস নং: (৩৭), 'জামে বায়ানুল ইলম': (১/৩৯২), হাদিস নং: (৫৬৭)

মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন।[1] অনুরূপ আবু মুসা আশ'আরি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন তিনবার অনুমতি প্রসঙ্গে হাদিস বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার হাদিস গ্রহণ করেননি যতক্ষণ না আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সাথে সাক্ষ্য দিয়েছেন।[2] আলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হাদিসের শুদ্ধতার জন্য কখনো রাবি থেকে কসম নিতেন।

তাদের উদ্দেশ্য কখনো হাদিসের পথ সংকীর্ণ কিংবা রুদ্ধ করা ছিল না, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভুল ও মিথ্যার সুযোগ নষ্ট করা, যেন সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো হাদিস সম্পৃক্ত করার পূর্বে সতর্ক হয়।

৫. সাহাবিগণ সনদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন:

সাহাবিগণ হাদিসের শুদ্ধতা রক্ষার স্বার্থে হাদিসের সনদ তলব করেন, অপরকে গ্রহণযোগ্য রাবি থেকে শ্রবণ করার নির্দেশ দেন। কারণ মানুষ যখন দলেদলে ইসলামে প্রবেশ করছিল, তখন একটি কুচক্রী মহল দীনের প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা আরম্ভ করে, তাই হাদিস গ্রহণ করার পূর্বে রাবির অবস্থা জানা আবশ্যক হয়, বিশেষ করে উসমান রাদিয়াল্লাহু

---

[1] আবু দাউদ: (৩/১২১), হাদিস নং: (২৮৯৪), তিরমিযি: (৪/৪১৯), হাদিস নং: (৪১৯-৪২০), ইব্‌ন মাজাহ: (২/৯০৯-৯১০), মালেক: (৪০৭)

[2] বুখারি: (১১/২৬-২৭), হাদিস নং: (৬২৪৫), মুসলিম: (৩/১৬৯৪-১৬৯৬)

'আনহুর শাহাদাত পরবর্তী সময়ে। তখন মুসলিম সমাজে প্রসিদ্ধ ছিল:

«إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»

"নিশ্চয় এ ইলম দীনের অংশ, অতএব পরখ করে দেখ কার থেকে তোমরা তোমাদের দীন গ্রহণ করছ"।[1] মুহাম্মদ ইব্ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন:

«لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ، فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ».

"তারা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না, কিন্তু যখন ফিতনা (উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর শাহাদাত) সংঘটিত হল, তারা বলল: তোমরা আমাদেরকে তোমাদের রাবিদের নাম বল, আহলে সুন্নাহ হলে তাদের হাদিস গ্রহণ করা হবে, আর বিদআতি হলে তাদের হাদিস ত্যাগ করা হবে"।[2]

উকবাহ ইব্ন 'আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সন্তানদের উপদেশ দিয়ে বলেন: "হে বৎসগণ, আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি, ভালো করে স্মরণ রেখ: নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কারো থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস

---

[1] মুসলিম: (১/১৪), মুসলিমের ভূমিকা দেখুন।

[2] মুসলিম: (১/১৪), মুসলিমের ভূমিকা দেখুন।

গ্রহণ কর না, উলের মোটা কাপড় পরলেই দীনদার হবে না, আর কবিতা লিখে তোমাদের অন্তরকে কুরআন বিমুখ করো না"।[1]

আনাস ইব্‌ন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু স্বীয় ছাত্র সাবিত ইব্‌ন আসলাম আল-বুনানিকে বলেন: "হে সাবিত আমার থেকে গ্রহণ কর, তুমি আমার অপেক্ষা নির্ভরযোগ্য কাউকে পাবে না, কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছি, তিনি জিবরীল থেকে গ্রহণ করেছেন, আর জিবরীল আল্লাহ তা'আলা থেকে গ্রহণ করেছেন"।[2]

৬. সাহাবি সাহাবির নিকট হাদিস পেশ করেন:

এক সাহাবি অপর সাহাবির নিকট হাদিস পেশ করে শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। তাদের বিশ্বাস ছিল কোনো সাহাবি মিথ্যা বলে না, বা সজ্ঞানে বিকৃতি করে না, তবে কারো ভুল হতে পারে, কারো স্মৃতি থেকে কোনো বিষয় হারিয়ে যেতে পারে, তাই ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব তারা অপরকে শুনিয়ে হাদিস যাচাই করতেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিম[3] বর্ণনা করেন: ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

---

[1] মু'জামুল কাবির: (১৭/২৬৮), মাজমাউয যওয়ায়েদ: (১/১৪০)

[2] তিরমিযি: (৫/৬১৪), হাদিস নং: (৩৮৩১)

[3] বুখারি: (৩/১৫০), হাদিস নং: (১২৮৭), মুসলিম: (২/৬৪২), হাদিস নং: (৯২৯)

“নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের কতক কান্নায় শাস্তি দেওয়া হয়”। ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মৃত্যুর পর আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে এ হাদিস বলি। তিনি বললেন: আল্লাহ ওমরের উপর রহম করুন। আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলেননি:

«إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

তবে তিনি বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

“নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরের শাস্তি বৃদ্ধি করেন, তার উপর তার পরিবারের কান্নার কারণে”। অতঃপর তিনি বলেন: (এ ব্যাপারে) তোমাদের জন্য কুরআন যথেষ্ট।

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ ١٨ ﴾ [فاطر: ١٨]

“কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না”।[1]

৭. রাবিদের সমালোচনার সূচনা:

সাহাবিদের যুগ থেকে রাবিদের যাচাই করা আরম্ভ হয়। কারো হাদিস তারা প্রত্যাখ্যান করেন, কারো হাদিস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ মুজাহিদ ইব্‌ন জাবর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট বুশাইর আদাবি এসে বলতে লাগল: “রাসূলুল্লাহ

[1] সূরা ফাতের: (১৭)

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন”, কিন্তু ইব্ন আব্বাস তাকে হাদিস বলার অনুমতি দেননি, তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। সে বলল: হে ইব্ন আব্বাস, আপনি কেন মনোনিবেশ করছেন না! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বলছি, আপনি শুনছেন না! ইব্ন আব্বাস বলেন: “আমরা এক সময়ে ছিলাম, যখন কাউকে বলতে শুনতাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাদের চোখ তাকে লুফে নিত, তার দিকে আমরা মনোযোগ দিতাম, কিন্তু লোকেরা যখন কঠিন ও নরম বাহনে আরোহণ করল (হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রশংসিত ও নিন্দনীয় উভয় পন্থা অবলম্বন করল), তখন থেকে পরিচিত বস্তু গ্রহণ করি”। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন মিথ্যা বলা হত না, তখন আমরা হাদিস বলতাম, কিন্তু লোকেরা যখন উঁচু-নিচু উভয় বাহনে আরোহণ করল, আমরা তার থেকে হাদিস বর্ণনা করা ত্যাগ করি”।[1]

এভাবে সাহাবিদের যুগ শেষ না হতেই সনদ তলব করা আরম্ভ হয় এবং علم الجرح والتعديل তথা ‘সমালোচনা শাস্ত্রে’র সূচনা হয়। তারা সহি হাদিস ও সেকাহ রাবি চিহ্নিত করার কতক নীতি তৈরি

[1] মুসলিম: (১/১৩), দেখুন: মুকাদ্দামাহ।

করেন, যা সবার নিকট প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে স্বতন্ত্র গ্রন্থে জমা করার প্রয়োজন হয়নি।

একটি সন্দেহ ও তার নিরসন:

সাহাবিগণ ও মুনাফিকরা একসঙ্গে বাস করত, সে সুযোগে হয়তো কোনো মুনাফিক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করেছে, আর মানুষেরা তাদের বাহ্যিক সাথীত্ব দেখে সেগুলো গ্রহণ করেছে, এ জাতীয় সন্দেহ হতে পারে। কারণ, মুনাফিকরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ١﴾ [المنافقون: ١]

"যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তার রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী"।[1] অতএব তাদের মিথ্যা প্রচার করার বাস্তবতা কতটুকু?

কয়েকটি কারণে তারা এরূপ করতে পারেনি:

১. মুনাফিকরা দীনের প্রচার থেকে বিমুখ ছিল। কতক মুনাফিক কুরআন শ্রবণ করত, কিন্তু কুরআনের কোনো অংশ তাদের অন্তরে প্রবেশ করত না, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

[1] সূরা মুনাফিকুন: (১)

﴿وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنۡ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُمۡ ١٦﴾ [محمد: ١٦]

"আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবশেষে যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তারা যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'এই মাত্র সে কী বলল?' এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে"।[1] তারা যেহেতু ভাল করে শ্রবণ করেনি, তাই তাদের পক্ষে দীন বিকৃত করা সম্ভব হয়নি।

২. মুসলিমরা কোনো বিষয়ে মুনাফিকদের শরণাপন্ন হত না, কারণ কুরআনে বর্ণিত তাদের স্বভাব ও নিদর্শনের কারণে তারা চিহ্নিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলে:

﴿ وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِۚ ٣٠ ﴾ [محمد: ٣٠]

"তবে তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে"।[2] অতএব তারা চিহ্নিত ছিল, যার নিফাক স্পষ্ট ছিল না সেও সন্দেহের পাত্র ছিল। ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ

[1] সূরা মুহাম্মদ: (১৬)

[2] সূরা মুহাম্মদ: (৩০)

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতে পেরে কা‘ব ইব্ন মালিক আফসোস করে বলেন:

«فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ».

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্থানের পর আমি যখন মানুষের নিকট যেতাম ও তাদের মাঝে ঘুরতাম, আমাকে খুব দুঃখিত করত, কারণ আমি শুধু তাদেরকে দেখতাম যারা নেফাকের দোষে দুষ্ট ছিল, অথবা এমন কাউকে দেখতাম যাদেরকে আল্লাহ অক্ষমতার কারণে ছাড় দিয়েছেন”।[1]

এ থেকে প্রমাণিত হল যে, মুনাফিকরা চিহ্নিত ছিল, তাই কোনো মুসলিম দীনি বিষয়ে তাদের শরণাপন্ন হবে সম্ভব ছিল না।

৩. আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি, সাহাবিগণ নির্দিষ্ট নীতির অধীন হাদিস শ্রবণ করতেন, বলতেন ও যাচাই করতেন এবং বিনা সংকোচে অপরের সমালোচনা করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনো বিষয় সম্পৃক্ত করা হবে, যা তিনি বলেননি, আর তারা চুপ থাকবে, এরূপ সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তার নবীকে মুনাফিকদের থেকে পূর্ণরূপে রক্ষা করেছেন।

---

[1] বুখারি : (৮/১১৩), হাদিস নং:(৪৪১৮)

তাবে'ঈ ও তাদের পরবর্তী যুগে হাদিস:

হিজরি প্রথম শতাব্দীর অর্ধেক শেষ না-হতেই অধিকাংশ সাহাবি জীবন সংগ্রাম শেষ করে জান্নাতুল ফিরদউসে পাড়ি জমান। ইতোপূর্বে তারা ইসলামের দাওয়াত ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব-পশ্চিম বিচরণ করেন, ফলে বিভিন্ন দেশের তাবে'ঈগণ তাদের থেকে ইলম হাসিল করার সুযোগ পান, তবে তারা কতক সমস্যার মুখোমুখি হন, যেমন:

১. তারা দেখলেন, নবী যুগ থেকে দূরত্বের সাথে মানুষের স্মৃতি শক্তি লোপ পাচ্ছে, লেখা-লেখির উপর নির্ভরতা বাড়ছে ও আরব-অনারব মিশ্রিত হচ্ছে।

২. ধীরে ধীরে সনদ দীর্ঘ হচ্ছে, সাহাবি থেকে তাবে'ঈ, কখনো তাবে'ঈ থেকে তাবে'ঈ ইলম শিখছেন।

৩. মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাবি ও হাদিসের সনদ বাড়ছে।

৪. তাবে'ঈদের যুগে কয়েকটি বাতিল ফের্কার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যেমন শিয়া, খাওয়ারেজ, অতঃপর মুতাযিলা, মুরজিয়াহ ও জাবরিয়া ইত্যাদি। তারা দেখলেন বাতিল ফিরকাগুলো তাদের বিদআতের সমর্থনে মিথ্যা হাদিস রচনায় লিপ্ত।

তাবে'ঈগণ এসব সমস্যার সমাধানের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারা হাদিসের সুরক্ষার স্বার্থে সাহাবিদের থেকে শেখা নীতির সাথে নতুন কতিপয় নীতি তৈরি করেন, যেমন:

তাবে‘ঈদের অনুসৃত নীতি:

১. তাবে‘ঈগণ রাবি ও সনদ যাচাই করেন, যেন মিথ্যাবাদীদের কোনো রচনা হাদিসের স্বীকৃতি না পায়। তারা রাবিদের অবস্থা, নাম, উপাধি, উপনাম, জন্ম ও সফর ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। রাবিদের দেশ সফর, অবস্থান, মৃত্যু এবং প্রত্যেকের ভালো-মন্দ জানেন, তাদের স্মৃতি শক্তি ও হাদিসের উপর দক্ষতা সংরক্ষণ করেন। এভাবে তারা গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত রাবিদের পৃথক করেন।[1]

তারা সনদকে দীনের অংশ মনে করেন, কারণ সহি, দুর্বল ও জাল হাদিস জানার সনদ একটি মাধ্যম। ইমাম মুসলিম সহি মুসলিমের ভূমিকায়[2] আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক থেকে বর্ণনা করেন:

«الْإِسْنَادُ مِنْ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ »، وقَالَ أيضاً: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ» يَعْنِي الْإِسْنَادَ».

“সনদ দীনের অংশ, যদি সনদ না থাকত তাহলে যে যা ইচ্ছা তাই বলত”। তিনি অন্যত্র বলেন: “আমাদের ও পূর্ববর্তীদের মাঝে সিঁড়ি [সনদ] রয়েছে”। আবু ইসহাক ইবরাহিম ইব্‌ন ঈসা তালাকানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারককে বললাম: হে আবু আব্দুর রহমান, এ হাদিসটি কেমন:

---

[1] উদাহরণের জন্য দেখুন: বুখারি: (১১/২০১), হাদিস নং: (৬৪০৩)

[2] মুসলিম: (১/১৫), হাদিস নং: (১৫-১৬)

«إِنَّ مِنْ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ»
"নিশ্চয় সদাচরণের সাথে আরো সদাচরণ হচ্ছে যে, তুমি তোমার সালাতের সাথে তোমার পিতা-মাতার জন্য সালাত পড়বে এবং তোমার সিয়ামের সাথে তাদের জন্য সিয়াম রাখবে"। আব্দুল্লাহ বললেন: হে আবু ইসহাক, এ হাদিস কার থেকে বর্ণিত? তিনি বলেন: আমি বললাম: শিহাব ইব্‌ন খিরাশ থেকে। তিনি বললেন: সে সেকাহ্, সে কার থেকে? আমি বললাম: হাজ্জাজ ইব্‌ন দিনার থেকে। তিনি বললেন: সে সেকাহ্, সে কার থেকে? আমি বললাম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। তিনি বললেন: হে আবু ইসহাক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হাজ্জাজ ইব্‌ন দিনারের মাঝে অনেক দূরত্ব রয়েছে, যেখানে উটের গর্দান নুইয়ে যায়, তবে সদকার ক্ষেত্রে দ্বিমত নেই। অর্থাৎ হাজ্জাজ ইব্‌ন দিনার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে অপর রাবি রয়েছে, যাদেরকে হাজ্জাজ উল্লেখ করেনি, অতএব সনদ মুত্তাসিল নয়, তাই হাদিস সহি নয়।

এ যুগে হাদিসের কতক পরিভাষা সৃষ্টি হয়, যেমন 'মুদাল্লাস'। মুহাদ্দিসগণ মুদাল্লিসের হাদিস গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না সে বাদ দেওয়া রাবির নাম বলে দিত। অনুরূপ 'মুরসাল', 'মুত্তাসিল', 'মারফূ'', 'মাওকুফ' ও 'মাকতু' ইত্যাদি পরিভাষার সৃষ্টি হয়।

২. তাবে'ঈগণ রাবিদের গুণাগুণ নির্ণয়ে বিভিন্ন পরিভাষা গ্রহণ করেন, যেমন 'দ্বা'ঈফ', 'কাযযাব', 'সেকাহ', 'আদিল' ও 'দাবেত' ইত্যাদি, যেন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী, দুর্বল ও সবল রাবিদের চিহ্নিত করা যায়।

৩. তাবে'ঈগণ সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদিস লিপিবদ্ধ করা আরম্ভ করেন। কতক তাবে'ঈ হাদিসের কিতাব লিখেন, যেমন হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো জমা করেন। খলিফা ওমর ইব্‌ন আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহ সরকারি তত্ত্বাবধানে আবু বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন শিহাব যুহরিকে বিভিন্ন দেশ থেকে হাদিস সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন, যেন আলেমদের মৃত্যুর কারণে ইলম বিনষ্ট না হয় ও মিথ্যা হাদিস দীনে প্রবেশ না করে। এ সময়ে লিখিত সবচেয়ে পুরনো কিতাব হিসেবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে মা'মার ইব্‌ন রাশেদ সান'আনি (মৃ.১৫৪হি.) রচিত جامع 'জামে' ও ইমাম মালিক (মৃ.১৭৯হি.) রচিত 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' গ্রন্থদ্বয়।

৪. তাবে'ঈগণ বিভিন্ন দেশ থেকে হাদিসের সনদগুলো জমা করে পরখ করেন ও এক হাদিসের সাথে অপর হাদিস তুলনা করেন। এভাবে হাদিসের শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

৫. যারা পেশা হিসেবে হাদিস শিক্ষা করেনি বা হাদিস বর্ণনার নীতি জানেনি, তাবে'ঈগণ তাদের হাদিস ত্যাগ করেন। অর্থাৎ এক

শ্রেণীর ইবাদত গোজার ও দুনিয়া ত্যাগীদের হাদিস তারা ত্যাগ করেন, যারা উসুলে হাদিস জানতেন না, তবে মানুষদেরকে ইবাদত ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করতেন। তারা নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও খারাপ আমল থেকে সতর্ক করে অনেক হাদিস রচনা করেন। আলেমগণ তাদের হাদিস থেকে সতর্ক করেন। তারা বলেন: কারো হাদিস গ্রহণ করার জন্য রাবির নেককার হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং আলেমদের ইলমি মজলিসে বসা ও বর্ণনা নীতি জানা আবশ্যক। ইমাম মালিকের উস্তাদ আবুয যিনাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন যাকওয়ান বলেন: "আমি মদিনায় এক শো ব্যক্তিকে পেয়েছি, তারা সবাই বিশ্বস্ত, তবে তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তারা হাদিস বর্ণনার উপযুক্ত নয়"।[1] তারা নেককার, তবে তারা সহি-দ্বা'ঈফ চিনে না, তাদের থেকে ভুলের সম্ভাবনা বেশী।

৬. নবীন তাবে'ঈগণ প্রবীণ তাবে'ঈদের নিকট হাদিস পেশ করতেন, যেমন স্বর্ণকারের নিকট স্বর্ণ পেশ করা হয়। তারা হাদিসের দোষ-ত্রুটি বলে দিতেন। তখনো হাদিস যাচাইয়ের নীতিগুলো স্বতন্ত্র কোনো কিতাবে লিখা হয়নি, কারণ হাদিসের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট তা প্রসিদ্ধ ছিল।

---

[1] মুসলিম: (১/১৫)

হাদিস ও উসুলে হাদিসের স্বর্ণযুগ:

দ্বিতীয় হিজরির শেষার্ধ থেকে চতুর্থ হিজরির প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কে ইলমে হাদিসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তৃতীয় শতাব্দীতে মুহাদ্দিসগণ হাদিসের কিতাব রচনায় মনোযোগী হন। এ সময় হাদিসের মূল কিতাবগুলো রচনা করা হয়, যেমন:

১. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের মুসনাদ (মৃ.২৪১হি.), সহি বুখারি (মৃ.২৫৬হি.), সহি মুসলিম (মৃ.২৬১হি.), সুনানে আবু দাউদ সিজিসতানি (মৃ.২৭৫হি.), সুনানে তিরমিযি (মৃ.২৭৯হি.), সুনানে নাসায়ি (মৃ.৩০৩হি), সুনানে ইব্‌ন মাজাহ (মৃ.২৭৫হি.) সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

২. অনেক মুহাদ্দিস علم الرجال 'ইলমুর রিজাল' বা রাবিদের জীবনীর উপর একাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন: ইমাম বুখারি ক. আত-তারিখুল কাবির, খ. আত-তারিখুল আওসাত, গ. আত-তারিখুস সাগির। ঘ. 'কিতাবুদ দুয়াফা'; ইয়াহইয়া ইব্‌ন মায়িন (মৃ.২৩৪হি.) 'আত-তারিখ'; মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ (মৃ.২৩০হি.) 'আত-তাবকাতুল কুবরা'; নাসায়ি 'কিতাবুদ দু'আফা'; ইব্‌ন আবি হাতেম (মৃ.৩২৭হি.) 'আল-জারহু ওয়াততা'দিল'; ইব্‌ন হিব্বান (মৃ.৩৫৪হি.) 'কিতাবুস সিকাত' ইত্যাদি রচনা করেন। এসব কিতাবে তারা রাবিদের নাম, কে সেকাহ- কে দুর্বল, কে গ্রহণযোগ্য- কে পরিত্যক্ত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।

৩. কতক মুহাদ্দিস বিশেষ প্রকার হাদিস স্বতন্ত্র কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন, যেমন ইমাম বুখারি ও মুসলিম সহি হাদিস জমা করেন; ইমাম আবু দাউদ মুরসাল হাদিস জমা করেন; ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও আবু দাউদ উভয়ে 'নাসেখ ও মানসুখে'র উপর স্বতন্ত্র কিতাব লিখেন; ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও আলি ইব্‌ন মাদিনি (মৃ.২৩৪হি.) 'ইলাল' (হাদীসের গোপন দোষ-ত্রুটি)-এর উপর কিতাব লিখেন; অনুরূপ ইমাম তিরমিযি 'ইলালে'র উপর কিতাব লিখেন; ইমাম শাফে'ঈ ও ইব্‌ন কুতাইবাহ (মৃ.২৭৬হি.) প্রমুখগণ জটিল অর্থ সম্পন্ন হাদিসগুলো স্বতন্ত্র কিতাবে জমা করেন। এভাবে হাদিসের বিশেষ প্রকার স্বতন্ত্র কিতাবে জমা করা হয়।

মুহাদ্দিসগণ এসব কিতাবে 'উসুলে হাদিসে'র পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কেউ তার সংজ্ঞা দেননি। যেমন বুখারি ও মুসলিম 'সহি' হাদিসের সংজ্ঞা দেননি, অথবা সহির শর্ত বলেননি। ইমাম আহমদ 'নাসেখ ও মানসুখে'র উপর কিতাব লিখেছেন, কিন্তু তার সংজ্ঞা দেননি। অনুরূপ ই'লাল ও মারাসিল হাদিসের গ্রন্থকারগণ 'ইল্লত' ও 'মুরসালে'র সংজ্ঞা দেননি। তাদের কিতাবসমূহ ছিল 'উসুলে হাদিস' বা হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষার বাস্তব অনুশীলন, সবাই তার অর্থ জানত, তাই কেউ পরিভাষার সংজ্ঞা দেননি।

সর্বপ্রথম হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষা সংক্রান্ত সংজ্ঞা দেন ইমাম শাফে'ঈ রাহিমাহুল্লাহ্। তিনি উসুলে ফিকহের উপর লিখিত 'আর-

রিসালাহ' গ্রন্থে 'উসুলে হাদিসে'র কতক পরিভাষার সংজ্ঞা দেন, যেমন দলিল যোগ্য হাদিসের শর্ত, খবরে ওয়াহেদের প্রামাণিকতা, রাবির গ্রহণযোগ্যতা ও হাদিসের ভাবার্থ বর্ণনার শর্ত, মুদাল্লিস রাবির হাদিসের হুকুম এবং মুরসাল হাদিসের হুকুম ইত্যাদি বিষয়গুলো তিনি উসুলে ফিকহের অধীন বর্ণনা করেন। অনুরূপ ইমাম মুসলিম সহি মুসলিমের ভূমিকায় এবং ইমাম তিরমিযি 'ইলালুস সাগির' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউ উসুলে হাদিসের পরিভাষা সংক্রান্ত স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেননি।

হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষার উপর স্বতন্ত্রগ্রন্থ রচনা:

চতুর্থ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে যখন হাদিসের কিতাব লেখা প্রায় শেষ, তখন আলেমগণ হাদিসের পরিভাষাগুলো স্বতন্ত্র কিতাবে জমা করা আরম্ভ করেন। তারা প্রথমে সনদসহ পরিভাষাগুলো জমা করেন, তার উপর টিকা সংযোজন করেন ও তাদের নীতি থেকে বেশ-কিছু নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেন।

সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন কাযী আবু মুহাম্মদ হাসান ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন খাল্লাদ রামাহুরমুযি (মৃ.৩৬০হি.), তিনি "الْمُحَدِّث الفاصل بين الراوي والواعي" নামে উসুলে হাদিসের উপর স্বতন্ত্র কিতাব লিখেন। এতে তিনি হাদিস বর্ণনা করা, শ্রবণ করা, শিক্ষা দেওয়া ও হাদিস সংক্রান্ত মুহাদ্দিসের জরুরি জ্ঞাতব্য

বিষয়গুলো জমা করেন, কিন্তু পরিপূর্ণ কিতাবের ন্যায় উসুলে হাদিসের বিভিন্ন প্রকারগুলো তিনি উল্লেখ করেননি।

অতঃপর তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ নিসাপুরি (মৃ.৪০৫হি.), যিনি হাকেম নামে প্রসিদ্ধ। তিনি "معرفة علوم الحديث" নামে একখানা কিতাব রচনা করেন। সর্বপ্রথম উসুলে হাদিসের উপর এটা স্বতন্ত্র রচনা। এতে তিনি উসুলে হাদিসের ৫২-টি পরিভাষা উল্লেখ করেন। প্রত্যেক পরিভাষার সংজ্ঞা দেন, যার ভাগ হয় তার ভাগ করেন এবং উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করে।

অতঃপর উসুলে হাদিসের উপর গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেন আবু বকর আহমদ ইব্‌ন আলি ইব্‌ন সাবিত, যিনি খতিবে বাগদাদি (মৃ.৪৬৩হি.) নামে প্রসিদ্ধ। উসুলে হাদিসের উপর তিনি একাধিক কিতাব রচনা করেন, যেমন "الكفاية في علم الرواية" এতে তিনি হাদিস বর্ণনার পদ্ধতি, নীতিমালা ও আলেমদের মতামত জমা করেন। তার দ্বিতীয় কিতাব "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" এতে তিনি মুহাদ্দিস, হাদিস অন্বেষণকারী ও তাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। তার তৃতীয় কিতাব "الرحلة في طلب الحديث" এতে তিনি হাদিসের জন্য আলেমদের বিভিন্ন দেশ সফর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো জমা করেন। তার চতুর্থ কিতাব

"تقييد العلم" এতে তিনি হাদিস লেখা ও তার সাথে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো জমা করেন। তার পঞ্চম কিতাব "المزيد في متصل الأسانيد" এতে তিনি হাদিসের বিভিন্ন প্রকারগুলো উল্লেখ করেন। উসুলে হাদিসের সনদ কিংবা মতনের সাথে সম্পৃক্ত এমন কোনো ইলম নেই যার উপর তিনি স্বতন্ত্র কিতাব কিংবা পুস্তিকা রচনা করেননি। পরবর্তী আলেমদের নিকট তার কিতাবগুলো ব্যাপক সমাদৃত হয়। তার কিতাব থেকে সবাই উপকৃত হন, অনেকে বলেন: "ইনসাফের দৃষ্টিতে সবাই স্বীকার করবে যে, খতিবের পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তার কিতাবের উপর নির্ভরশীল"।

অতঃপর এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব লিখেন কাযী ইয়াদ ইব্‌ন মুসা ইয়াহসুবি (মৃ.৫৪৪হি.), তার কিতাবের নাম "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" এতে তিনি হাদিস বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার নীতিমালা জমা করেন। এভাবে উসুলে হাদিসের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

'ইবনে সালাহ'র হাতে উসুলে হাদিসের জাগরণ:

হাদিসের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফেয আবু আমর উসমান ইব্‌নুস সালাহ শাহরুযুরি (মৃ.৬৪৩হি.) উসুলে হাদিসের উপর "علوم الحديث" নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন, যা "مقدمة ابن الصلاح"

নামে প্রসিদ্ধ। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের এ কিতাব সবচেয়ে বেশী সমাদৃত:

১. হাদিসের প্রায় সকল প্রকার উল্লেখ করা হয়, যা পূর্বের কিতাবসমূহে বিক্ষিপ্ত ছিল। এতে ৬৫-প্রকার হাদিস রয়েছে। ২. পাঠকদের সুবিধার্থে সনদ উল্লেখ করা হয়নি, পূর্বের কিতাবগুলো যার দ্বারা পূর্ণ ছিল। ৩. সহজ ও সাবলীল ভাষায় হাদিসের নীতিমালা সূক্ষ্মভাবে প্রণয়ন করা হয়। ৪. পূর্বের আলেমদের বাণী ও আমল থেকে বিভিন্ন মাসাআলা বের করা হয়। ৫. সংজ্ঞাসহ প্রত্যেক প্রকার উল্লেখ করা হয়, যার সংজ্ঞা পূর্বে ছিল না তার সংজ্ঞা তৈরি করা হয়। ৬. পূর্ববর্তী আলেমদের নীতি ও অনুসৃত পদ্ধতির সুন্দর সমালোচনা করা হয়। এ জন্য আলেমগণ মনে করেন, এ কিতাব মুহাদ্দিসদের সামনে উসুলে হাদিসের নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

পরবর্তী আলেমগণ 'ইবনে সালাহ'র কিতাব যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন, কেউ তার সংক্ষিপ্ত লিখেন, কেউ তার ব্যাখ্যা লিখেন, কেউ সংক্ষিপ্তের ব্যাখ্যা লিখেন, কেউ ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত লিখেন, কেউ তার কিতাবকে কবিতার আকৃতি দেন, কেউ কবিতার ব্যাখ্যা লিখেন এবং কেউ তার নীতিমালার সমালোচনা করেন। ইব্‌নুস সালাহ ও তার কিতাব এতটাই গ্রহণযোগ্য যে, **উসুলের হাদিসের**

মূল কিতাব বললে তার কিতাব বুঝানো হয় এবং শায়খ বললে তিনি উদ্দেশ্য হন।

উসুলে হাদিসের অপর দিকপাল ইব্‌ন হাজার:

উসুলে হাদিসের অপর দিকপাল ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ সহজ ও সাবলীল ভাষায় অতি সংক্ষেপে একখানা কিতাব লিখেন "نُخْبَة الفِكْرِ في مصطلحِ أهلِ الأثر" নামে, যা মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। অতঃপর তিনি নিজেই তার নাতিদীর্ঘ এক ব্যাখ্যা লিখেন "نُزْهَة النظر شرح نُخْبَةِ الفِكَر" নামে। পরবর্তীতে তার ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা লিখেন শায়খ আলি ইব্‌ন সুলতান আল-কারি (মৃ.১০১৪হি.), "شرح الشرح" নামে। তার ব্যাখ্যার অপর ব্যাখ্যাকার শায়খ মুহাম্মদ আকরাম নাসরপুরি সিন্ধি, তার কিতাবের নাম "إمعان النظر شرحُ شرحِ نخبة الفكر" ইবন হাজারের হাতে উসুলে হাদিস পরিপক্ক ও সংহত হয়, পরবর্তী আলেমগণ তার কিতাবের উপর অধিক নির্ভরশীল।

আমরা দেখলাম হাদিস প্রচার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে ধীরেধীরে তার পরিধি বাড়তে থাকে। যখন যতটুকু প্রয়োজন ছিল, তখন ততটুকু অস্তিত্ব লাভ করে। নববী যুগ থেকে মানুষের দূরত্ব বাড়ার সাথে আদর্শের

পতন ত্বরান্বিত হয়।[1] কখনো মিথ্যার প্রসার ঘটে, কখনো কুচক্রীরা অনুপ্রবেশ করে, কখনো বাতিল ফির্কার জন্ম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত কথা, কর্ম, সমর্থন ও তার গুণগান যথাযথ সংরক্ষণ করার জন্য আলেমগণ ঘাম ঝরান। তারা বিভিন্ন নীতিমালা তৈরি করেন ও কঠোর নিয়ম মেনে চলেন। হাদিসের কিতাবগুলো রচনা সম্পন্ন হলে দীন বিপদ মুক্ত হয়। অতঃপর আরম্ভ হয় বিভিন্ন কিতাবে সংগৃহীত হাদিসগুলো পর্যালোচনা করা। কোনো মুহাদ্দিসের শিথিলতা, কারো কঠোরতা এবং কারো মধ্যমপন্থা চিহ্নিত হয়। মুহাদ্দিসগণ সহি, হাসান, দা‘য়িফ ও জাল হাদিসসমূহ নির্ণয় করেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো পরখ করে সহি, দুর্বল ও জাল হাদিস নির্ণয় করার পদ্ধতিকে পরিভাষায় ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’ বলা হয়।

এ পর্যন্ত হাদিস শাস্ত্রের দু’টি পদ্ধতি জানলাম: একটি "علم الرواية" অপরটি "علم الدراية"

---

[1] নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

" خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ".

“আমার যুগের মানুষেরা সর্বোত্তম, অতঃপর তাদের সাথে যারা মিলিত হবে, অতঃপর তাদের সাথে যারা মিলিত হবে”। বুখারি: (২৬৫২), মুসলিম: (২৫৩৫)

‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সমর্থন, চারিত্রিক ও সৃষ্টিগত গুণগান, অনুরূপ সাহাবি ও তাবে‘ঈদের কথা ও কর্মের জ্ঞানার্জন করা, সূক্ষ্মভাবে সংরক্ষণ করা, যথাযথ অপরের নিকট পৌঁছানো ও তার শব্দগুলো পরিপূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ করা।

‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’: এমন কতক বিধান ও নীতিমালা, যার দ্বারা হাদিসের সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে সহি, হাসান, দুর্বল ও তার প্রকারসমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সনদের অবস্থার অর্থ ইত্তেসাল, ইনকেতা ও তাদলিস; উঁচু সনদ ও নিচু সনদ, রাবি দুর্বল না সেকাহ ইত্যাদি। মতনের অবস্থার অর্থ মারফূ‘, মাওকুফ, মাকতু, শায, মু‘আল্লাল, সহি, দ্বা‘ঈফ অথবা মনসুখ ইত্যাদি। হাদিসের ফিকহ তথা অর্থ জানা ও তার থেকে মাসআলা আবিষ্কার করা এ ইলমের অন্তর্ভুক্ত, কারণ হাদিসের অর্থ জানা মতনের একটি বিশেষ গুণ, যার উপর ভিত্তি করে ইল্লত ও মুখালিফাত জানা যায়।

‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’ ও ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’-কে "علم مصطلح الحديث" বা শুধু "مصطلح الحديث" বলা হয়। অর্থাৎ যে শাস্ত্রে ‘ইলমুর রিওয়াইয়াহ’ ও ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সে শাস্ত্রকে ‘ইলমু মুসতালাহিল হাদিস’ বলা হয়। তবে সাধারণত ‘ইলমুদ দিরাইয়াহ’কে ‘ইলমু মুসতালাহিল হাদিস’ বলা

হয়। ‘মুসতালাহুল হাদিসের’ অপর নাম "علم علوم الحديث" ‘ইলমু উলুমিল হাদিস’ বা "علم أصول الحديث" ‘ইলমু উসুলিল হাদিস’ বা শুধু "علم الحديث" ‘ইলমুল হাদিস’।

উসুলে হাদিস উম্মতে মুসলিমার বৈশিষ্ট্য, পূর্বের কোনো জাতির নিকট এ ইলম নেই। অসংখ্য হাফেযে হাদিস গুরুত্বের সাথে এ ইলম গ্রহণ করেন, রাবিদের জীবনী ও তাদের ভাল-মন্দ সংবাদ সংগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবি ও তাদের অনুসারী তাবে‘ঈদের সাথে সম্পৃক্ত হাদিসগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধ চিহ্নিত করেন, যা একমাত্র এ উম্মতের গর্বের বস্তু। আল্লাহ এভাবে দীন হিফাজত করেন, যার ওয়াদা তিনি নিম্নের আয়াতে করেছেন:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হিফাযতকারী”।[1] আল্লাহ তাআলার সরাসরি তত্ত্বাবধানে কুরআনুল কারিম সংরক্ষিত। আর তার তৌফিকপ্রাপ্ত একদল বান্দার তত্ত্বাবধানে হাদিস সংরক্ষিত।

---

[1] সূরা হিজর: (৯)

হাম্‌দ ও সালাত

أُرْسِلا	نَبِيٍّ	خَيْرِ	محمدٍ		عَلى	مُصَلِّياً	بالحمْدِ	أَبْدَأُ

“আমি আরম্ভ করছি আল্লাহর প্রশংসা ও সর্বোত্তম নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ দ্বারা, যাকে [রাসূল করে] প্রেরণ করা হয়েছে”।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ ‘মানযূমার’ শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করেছেন, কারণ আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারিম আরম্ভ করেছেন তার প্রশংসার মাধ্যমে। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ﴾ [الفاتحة: ٢]

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব”।[1] অপর আয়াতে তিনি আসমান-যমিন ও আলো-আধার সৃষ্টি সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার পূর্বে নিজের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ١ ﴾ [الانعام: ١]

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তারপর কাফিররা তাদের রবের সমতুল্য স্থির করে”।[2]

---

[1] সূরা ফাতেহা: (১)

[2] সূরা আনআম: (১)

দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করতেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সূত্রে বর্ণনা করেন:

«ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»

"অতঃপর সন্ধ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন, যেরূপ তিনি হকদার। অতঃপর বললেন: লোকদের কি হল, তারা এমন কতক শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যে এমন শর্তারোপ করল, যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল"।[1]

ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ»

"যেসব খুৎবায় তাশাহহুদ নেই, তা কর্তিত হাতের ন্যায়"।[2] আল্লাহর হাম্‌দ তথা প্রশংসা ও গুণকীর্তন একপ্রকার তাশহহুদ। অতএব লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ হামদ দ্বারা 'মানযূমাহ' আরম্ভ করে

---

[1] বুখারি: (২০২০), মুসলিম: (২৭৭০)

[2] তিরমিযি: (১০২০), তিনি বলেন: এ হাদিসটি হাসান, সহি ও গরিব।

কুরআনুল কারিম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নার যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

حمد অর্থ মহব্বত ও সম্মানসহ পরিপূর্ণ গুণাবলি ও বিশেষণের কারণে প্রশংসিত সত্তার প্রশংসা করা। যদি মহব্বত ও সম্মান ব্যতীত শুধু ভয় ও শঙ্কা থেকে প্রশংসা করা হয়, তাহলে مدح বলা হয়, হাম্‌দ বলা হয় না। একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা পরিপূর্ণ গুণাবলি ও বিশেষণের মালিক, তাই পরিপূর্ণ প্রশংসা তিনি ব্যতীত কারো জন্য বৈধ নয়। তিনি সুন্দর নামসমূহ, পরিপূর্ণ গুণাবলি ও যাবতীয় কর্মের মালিক; তিনি একক, সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ও বে-হিসাব নিয়ামত প্রদানকারী। অতএব তিনি ব্যতীত কেউ সর্বদা ও সকল প্রশংসার যোগ্য নয়।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে প্রশংসিত সত্তার নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে স্পষ্ট যে, প্রশংসিত সত্তা মহান আল্লাহ তা‘আলা। কারণ তিনি মুসলিম, তিনি কেবল আল্লাহ তা‘আলার হামদ তথা- ভালোবাসা ও সম্মান মিশ্রিত প্রশংসা করবেন এটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করেছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বলেছেন, যে দরূদ ব্যতীত দো‘আ আরম্ভ করেছিল: "عَجِلَ هَذَا" “সে দ্রুত করে ফেলল”। অতঃপর তিনি তাকে বা অপর কাউকে বলেন:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ»

“যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও তার গুণকীর্তন দ্বারা আরম্ভ করে। অতঃপর সে যেন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত আদায় করে। অতঃপর যা ইচ্ছা তাই যেন দো‘আ করে”।[1] দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾ [الاحزاب : ٥٦]

“নিশ্চয় আল্লাহ এবং তার মালায়েকাগণ নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও”।[2]

লেখক রাহিমাহুল্লাহ দ্বিতীয় পর্যায়ে দরূপ পাঠ করে কুরআনুল কারিম ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার উপর আমল করেছেন।

---

[1] তিরমিযি: (৩৪২৪), আবু দাউদ: (১২৬৪), তিরমিযি রহ. বলেন: এ হাদিসটি হাসান ও সহি।

[2] সূরা আহযাব: (৫৬)

صلاة শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর ‘সালাত’ পাঠ করার অর্থ রহমত প্রেরণ করা। মানুষ ও মালায়েকার সালাত পাঠ করার অর্থ তার জন্য মাগফেরাত তলব করা। অধিকাংশ আলেমের নিকট এ অর্থ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিজ্ঞ আলেমদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর সালাত পাঠ করার অর্থ ঊর্ধ্ব জগতে তার প্রশংসা করা। ইমাম বুখারি, আবুল আলিয়া থেকে এ অর্থ নিয়েছেন। অতএব যখন আপনি বললেন: صلى الله على محمد তার অর্থ: اللّٰهُمَّ اثن على محمد في الملأ الأعلى ثناءً حسناً. “হে আল্লাহ ঊর্ধ্ব জগতে আপনি মুহাম্মদের উপর সুন্দর প্রশংসা করুন”। এ অর্থের প্রমাণ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٧]

“তাদের উপর রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে অনেক প্রশংসা ও রহমত এবং তারাই হিদায়েত প্রাপ্ত”।[1] এ আয়াতে সালাত অর্থ রহমত মানলে অর্থ হয়: ‘তাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে অনেক রহমত ও রহমত’। এ অর্থ সুন্দর ও যথাযথ নয়, কারণ অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী বাক্যে ব্যবহৃত দু’টি শব্দ থেকে একার্থ নেয়ার চেয়ে ভিন্নার্থ নেয়া অধিক শ্রেয়। কারণ صلوات

---

[1] সূরা বাকারা: (১৫৭)

শব্দের অর্থ রহমত হলে একার্থ বিশিষ্ট দু'টি শব্দ একটির সাথে অপরটি যোগ বা আত্ফ করা হয়, যা বিনা প্রয়োজনে শুদ্ধ নয়, তাই ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ পেশ করা অর্থ অধিক বিশুদ্ধ। এভাবে তাকিদের পরিবর্তে তাসিস তথা নতুন অর্থ হাসিল হয়। অতএব আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পাঠ করি, তার অর্থ আমরা তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা তলব করি। যখন স্বয়ং আল্লাহ তার উপর সালাত পাঠ করেন, তার অর্থ ঊর্ধ্ব জগতে মালায়েকার মাঝে তিনি তার প্রশংসা করেন।[1]

শায়খ আব্দুল হামিদ ইব্ন বাদিস রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেক আলেম সালাতের বিভিন্ন অর্থ করেছেন: রহমত, মাগফেরাত, মালায়েকার মাঝে প্রশংসা করা, আল্লাহর ইহসান, অনুগ্রহ ও তার সম্মান ইত্যাদি। মূলত এসব ব্যাখ্যায় কোন

---

[1] মানযুমাহ বায়কুনিয়ার ব্যাখ্যাকার খালেদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-মুসলিহ বলেন: "সালাত অর্থ কেউ বলেন: রহমত, কেউ বলেন: উর্ধ্বজগতের মজলিসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করা। কেউ বলেন: তার জন্য অফুরন্ত কল্যাণ তলব করা। তৃতীয় অর্থ অধিক সুন্দর। কারণ, আবুল আলিয়ার বাণী ব্যতীত সালাত অর্থ 'উর্ধ্ব জগতে প্রশংসা'র স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই। এ জাতীয় অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করা প্রয়োজন, তিনি সাহাবি নন বিধায় তার বাণীকে আমরা মারফূর হুকুমে মানতে পারি না"। শারহুল মানযূমাহ আল-বায়কুনিয়াহ: (পৃ.৬)

বৈপরীত্য নেই, কারণ মাগফেরাত একপ্রকার রহমত, প্রশংসা একপ্রকার রহমত, ইহসান ও অনুগ্রহ একপ্রকার রহমত, সম্মান দেওয়া একপ্রকার রহমত। তবে সালাতের প্রকৃত অর্থ রহমত, অন্যান্য অর্থ আনুষঙ্গিক”।[1]

محمد নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম, তিনি বলেছেন:

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ»

“আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ; আমি ধ্বংসকারী, যার দ্বারা কুফর ধ্বংস করা হয়; আমি হাশের, মানুষদেরকে আমার পশ্চাতে জমা করা হবে; এবং আমি আকেব, যার পরবর্তী কোনো নবী নেই সে আকেব”।[2]

কুরআনুল কারিমে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু’টি নাম রয়েছে: আহমদ ও মুহাম্মদ। ঈসা ‘আলাইহিস সালাম স্বীয় কওম বনি ইসরাইলের নিকট আহমদ নামে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয় পেশ করেছেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নামের অহি তথা প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, কিংবা বনি ইসরাইলের মাঝে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এ নাম নির্বাচন করেছেন। কারণ আহমদ অর্থ ‘সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী’, যে

---

[1] মাজালেসুত তাজকির মিন হাদিসিল বাশিরিন নাজির: (পৃ.২২০-২২১)

[2] বুখারি: (৪৫৪২) ও মুসলিম: (৪৩২৯)

সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এ কথা বনি ইসরাইল জানত। অতএব আহমদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ। محمد কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ প্রশংসিত সত্ত্বা। أحمد অগ্রাধিকার সূচক বিশেষণ, অর্থ সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে আল্লাহর বেশী প্রশংসাকারী, অতএব তিনি বেশী প্রশংসার হকদার। তাই তার নাম মুহাম্মদ ও আহমদ যথাযথ হয়েছে।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “ইব্ন ফারেস প্রমুখগণ বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে ইলহাম করেছেন, যার ফলে তারা মুহাম্মদ ও আহমদ নামের তৌফিক লাভ করেছেন”।[1]

خير نبي أرسلا লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ নবুওয়ত ও রিসালাত উভয় জমা করেছেন। نبي কর্তাবাচক বিশেষ্য, فعيلٌ এর ওজনে نبأ ধাতু থেকে উৎপত্তি, অর্থ সংবাদদাতা, অথবা نبا ينبوا ক্রিয়ার ধাতু نبوة থেকে উৎপত্তি, অর্থ উঁচু হওয়া। প্রথম অর্থ হিসেবে তিনি আল্লাহর সংবাদবাহক। দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে তিনি উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তার উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

[1] ‘শারহুল মানযুমাতুল বাইকুনিয়াহ’: (১২) লি শায়খ ইয়াহইয়া ইব্ন আলি আল-হাজুরি।

﴿تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَٰتٖۚ ٢٥٣﴾ [البقرة: ٢٥٣]

"ঐ রাসূলগণ, আমি তাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারো কারো মর্যাদা উঁচু করেছেন"।[1] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ وَلَلۡأٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٖ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلٗا ٢١﴾ [الاسراء: ٢١]

"ভেবে দেখ, আমি তাদের কতককে কতকের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আখিরাত নিশ্চয় মর্যাদায় মহান এবং শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর"।[2] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

﴿ وَلَقَدۡ فَضَّلۡنَا بَعۡضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ٥٥ ﴾ [الاسراء: ٥٥]

"আর আমি তো কতক নবীকে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি"।[3] তার আরেকটি বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে 'মাকামে মাহমুদ' তথা প্রশংসিত স্থান দান করবেন। তিনি বলেন:

﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ٧٩﴾ [الاسراء: ٧٩]

"আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত

---

[1] সূরা বাকারা: (২৫৩)

[2] সূরা ইসরা: (২১)

[3] সূরা ইসরা: (৫৫)

অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন”।[1] নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

«أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“আমি কিয়ামতের দিন মানুষের সরদার”।[2] অতএব তিনি যেরূপ সংবাদদাতা, সেরূপ উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তাই উভয় অর্থ হিসেবে ‘নবী’ নাম তার জন্য যথাযথ হয়েছে।

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ রাসূল:

আল্লাহ তা‘আলা নবীদের মর্যাদায় তারতম্য করেছেন। কেউ কারো থেকে শ্রেষ্ঠ। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। শ্রেষ্ঠত্বের বিবেচনায় দ্বিতীয় ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

«فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا».

“নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইবরাহীমকে”।[3] অতঃপর মর্যাদার বিবেচনায় তৃতীয় স্থানে আছেন মূসা ‘আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤ ﴾ [النساء : ١٦٤]

---

[1] সূরা ইসরা: (৭৯)

[2] বুখারি: (৪৩৬৮), মুসলিম: (২৯২)

[3] মুসলিম: (৮৩২)

“আর আল্লাহ মূসার সাথে সুস্পষ্টভাবে কথা বলেছেন”।[1] দ্বিতীয় দলিল তার উম্মতের সংখ্যা অধিক হবে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

«وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ».

“আমি বিরাট একদল দেখলাম, যা দিগন্ত আড়াল করে রেখেছে। আমি আশা করেছি দলটি আমার উম্মত হোক, আমাকে বলা হল: এ হচ্ছে মূসা ও তার কওম”।[2] অপর হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي، أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ ؟».

“তোমরা আমাকে মূসার উপর প্রাধান্য দিয়ো না, কারণ মানুষেরা সংজ্ঞাহীন হবে, আমি সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ফিরে পাব, তখন দেখব মূসা আরশের পার্শ্ব ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি সংজ্ঞাহীনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, না আল্লাহ যাদেরকে সংজ্ঞামুক্ত রেখেছেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন”?[3] ইসরা ও মেরাজের হাদিসে তার মর্তবা ষষ্ঠ আসমানে

---

[1] সূরা নিসা: (১৬৪)

[2] বুখারি: (৩১৮১)

[3] মুসলিম: (৪৩৮৪)

বিধৃত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় মর্যাদার বিবেচনায় মূসা 'আলাইহিস সালাম তৃতীয় স্থানে।

চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে আছেন ঈসা ও নূহ 'আলাইহিমুস সালাম। তাদের দু'জনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে আলেমগণ দ্বিমত করেছেন। কেউ বলেন ঈসা 'আলাইহিস সালাম শ্রেষ্ঠ, কেউ বলেন নূহ 'আলাইহিস সালাম শ্রেষ্ঠ। কেউ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে নীরবতা অবলম্বন করেন। উল্লেখিত পাঁচজন সবাই শ্রেষ্ঠ রাসূল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ٣٥﴾ [الاحقاف: ٣٥]

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের রাসূলগণ"।[1] অন্যত্র ইরশাদ করেন:

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧﴾ [الاحزاب : ٧]

"আর স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে এবং তোমার থেকে, নূহ, ইবরাহিম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি তাদের কাছ থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম"।[2]

---

[1] সূরা আহযাব: (৩৫)

[2] সূরা আহযাব: (৭)

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ».

"আমি আল্লাহর বান্দা, নিশ্চয় সর্বশেষ নবী, তখন আদম 'আলাইহিস সালাম ছিল মাটিতে মিশ্রিত"।[1]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে অন্যান্য নবীর উপর তাকে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন। কোথাও তিনি বলেছেন:

«لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ».

"নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ কর না"।[2] অথচ উপরের আলোচনা থেকে জানলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নবীদের মাঝে মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ্‌ সূরা বাকারার (২৫৩)নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন:

১. মর্যাদার তারতম্য জানার পূর্বে তিনি নিষেধ করেছেন।

২. বিনয়ী ও নম্রতার খাতিরে তিনি নিষেধ করেছেন।

৩. তর্কের সময় অহংকার করে প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

---

[1] আহমদ: (১৬৮১৭)

[2] বুখারি: (৬৪৩৩), ও মুসলিম: (৪৩৮৫)

৪. সাম্প্রদায়িকতার জন্য প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন।

৫. তার নিষেধ করার অর্থ মর্যাদার বিষয়টি তোমাদের উপর ন্যস্ত নয়, আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তোমাদের দায়িত্ব শুধু আনুগত্য করা।

নবী ও রাসূল উভয় বলা উত্তম:

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ خير نبي أرسلا বলে নবী ও রাসূল উভয় বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, যদিও শুধু রাসূল দ্বারা নবী বুঝা যেত, কারণ প্রত্যেক রাসূল নবী, তবে তা হত প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রাসঙ্গিকতা ত্যাগ করে নবী ও রাসূল দু'টি বিশেষণ স্পষ্ট বলেছেন। এভাবে বলাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। বুখারি ও মুসলিম[1] বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি বারা ইব্ন আযেবকে বলেন: "যখন তুমি বিছানায় আস সালাতের ন্যায় অজু কর। অতঃপর ডান পার্শ্বে শয়ন কর এবং বল:

«اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»

যদি এ রাতে মারা যাও, তবে স্বভাবের উপর মারা যাবে। তুমি এ বাক্যগুলোকে তোমার সর্বশেষ বাক্য বানাও"। তিনি বলেন: আমি

[1] বুখারি: (৬৩১১), মুসলিম: (২৭১২)

দো‘আটি পড়ে শুনাই: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ শেষে বলি: وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ বল, وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ তিনি বললেন: না, وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ বল, [যেভাবে আমি তোমাকে বলেছি]। ‘বারা’ ইব্ন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু وَبِرَسُولِكَ বলতে চাইলেন, কিন্তু তিনি وَبِنَبِيِّكَ বলতে বললেন, অথচ রাসূল শব্দে প্রাসঙ্গিকভাবে নবীর উল্লেখ ছিল।

দ্বিতীয়ত লেখক নবী ও রাসূল বলে উভয়ের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কারও কারও মতে, নতুন শরীয়ত নিয়ে আগমনকারীকে রাসূল বলা হয়, আর পূর্বের রাসূলের শরীয়ত প্রচারকারীকে বলা হয় নবী। প্রত্যেক রাসূল নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নয়।

বাইকুনি বিসমিল্লাহ লিখেননি:

আমাদের সামনে বিদ্যমান ‘মানযুমায়’[1] বিসমিল্লাহ নেই। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আশ-শামরানি সংকলিত الجامع للمتون العلمية গ্রন্থেও[2] বিসমিল্লাহ নেই। মানযূমার প্রথম লাইন থেকে অনুমেয় লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখেননি, তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ দ্বারা ‘বিসমিল্লাহ’ লিখার অজিফা আঞ্জাম দিয়েছেন।

---

[1] ‘দারুস সালাম’ কায়রো, মিসর থেকে প্রকাশিত।

[2] ‘মাদারুল ওয়াতন’ রিয়াদ থেকে প্রকাশিত।

বিসমিল্লাহর প্রতি গুরুত্বারোপকরী হাদিসগুলো দুর্বল:

প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী যেসব হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তার সবক'টি দুর্বল। সেগুলো ত্যাগ করে কুরআনুল কারিম এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি ও চিঠি-পত্রের আদর্শকে বিসমিল্লাহ বলার স্বপক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম[1]।

ভুল প্রথা: আমাদের সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআনুল কারিমের তিলাওয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কতিপয় হাম্‌দ ও না'ত আবৃতি করা হয়। আলেম সমাজেও যার রেওয়াজ রয়েছে, কিন্তু সুন্নায় তার কোনো প্রমাণ নেই। তাই এ নীতিকে বাধ্যতামূলক মনে করা পরিহার করা উত্তম। প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করে

---

[1] তবে বিশেষ বিশেষ কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলার ব্যাপারে সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন, খাওয়ার আগে, অজুর আগে, কাপড় ছাড়ার আগে, মসজিদে ঢোকার আগে, স্ত্রী সহবাসের আগে ইত্যাদিতে বিশেষভাবে বিসমিল্লাহ বলার ব্যাপারে সহীহ হাদীস রয়েছে। [সম্পাদক]

স্বীয় খুৎবা আরম্ভ করা। যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিগণ খুৎবা প্রদান করতেন।

হাদিসের অর্থ

وَكُلٌّ واحدٍ أَتَى وَحَدَّهْ		وَذِي مِنَ اقْسامِ الحدِيثِ عِدَّهْ

“এ হলো হাদিসের কয়েকটি প্রকার, [এ কবিতায়] প্রত্যেক প্রকার তার সংজ্ঞাসহ এসেছে”।

"ذي" ইঙ্গিত বাহক বিশেষ্য বা ইসমে ইশারাহ। এর মাধ্যমে তিনি মানযুমায় বর্ণিত হাদিসের প্রকারগুলোর দিকে ইশারা করেছেন। হাদিসের প্রকার দ্বারা মৌলিক ও আনুষঙ্গিক উভয় উদ্দেশ্য। হাদিসের মৌলিক প্রকার তিনটি: সহি, হাসান ও দ্বা‘ঈফ।[1] লেখক প্রথম ছয়টি পঙক্তিতে মৌলিক প্রকার ও অবশিষ্ট পঙক্তিতে আনুষঙ্গিক প্রকারসমূহ উল্লেখ করেছেন।

حديث এর আভিধানিক অর্থ নতুন। আল্লাহর কালাম ‘কাদিম’ বা অনাদির বিপরীত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীকে

---

[1] কেউ বলেন: হাদিসের মৌলিক প্রকার দু’টি ‘সহি’ ও ‘দা‘ঈফ’। তাদের নিকট ‘হাসান’ও ‘সহি’ হাদিসের প্রকার। দলিল: হাদিসে গ্রহণযোগ্যতার দলিল থাকবে, বা থাকবে না, থাকলে ‘সহি’, নচেৎ ‘হাসান’। তিন প্রকারের দলিল: হাদিসে গ্রহণযোগ্যতার দলিল থাকবে, বা থাকবে না, না থাকলে ‘দা‘ঈফ’, আর থাকলে পূর্ণমাত্রায় থাকবে, বা দুর্বলভাবে থাকবে, পূর্ণমাত্রায় থাকলে ‘সহি’, দুর্বলভাবে থাকলে ‘হাসান’।

হাদিস বলা হয়, কারণ তার বাণী অপেক্ষাকৃত নতুন। সংবাদকে হাদিস বলা হয়, কারণ সংবাদ অপেক্ষাকৃত নতুন। মুখের কথাও হাদিস, কারণ এগুলো নতুন নতুন অস্তিত্ব লাভ করে। এ হিসেবে কুরআনুল কারিমকে হাদিস বলা হয়। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [الجاثية : ٦]

"অতএব তারা আল্লাহ ও তার আয়াতের পর আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে"?[1]

হাদিসের পারিভাষিক অর্থ: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সম্মতি, চারিত্রিক গুণগান ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে হাদিস বলা হয়।

হাদিসের প্রকার দ্বারা উদ্দেশ্য:

'উসুলে হাদিসের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'-এ আমরা জেনেছি হাদিস শাস্ত্রের দু'টি অংশ: 'ইলমুর রিওয়াইয়াহ' ও 'ইলমুদ দিরাইয়াহ'। সাধারণত 'ইলমুদ দিরাইয়াহ'-কে উসুলে হাদিস বলা হয়। এখানে হাদিসের প্রকার দ্বারা 'ইলমুদ দিরাইয়াহ'-র প্রকারসমূহ উদ্দেশ্য। عدَّة দ্বারা উদ্দেশ্য 'ইলমুদ দিরায়াহ'র কতক প্রকার, কারণ তিনি সকল প্রকার বর্ণনা করেননি, মাত্র ৩২-টি প্রকার সংজ্ঞাসহ বর্ণনা করেছেন, যা মৌলিক ও অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

---

[1] সূরা আল-জাসিয়াহ: (৬)

حدّ বলা হয় কোনো বস্তুর এমন সংজ্ঞাকে, যার থেকে তার কোনো প্রকার বাদ পড়ে না, আবার অপর বস্তুর কোনো প্রকার তাতে প্রবেশ করে না।

সহি হাদিস

أَوَّلُها الصَّحِيحُ وَهْوَ ما اتَّصَلْ		إسْنادُه ولَمْ يَشُذَّ أو يُعَلْ
يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ		مُعْتَمَدٌ في ضَبْطِهِ ونَقْلِهِ

"তার প্রথম প্রকার 'সহি', আর তা হচ্ছে যার সনদ মুত্তাসিল এবং যা 'শায' বা 'মুয়াল' নয়। যে হাদিস আদিল ও দাবেত রাবি তার ন্যায় রাবি থেকে বর্ণনা করে, যিনি স্বীয় দ্বাবত ও বর্ণনায় গ্রহণযোগ্য"। লেখকের বর্ণনাক্রম অনুসারে হাদিসের প্রথম প্রকার সহি। এ প্রকারের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ সর্বপ্রথম 'সহি' উল্লেখ করেছেন। কারণ 'সহি' সর্বোত্তম প্রকার। দ্বিতীয়ত হাদিস শাস্ত্র পঠন ও পাঠন দ্বারা উদ্দেশ্য সহি হাদিস জানা ও তার উপর আমল করা। সহি দু'প্রকার: ১. সহি লি-যাতিহি, অর্থাৎ নিজ সত্তাগুণে সহি, ২. সহি লি-গায়রিহি, অর্থাৎ অপর হাদিস থেকে শক্তি অর্জন করে সহি। দ্বিতীয় প্রকার সহি মূলত হাসান, তবে অপর হাদিসের কারণে সহির মানে উন্নীত হয়েছে। লেখক 'সহি লি-যাতিহি'র সংজ্ঞা পেশ করেছেন।

أَوَّلُهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য উসুলে হাদিসের প্রথম প্রকার।

صحيح এর আভিধানিক অর্থ সুস্থ। সাধারণত মানুষের শারীরিক সুস্থতার জন্য 'সহি' ব্যবহৃত হয়, যেমন হাদিসে এসেছে: " وَأَنْتَ صَحِيحٌ " 'তুমি সুস্থাবস্থায়'[1] এ থেকে সনদ ও মতন দোষমুক্ত হলে হাদিসকে সহি বলা হয়।

'সহি'-র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "যে হাদিসের সনদ মুত্তাসিল, যা শায ও মু'আল্ নয় এবং যার রাবি আদিল ও দাবেত, তার ন্যায় আদিল ও দাবেত রাবি থেকে বর্ণনা করে, যার দ্বাবত ও আদালত গ্রহণযোগ্য"।[2]

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ 'সহি'-র পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করেছেন: ১. সনদ মুত্তাসিল হওয়া। ২. শায না হওয়া। ৩. মু'আল্ না হওয়া। ৪. রাবির আদিল হওয়া। ৫. রাবির দ্বাবিত হওয়া। প্রথম, চতুর্থ ও

---

[1] "জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল, কোন সদকা মহান? তিনি বললেন: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ...» 'তোমার সদকা করা যে, তুমি সুস্থাবস্থায় ও সম্পদ আকাঙ্খী ...। বুখারি: (১৪১৯), মুসলিম: (১০৩৪)

[2] সনদ, মুত্তাসিল, সায, মুয়াল, রাবি, আদেল বা আদালত ও দাবত বা দাবেত ইত্যাগি শব্দগুলো আরবি পরিভাষার বাংলা উচ্চারণ। শায ও মু'আল্ ব্যতীত সবক'টি পরিভাষার ব্যাখ্যা 'সহি'র অধীনে সামনে আসছে। শায-এর জন্য ২১-নং পঙক্তি এবং মু'আলের জন্য ২৪-নং পঙক্তির ব্যাখ্যা দেখুন।

পঞ্চম তিনটি শর্ত সনদের সাথে সম্পৃক্ত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্ত দু'টি সনদ ও মতন উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ সহি হাদিসের শর্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে পরম্পরা রক্ষা করেননি। আমরা পরম্পরা রক্ষা করে সনদের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি শর্ত প্রথম বর্ণনা করব, অতঃপর শায ও মু'আল্ না হওয়া দু'টি শর্ত স্ব-স্ব স্থানে বর্ণনা করব।[1] ইনশাআল্লাহ।

প্রথম শর্ত: সনদ মুত্তাসিল হওয়া:

সনদ মুত্তাসিল হওয়ার অর্থ, সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক রাবি (বর্ণনাকারী) তার শায়খ (শিক্ষক) থেকে সরাসরি হাদিস শ্রবণ করেছেন প্রমাণিত হওয়া। যেমন গ্রন্থকার মুহাদ্দিস বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (প্রথম উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (দ্বিতীয় উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (তৃতীয় উস্তাদ), তিনি বললেন: আমার নিকট বর্ণনা করেছে অমুক (চতুর্থ উস্তাদ)। এভাবে প্রত্যেক রাবি স্বীয় শায়খ থেকে শ্রবণ করেছে নিশ্চিত করলে সনদ মুত্তাসিল। শায়খের অনুমতি গ্রহণ করা, শায়খকে হাদিস শুনিয়ে সম্মতি নেওয়াকে সরাসরি শ্রবণ করা বলা হয়।

---

[1] শায দেখুন ২১-পঙক্তিতে। মু'আল্ দেখুন ২৬-পঙক্তিতে।

সনদ, মতন, রাবি, শায়খ ও মুহাদ্দিস পরিচিতি:

হাদিসের ছাত্র হিসেবে সনদ, মতন ইত্যাদি শব্দসমূহের অর্থ জানা জরুরি। তাই একটি উদাহরণ দ্বারা প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট করছি, যেন পাঠকবর্গ সহজে বুঝতে পারেন।

قال الإمام البخاري –رحمه الله- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»

এ হাদিস ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন। এখানে দেখছি বুখারির (১৯৪-২৫৬হি.) উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (২১৮হি.), তার উস্তাদ মালিক (৮৯-১৭৯হি.), তার উস্তাদ আবুয যিনাদ (৬৫-১৩১হি.), তার উস্তাদ আ'রাজ (১১৭হি.), তার উস্তাদ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু (৫৭হি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট না হত, অথবা [বলেছেন] মানুষের উপর, তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সাথে মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম"।[1]

সনদ ও মতন: হাদিসের দু'টি প্রধান অংশ: একটি সনদ, অপরটি মতন। এ হাদিসে ইমাম বুখারির উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ

[1] বুখারি: (৮৮৭), মুসলিম: (২৫৪)

থেকে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু পর্যন্ত অংশকে سَنَد 'সনদ' বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসের অবশিষ্ট অংশকে مَتْن 'মতন' বলা হয়। হাদিসের মতন ও সনদ একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোত জড়িত। সনদ ব্যতীত মতন হয় না, মতন থাকলে অবশ্যই তার সনদ আছে। তবে একটি 'সহি' হলে অপরটি 'সহি' হওয়া জরুরি নয়। কখনো সনদ সহি হয়, কারণ সহির সকল শর্ত তাতে বিদ্যমান, যেমন সনদ মুত্তাসিল, রাবিগণ আদিল ও দ্বাবিত, তবে মতন শায বা 'ইল্লতের কারণে সহি নয়। কখনো মতন সহি হয়, তবে রাবির দুর্বলতা বা ইনকিতা' (বর্ণনাপরম্পরা কাটা পড়া) এর কারণে সনদ সহি হয় না। সনদ ও মতন উভয় সহি হলে হাদিস সহি। এরূপ হাদিস সম্পর্কে আমরা দৃঢ়ভাবে বলব: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। গ্রন্থকারের উস্তাদকে সনদের শুরু এবং সাহাবিকে সনদের শেষ বলা হয়।

রাবি: 'রাবি' আরবি শব্দ, বাংলা অর্থ বর্ণনাকারী ও উদ্ধৃতকারী। হাদিসের পরিভাষায় সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক ব্যক্তিকে رَاوِيْ বলা হয়। সাহাবি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তাবে'ঈ সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, এভাবে গ্রন্থকার পর্যন্ত সবাই বর্ণনা করেন, তাই সনদে বিদ্যমান প্রত্যেক ব্যক্তি রাবি। উদাহরণে পেশ করা মিসওয়াকের হাদিসে পাঁচজন রাবি

রয়েছে। ১-‘রাবি’ সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, ২-‘রাবি’ তাবে‘ঈ আ‘রাজ, ৩-‘রাবি’ তাবে‘ঈ আবুয যিনাদ, ৪-‘রাবি’ মালিক (ইমাম), ৫-‘রাবি’ আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ। তিনি ইমাম বুখারির উস্তাদ।

শায়খ ও শায়খুল হাদিস: ‘শায়খ’ আরবি শব্দ, বাংলা অর্থ বৃদ্ধ ও বয়স্ক। সাধারণত পঞ্চাশ ঊর্দ্ধ বয়স হলে شَيْخ বলা হয়। আরবরা বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তিকে শায়খ বলেন, অনুরূপ উস্তাদকেও তারা শায়খ বলেন। হাদিসের ছাত্ররা তাদের হাদিসবিশারদ উস্তাদকে শায়খ বলেন। আমরা শায়খ দ্বারা হাদিসের উস্তাদ ও রাবি দ্বারা শায়খের ছাত্রকে বুঝিয়েছি। শায়খ ও রাবি আপেক্ষিক শব্দ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন হিসেবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাবি, তাবে‘ঈ আ‘রাজ হিসেবে তিনি শায়খ। হাদিস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, দীর্ঘ দিন হাদিসের পঠন ও পাঠনে নিরত শায়খকে কেউ ‘শায়খুল হাদিস’ বলেন। ভারত উপমহাদেশে বুখারি শরীফের পাঠদানকারীকে ‘শায়খুল হাদিস’ বলা হয়। হাদিসে তার দক্ষতা থাক বা না-থাক। আবার হাদিসে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও যদি বুখারির দরস না দেন, তাহলে তিনি শায়খুল হাদিস নন। এ পরিভাষা ঠিক নয়। তাই আমাদের সমাজে ‘শায়খুল হাদিস’ একটি পদের নাম, যোগ্যতার পরিচায়ক উপাধি নয়।

মুহাদ্দিস: 'মুহাদ্দিস' আরবি শব্দ, বাংলা অর্থ বর্ণনাকারী বা বক্তা। হাদিসের পঠন-পাঠনকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদেরকে পরিভাষায় مُحَدِّث 'মুহাদ্দিস' বলা হয়। 'মুহাদ্দিস' কর্তাবাচক বিশেষ্য, এ শব্দের আদেশসূচক ক্রিয়া দ্বারা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ١١ ﴾ [الضحى: ١١]

"আর আপনার রবের অনুগ্রহ আপনি বর্ণনা করুন"।[1] অর্থাৎ রিসালাত ও নবুওয়ত সবচেয়ে বড় নিয়ামত, অতএব যে রিসালাত দিয়ে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন, আর যে নবুওয়ত আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করুন।[2]

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুহাদ্দিস', কারণ তিনি কুরআন ও হাদিস বর্ণনা করে রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। পরবর্তীতে শুধু হাদিস বর্ণনাকারীদের মুহাদ্দিস বলা হয়। এ পরিভাষা সাহাবিদের যুগেও ছিল, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেন:

وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ مُحَدِّثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ.

---

[1] সূরা আদ-দোহা: (১১)

[2] লিসানুল আরব: حَدّث ধাতু দেখুন।

"আমার নিকট পৌঁছেছে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অমুক বিষয়ে বর্ণনা করেন"?[1] অতএব সনদে বিদ্যমান সকল রাবি মুহাদ্দিস। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সমর্থন ও গুণগানকে যথাযথ সংরক্ষণ ও বর্ণনা করেন। ভারত উপমহাদেশে বুখারি শরীফ ব্যতীত হাদিসের অন্যান্য কিতাব পাঠদানকারীকে মুহাদ্দিস বলা হয়। এ পরিভাষা সঠিক নয়।

ইত্তিসালের[2] অনুশীলন: উক্ত হাদিসের সনদ মুত্তাসিল ও অবিচ্ছিন্ন। এতে কোথাও ছেদ বা ইনকিতা' নেই। সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আ'রাজ, তার থেকে আবুয যিনাদ, তার থেকে মালিক, তার থেকে আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ এবং তার থেকে ইমাম বুখারি হাদিস শ্রবণ করেছেন। প্রত্যেক শায়খের সাথে তার রাবির সাক্ষাত প্রমাণিত। শায়খ ও রাবির জন্ম-মৃত্যু তারিখ, অবস্থান ও ভ্রমণ, পাঠগ্রহণ ও পাঠদান তাদের সাক্ষাত প্রমাণ করে। সনদে উল্লেখিত কোনো শায়খ ও রাবির সাক্ষাত সম্পর্কে কোনো ইমাম আপত্তি করেননি। দ্বিতীয়ত

---

[1] মুসনাদে আহমদ: (১১২৩৩)

[2] মুত্তাসিল ও ইত্তিসাল: 'মুত্তাসিল' কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ মিলিত। 'সনদ মুত্তাসিল' অর্থ সনদটি মিলিত ও অবিচ্ছিন্ন। 'ইত্তিসাল' ক্রিয়াবিশেষ্য, অর্থ মিল। 'সনদে ইত্তিসাল' নেই অর্থ সনদটি বিচ্ছিন্ন ও ছেদ বিশিষ্ট।

ইত্তেসালের বিপরীত ত্রুটিগুলো এখানে নেই, যেমন সনদ মুরসাল নয়, কারণ সাহাবির উল্লেখ আছে; সনদ থেকে এক বা একাধিক রাবি বাদ পড়েনি, তাই মুনকাতি' ও মু'দ্বাল নয়; আবার ইমাম বুখারির উস্তাদ উল্লেখ আছে তাই মু'আল্লাক নয়। অতএব সনদ মুত্তাসিল, সহি হাদিসের প্রথমশর্ত এতে বিদ্যমান।

ইত্তেসালের শর্তারোপের কারণে ইনকেতা' এর সকল প্রকার 'সহি' হাদিস থেকে বাদ পড়ল, যেমন মুনকাতি', মু'আল্লাক, মুরসাল, মু'দ্বাল, তাদলিস ও ইরসালে খফি। অতএব ইনকিতা' এর কোনো প্রকার সহি নয়।

দ্বিতীয় শর্ত: রাবির 'আদল:

সহি হাদিসের দ্বিতীয় শর্ত রাবির 'আদল' হওয়া। عدل 'আদ্‌ল' শব্দের অর্থ সোজা ও বক্রতাহীন রাস্তা, যেমন বলা হয় طريق عدل 'সোজা রাস্তা'। পাপ পরিহারকারী ও সুস্থরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায় ও সোজা রাস্তার অনুসরণ করে, তাই তাকে 'আদ্‌ল' বা 'আদিল' বলা হয়। عادل কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। হাদিসের পরিভাষায় দীনদারী ও সুস্থরুচিকে عدالة বলা হয়।

'আদিল' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: মুসলিম, বিবেকী, সাবালক, দীন বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত ও সুস্থ রুচির অধিকারী ব্যক্তিকে উসুলে হাদিসের পরিভাষায় 'আদিল' বলা হয়। নিম্নে প্রত্যেকটি শর্ত প্রসঙ্গে আলোকপাত করছি:

মুসলিম: রাবির 'আদিল হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়া জরুরি। অতএব কাফের 'আদিল' নয়, তার হাদিস সহি নয়। কাফের কুফরি অবস্থায় হাদিস শ্রবণ করে যদি মুসলিম হয়ে বর্ণনা করে, তাহলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য। কারণ সে সংবাদ দেওয়ার সময় আদিল, যদিও গ্রহণ করার সময় আদিল ছিল না। যেমন জুবাইর ইব্ন মুতয়িম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ»

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পড়তে শুনেছি"। তিনি শুনেছেন কাফের অবস্থায়, আর বর্ণনা করেছেন মুসলিম অবস্থায়।[1]

সাবালিগ: রাবির আদিল হওয়ার জন্য সাবালিগ হওয়া জরুরি। কেউ শৈশবে হাদিস শ্রবণ করে যদি সাবালিগ হয়ে বর্ণনা করে, তাহলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য, সাবালিগ হওয়ার পূর্বে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। কতক সাহাবির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়, যেমন ইব্ন আব্বাস, ইব্ন যুবায়ের ও নুমান ইব্ন বাশির প্রমুখ, তাদের হাদিস শৈশাবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে।

বিবেকী: রাবির আদিল হওয়ার জন্য বিবেক সম্পন্ন হওয়া জরুরি। বিবেকহীন ও পাগল ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। পাগল দু'প্রকার: স্থায়ী পাগল ও অস্থায়ী পাগল। স্থায়ী পাগলের হাদিস

---

[1] হাদিসটি মুত্তাফাকুন আলাইহি।

কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। অস্থায়ী পাগলের মধ্যে যদি সুস্থাবস্থায় সহির অন্যান্য শর্ত বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য, তবে শ্রবণ করা ও বর্ণনা করা উভয় অবস্থায় সুস্থ থাকা জরুরি।

দীনদারী: রাবির 'আদিল হওয়ার জন্য দীনদার হওয়া জরুরি, তাই পাপের উপর অটল ব্যক্তি আদিল নয়। পাপ হলেই 'আদল বিনষ্ট হবে না, কারণ মুসলিম নিষ্পাপ নয়, তবে বারবার পাপ করা কিংবা কবিরা গুনায় লিপ্ত থাকা 'আদল পরিপন্থী। দীনের অপব্যাখ্যাকারী, তাতে সন্দেহ পোষণকারী ও বিদ'আতির হাদিস গ্রহণ করা সম্পর্কে আহলে ইলমগণ বিভিন্ন শর্তারোপ করেছেন।

সুস্থ রুচিবোধ: রাবির 'আদল হওয়ার জন্য সুস্থ রুচিবোধ সম্পন্ন হওয়া জরুরি। সুস্থ রুচিবোধের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। প্রত্যেক সমাজের নির্দিষ্ট প্রথা, সে সমাজের জন্য মাপকাঠি, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নানা প্রকার হয়। সাধারণত সৌন্দর্য বিকাশ ও আভিজাত্য প্রকাশকারী কর্মসমূহ সম্পাদন করা এবং তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্নকারী কর্মসমূহ পরিত্যাগ করাকে সুস্থ রুচিবোধের পরিচায়ক বলা হয়।

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ ‘আদল’ এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন: ‘আদল’ ব্যক্তির মধ্যে এমন যোগ্যতা, যা তাকে তাকওয়া ও রুচিবোধ আঁকড়ে থাকতে বাধ্য করে”।[1]

অতএব ফাসেক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ‘আদিল’ নয়, যদিও সে সত্যবাদী। জামাত ত্যাগকারী ‘আদিল’ নয়, যদিও সে সত্যবাদী, সুতরাং তাদের বর্ণনাকৃত হাদিস সহি নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦﴾ [الحجرات: ٦]

“হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে”।[2]

ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ যাচাই ব্যতীত গ্রহণ করা যাবে না, পক্ষান্তরে আদিল ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ٢ ﴾ [الطلاق : ٢]

---

[1] দেখুন: আন-নুয্হাহ: (পৃ.৮৩)

[2] সূরা হুজুরাত: (৬)

“আর তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দু’জন সাক্ষী বানাবে। আর আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে।”।[1] এ আয়াতে আল্লাহ ‘আদিল’ ব্যক্তিদের সাক্ষীরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সারাংশ: ‘আদিল’ ব্যক্তির মধ্যে দু’টি গুণ থাকা জরুরি: দীনদারী ও সঠিক রুচিবোধ। এ দু’টি গুণকে ‘আদালত’ বলা হয়। কখনো ‘আদিল’ ব্যক্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষ্য ‘আদ্‌ল’ শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন লেখক বলেছেন: يرويه عدل এখানে ‘আদ্‌ল’ অর্থ ‘আদিল’। অত্র গ্রন্থে আমরা আদিল, আদালত ও আদ্‌ল শব্দগুলো অধিক ব্যবহার করব, তাই পাঠকবর্গ ভালো করে স্মরণ রাখুন।

বিতর্কিত রাবি: রাবির আদালত বর্ণনার ক্ষেত্রে কেউ কড়াকড়ি করেন, কেউ শিথিলতা করেন। যিনি কড়াকড়ি করেন তার আদালতের স্বীকৃতি অধিক গ্রহণযোগ্য, যদিও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই উত্তম, কারণ কড়াকড়ির ফলে যেরূপ সহি হাদিস পরিত্যাজ্য হতে পারে, অনুরূপ শিথিলতার কারণে দুর্বল হাদিস সহি বলে ধরা হয়ে যেতে পারে। কতক সময় দেখা যায় কারো আদালত সম্পর্কে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেন, যেমন কেউ বলেন: তার কোনো সমস্যা নেই। কেউ বলেন: তিনি নির্ভরযোগ্য। কেউ বলেন: তার হাদিস আমি ছুড়ে ফেলি, সে কোনো বিষয় নয়

[1] সূরা তালাক: (২)

ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মতটি গ্রহণ করব। এ বিষয়ে আরো জানার জন্য বড় কিতাব দেখুন।

রাবির আদালতের অনুশীলন: উদাহরণে পেশ করা মিসওয়াকের হাদিসে ইমাম বুখারির উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ, তার উস্তাদ মালিক, তার উস্তাদ আবুয যিনাদ এবং তার উস্তাদ আ'রাজ সবাই আদিল। একাধিক মুহাদ্দিস তাদের আদালত সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। অতএব সনদে বিদ্যমান সকল রাবির মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত বিদ্যমান। উল্লেখ্য, সকল সাহাবি আদিল, কারণ তাদের আদালত প্রসঙ্গে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষী দিয়েছেন, তাদের সাক্ষীর পর কারো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় শর্ত: রাবির 'দ্বাবত': সহি হাদিসের দ্বিতীয় শর্ত রাবির 'দাবত'। ضبط ক্রিয়াবিশেষ্য, আভিধানিক অর্থ নিয়ন্ত্রণ। এ থেকে যিনি শায়খ থেকে হাদিস শ্রবণ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন, তাকে ضابط বলা হয়। 'দ্বাবিত' কর্তাবাচক বিশেষ্য, অর্থ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকারী।

দ্বাবত এর পারিভাষিক অর্থ: শায়খ থেকে শ্রবণ করা হাদিস হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়াই দ্বাবত।

দ্বাবত দুই অবস্থায় থাকা জরুরি: শ্রবণ করার সময় ও বর্ণনা করার সময়। শ্রবণ করার সময় দ্বাবত যেমন, শায়খের হাদিস

মনোযোগসহ শ্রবণ করা ও তার মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ যথাযথ সংরক্ষণ করা। এ প্রকার দ্বাবতকে ضبط عند التحمل বলা হয়, অর্থাৎ হাদিস গ্রহণ করার সময় দ্বাবত। বর্ণনা করার সময় দ্বাবত যেমন, শায়খ থেকে শ্রবণকৃত হাদিস রাবির নিকট কোনো প্রকার হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিকৃতি ব্যতীত বর্ণনা করা, ভুল হলেও কম। এ প্রকার দ্বাবতকে ضبط عند الأداء বলা হয়, তথা বর্ণনা করার সময় দ্বাবত। এ দুই অবস্থায় দ্বাবত সম্পন্ন রাবিকে দ্বাবিত বলা হয়।

অতএব শায়খের দরসে উদাসীন থাকা রাবি, কিংবা বর্ণনা করার সময় অধিক ভুলকারী রাবি দ্বাবিত নয়, তাই তাদের হাদিস সহি নয়। দ্বাবিত রাবির কখনো ভুল হবে না জরুরি নয়, কারণ এরূপ শর্তারোপ করা হলে এক দশমাংশ সহি হাদিস গ্রহণ করাও মুশকিল হবে।

দ্বাবত দু'প্রকার: স্মৃতি শক্তির দ্বাবত ও খাতায় লিখে দ্বাবত। সাহাবি ও প্রথম যুগের তাবে'ঈগণ স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করতেন, পরবর্তীতে লেখার ব্যাপক প্রচলন হয়। তখন থেকে স্মৃতি শক্তি অপেক্ষা লেখার উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, তবে লিখিত পাণ্ডুলিপি নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করা জরুরি। লিখে রাখার ফলে ভুল ও বিকৃতি থেকে নিষ্কৃতি মিলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ ﴾ [العلق: ١، ٤]

“পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন”।[1]

আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতে প্রথম বলেছেন পড়, অতঃপর বলেছেন: “যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন”। অর্থাৎ তোমরা স্মৃতি শক্তি থেকে পড়, যদি স্মৃতি শক্তিতে না থাকে, তাহলে তোমার লিখনি থেকে পড়।[2]

এ আলোচনা থেকে আমরা ‘দ্বাবত’ ও ‘দ্বাবিত’ দু’টি শব্দ জানলাম। দ্বাবত অর্থ সংরক্ষণ করা; আর যিনি সংরক্ষণ করেন তাকে বলা হয় দ্বাবিত, অর্থাৎ সংরক্ষণকারী। দ্বাবত ও দ্বাবিত শব্দ দু’টি আমরা অধিকহারে প্রয়োগ করব, তাই পাঠককুল খুব স্মরণ রাখুন।

সহির বিভিন্ন মান: সকল রাবির দ্বাবত ও আদালত সমান নয়, তাই সকল সহি হাদিসের মান সমান নয়। দ্বাবত ও আদালতের তফাতের কারণে সহি হাদিস সাত ভাগে ভাগ হয়: ১. বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিস। ২. শুধু বুখারিতে বর্ণিত হাদিস। ৩. শুধু মুসলিমে বর্ণিত হাদিস। ৪. বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদিস। ৫. শুধু বুখারির শর্ত মোতাবেক হাদিস। ৬. শুধু

[1] সূরা আলাক: (১-৪)

[2] শারহুল মানযুমাহ, লি ইবন উসাইমিন রহ.

মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদিস। ৭. অন্যান্য মুহাদ্দিসের শর্ত মোতাবেক সহি। উল্লেখ্য, সহি ইব্ন খুযাইমাহ সহি ইব্ন হিব্বান অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ।

يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ অর্থ আদিল ও দ্বাবিত রাবি তার ন্যায় আদিল ও দ্বাবিত রাবি থেকে বর্ণনা করবে। সহি হাদিসের জন্য গ্রন্থকার থেকে সাহাবি পর্যন্ত সকল রাবির মধ্যে দ্বাবত ও আদালত থাকা জরুরি। অতএব ফাসেক রাবি থেকে আদিল রাবির বর্ণিত হাদিস সহি নয়। অনুরূপ দুর্বল স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন রাবি কিংবা অধিক ভুলকারী রাবি থেকে প্রখর স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন রাবির বর্ণিত হাদিস সহি নয়, কারণ আদালত ও দ্বাবত সম্পন্ন রাবি তার ন্যায় আদালত ও দ্বাবত সম্পন্ন রাবি থেকে বর্ণনা করেনি।

'শায'-এর অনুশীলন: ২১-নং পঙক্তির অধীন শায সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে, যার সারাংশ: 'মাকবুল বা সেকাহ রাবি যদি তাদের চেয়ে উত্তম বা অধিক সেকাহ রাবিদের বিপরীত বর্ণনা করে, তাহলে তাদের বর্ণনাকে শায বলা হয়'। মকবুল অর্থ গ্রহণযোগ্য রাবি, যার একা বর্ণিত হাদিস ন্যূনতম পক্ষে 'হাসানে'-র মর্যাদা রাখে। মকবুলের চেয়ে উত্তম রাবিকে সেকাহ[1] বলা হয়, যার একা বর্ণিত হাদিস 'সহি'-র মর্যাদা রাখে। উদাহরণে পেশকৃত

[1] সেকাহ আরবি শব্দ, বাংলা অর্থ নির্ভরযোগ্য। পরিভাষায় আদালত ও পূর্ণ দ্বাবত সম্পন্ন রাবিকে সেকাহ বলা হয়, দুর্বল দ্বাবত সম্পন্ন রাবিকে মাকবুল বলা হয়।

মিসওয়াকের হাদিসে সকল রাবি সেকাহ। তাদের বিরোধিতা করে তাদের চেয়ে অধিক সেকাহ রাবি কোনো হাদিস বর্ণনা করেনি। তাই হাদিসটি শায নয়। অতএব মিসওয়াকের হাদিসে 'সহি'র চতুর্থ শর্ত বিদ্যমান।

'মু'আল'-এর অনুশীলন: ২৪-নং পঙক্তির অধীন 'মু'আল' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। তার সারাংশ: 'দোষণীয় ইল্লতযুক্ত হাদিসকে মু'আল্ বলা হয়'। সনদ ও মতন উভয় স্থানে দোষণীয় ইল্লত হতে পারে। ইল্লত দ্বারা উদ্দেশ্য সুপ্ত ও গোপন ইল্লত, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ব্যতীত যা কেউ বলতে পারে না। উদাহরণে পেশকৃত মিসওয়াকের হাদিস দোষণীয় ইল্লতমুক্ত। অর্থাৎ হাদিসটি কুরআনুল কারিমের কোনো আয়াত বিরোধী নয়। হাদিসটি মারফূ', কোনো বিচক্ষণ মুহাদ্দিস তা মাওকুফ বলেননি; অথবা হাদিসটি মুত্তাসিল, কোনো বিচক্ষণ মুহাদ্দিস তা মুরসাল বলেননি; অথবা হাদিস থেকে প্রমাণিত বিধান অকাট্য বিধানের বিপরীত নয়, তাই হাদিস সহি। হাদিস সহি হওয়ার পঞ্চম শর্তও তাতে বিদ্যমান। এ জন্য বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে তার স্থান হয়েছে। বুখারি ও মুসলিমের উদ্ধৃতি পর কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই।

এ ছাড়া উক্ত হাদিসের অনেক মুতাবে‘ ও শাহেদ[1] রয়েছে। মুতাবে‘ ও শাহিদের বলে ‘হাসান হাদিস’ সহি লি গায়রিহি ও ‘দ্বা‘ঈফ হাদিস’ হাসান লি গায়রিহির মর্যাদায় উন্নীত হয়। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ উক্ত হাদিস বর্ণনা শেষে বলেন: “মিসওয়াক অধ্যায়ে আবু বকর সিদ্দিক, ‘আলি, ‘আয়েশা, ইব্ন আব্বাস, হুযাইফা, যায়েদ ইব্ন খালেদ আল-জুহানি, আনাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর, ইব্ন ওমর, উম্মে হাবিবা, আবু উমামাহ, আবু আইয়ূব, তাম্মাম ইব্ন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইব্ন হানযালা, উম্মে সালামাহ, ওয়াসেলা ইব্ন আসকা ও আবু মুসা প্রমুখ সাহাবি থেকে বিভিন্ন সনদে হাদিস রয়েছে”।[2] আমরা শুধু ইমাম বুখারি বর্ণিত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসের উপর আলোচনা করেছি।

প্রিয়পাঠক, আমরা দেখলাম একটি হাদিস মুহাদ্দিসগণ কি পরিমাণ সতর্কতাসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এক মুহাদ্দিস অপর মুহাদ্দিসকে কিভাবে পরখ ও যাচাই করেছেন। আল্লাহর দীনের স্বার্থে তারা

---

[1] ‘মুতাবে’, এর আভিধানিক অর্থ অনুসারী। পরিভাষায়: এক উস্তাদের দু’জন ছাত্র একটি হাদিস বর্ণনা করলে, তারা উভয়ে পরস্পর মুতাবে। এটা ‘মুতাবে’ এর এক প্রকার, এ ছাড়া আরো প্রকার রয়েছে। ‘শাহেদ’ এর আভিধানিক অর্থ সাক্ষী, পরিভাষায়: দু’জন সাহাবি যদি একটি হাদিস বর্ণনা করেন, বা একটি বিষয় দু’জন সাহাবি থেকে বর্ণিত দু’টি হাদিসে থাকে, তাহলে তাদের এক হাদিস অপর হাদিসের শাহেদ।

[2] তিরমিযি: (২২)

কারো সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি, অনুরূপ অপরের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে সামান্য কুণ্ঠাবোধ করেননি। আরো দেখলাম 'সহি'র মর্যাদায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য একটি হাদিসকে কয়েকটি ধাপ পার হতে হয়। তাই আমরা নিশ্চিত আল্লাহর অনুগ্রহে কোনো জাল হাদিস 'সহি'র মর্যাদা পায়নি, হাদিসের ক্ষেত্রে কোনো কুচক্রীর ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। মিথ্যা হাদিস রচনাকারী কেউ নেই, যাকে আল্লাহ জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় লাঞ্ছিত করেননি। জাল ও দুর্বল হাদিস প্রচারকারী মূর্খ মুহাদ্দিসরা সাবধান, আপনারা মিথ্যাবাদী মুহাদ্দিস, কারণ মিথ্যা হাদিস প্রচার করাও মিথ্যা বলার অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي، بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»

"যে আমার পক্ষ থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করল, যে হাদিস মিথ্যা মনে হচ্ছে, সেও একজন মিথ্যাবাদী"।[1]

সকল মুসলিম স্বীয় দীন গ্রহণের ব্যাপারে সচেতন হলে, মূর্খরা জাল হাদিস প্রচার করার সুযোগ পাবে না।[2] ইনশাআল্লাহ।

---

[1] মুসলিম: (৬২), তিরমিযি: (২৬৬২), ইবন মাজাহ: (৩৮), আহমদ: (৯০৫)

[2] সূত্রহীন হাদিস প্রত্যাখ্যান করার অভ্যাসের ফলে জাল হাদিস প্রচার রোধ হয়। হাদিস শেষে 'আল-হাদিস' বলা ও লেখার রীতি পরিহার করুন। এ প্রথার সমালোচনা করুন, যতক্ষণ না সূত্র ও শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন, হাদিস গ্রহণ করবেন না। পোস্টার, ফেস্টুন, হ্যাণ্ডবিল ও দেয়াল লিখন, যেখানেই সূত্রহীন হাদিস দেখুন,

উম্মতে মুসলিমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের থেকে একটি জামাত তৈরি করেছেন, যারা দীনকে হিফাজত করার স্বার্থে সাধ্যের সবটুকু সামর্থ্য ব্যয় করেছেন। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যেন কোনো মিথ্যাবাদীর মিথ্যারচনা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত না হয়। তাদের এরূপ করা সম্ভব হয়েছে সনদের কারণে, তাই মুসলিম উম্মাহর নিকট সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

সনদের গুরুত্ব: ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ সনদের গুরুত্ব সম্পর্কে কতক বিখ্যাত মনীষীর বাণী উদ্ধৃত করেছেন: ১. সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "মালায়েকাগণ আসমানের পাহারাদার, আর আসহাবে হাদিসগণ জমিনের পাহারাদার"। ২. আব্দুল্লাহ ইব্নুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "সনদ দীনের একটি অংশ, যদি সনদ না থাকত তাহলে যে যা চাইত তা-ই বলত"। ৩. ইব্ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "নিশ্চয় সনদের ইলম দীনের অংশ, অতএব পরখ করে দেখ কার থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছ"। ৪. তিনি আরো বলেন: "মানুষ সনদ

কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন। হাদিস শেষে অবশ্যই সূত্র উল্লেখ করুন। বুখারি ও মুসলিম ব্যতীত কোনো কিতাব হলে সূত্রের সাথে মুহাদ্দিসের মন্তব্য লিখুন। এভাবে জাল হাদিস প্রচার ধীরেধীরে বন্ধ হবে। পূর্বযুগে জাল হাদিস রচনাকারীরা যেরূপ লাঞ্ছিত ও ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এ যুগেও জাল হাদিস প্রচারকারী মিথ্যাবাদী মুহাদ্দিসরা অপাক্তেয় ও পরিত্যক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ।

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না, কিংবা সনদ দেখত না, অবশেষে যখন ফেতনার সূচনা হল, তারা বলল: তোমাদের শায়খদের নাম বল, বিদ'আতি হলে তাদের হাদিস গ্রহণ করব না। আহলে সুন্নাহ হলে তাদের হাদিস গ্রহণ করব"। ৫. ইব্নুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "সনদ ব্যতীত দীনি ইলম অন্বেষণকারী সিঁড়ি ব্যতীত ছাদে আরোহণকারী ব্যক্তির ন্যায়"।[1]

সহি হাদিসের হুকুম: সহি হাদিসের উপর আমল করা ওয়াজিব।

[1] দেখুন: ইমাম মুসলিমের ভূমিকা।

হাসান হাদিস

والحَسَنُ الْمَعْرُوفُ طُرْقاً وَغَدَتْ		رِجَالُهُ لا كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ

“আর ‘হাসান’, যার সনদগুলো পরিচিত এবং রাবিগণ প্রসিদ্ধ, তবে সহি হাদিসের রাবিদের ন্যায় প্রসিদ্ধ নয়”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাসান দ্বিতীয় প্রকার। হাদিসের এ প্রকার সনদ ও মতন উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ সহি হাদিসের সংজ্ঞা শেষে ‘হাসান’ হাদিসের সংজ্ঞা পেশ করছেন, কারণ ‘সহি’র পর হাসান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

حسَنُ এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর।

‘হাসান’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যে হাদিসের সনদগুলো প্রসিদ্ধ, তবে সহি হাদিসের রাবিদের ন্যায় প্রসিদ্ধ নয়, তাই হাসান”।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বাহ্যত হাসান হাদিসের দু’টি শর্ত উল্লেখ করেছেন: ১. রাবিদের প্রসিদ্ধ হওয়া। ২. সহি হাদিসের রাবিদের অপেক্ষা কম প্রসিদ্ধ হওয়া। সনদ মুত্তাসিল হওয়া, শায ও মু‘আল্ না হওয়া যদিও তিনি উল্লেখ করেননি, তবে সহির সাথে হাসানের তুলনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাসান হাদিসেও সহির শর্তসমূহ প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ত সনদ মুত্তাসিল না হলে যেসব প্রকারগুলো সৃষ্টি হয়, সেগুলো তিনি দ্বা‘ঈফের প্রকারে উল্লেখ করেছেন, যেমন মু‘দ্বাল, মুনকাতি‘, মুরসাল, শায ও মু‘আল্। তাই স্বাভাবিকভাবে

বুঝে আসে সনদ মুত্তাসিল হওয়া এবং শায ও মু'আল্ না হওয়া হাসান হাদিসেও জরুরি।

একটি বিচ্যুতি: লেখক বলেছেন: وغَدَتْ رِجَالُهُ لا كالصّحيحِ اشْتَهَرَتْ তার এ কথার অর্থ 'হাসান' হাদিসের রাবিগণ আদালত ও দ্বাবতের বিবেচনায় সহি হাদিসের রাবিদের অপেক্ষা কম প্রসিদ্ধ। এ কথা যথাযথ নয়, কারণ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট 'সহি' ও 'হাসান' হাদিসের রাবিদের আদালতের প্রসিদ্ধি সমান, পার্থক্য শুধু দ্বাবতের ক্ষেত্রে। 'হাসান' হাদিসের রাবির দ্বাবত 'সহি' হাদিসের রাবি অপেক্ষা দুর্বল, অন্যান্য শর্ত উভয় প্রকার রাবির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। লেখকের এ ভুল শুধরে ড. আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ পঙক্তিটি নিম্নরূপে পাল্টে দিয়েছেন:

والحسن الخفيف ضبطا إذ عدت = رجاله لا كالصحيح اشتهرت

"আর হাসান: যার রাবিগণ দ্বাবতের বিচারে দুর্বল, সহি হাদিস অপেক্ষা তার রাবিগণ কম প্রসিদ্ধ"। অর্থাৎ হাসান হাদিসের রাবিগণ শুধু স্মৃতি শক্তি ও মেধার বিচারে কম প্রসিদ্ধ, তবে আদালতের বিচারে সহি হাদিসের রাবিদের সমকক্ষ। লেখক আধিক্যের বিবেচনায় رجال শব্দ ব্যবহার করেছেন, অন্যথায় নারী রাবিগণও তার অন্তর্ভুক্ত[1]।

[1] অথবা এর দ্বারা বর্ণনাকারী উদ্দেশ্য সেটা পুরুষ হোক বা নারী। [সম্পাদক]

লেখকের সংজ্ঞায় কয়েকটি প্রশ্ন:

১. লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ طُرْقاً শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ সনদসমূহ। المَعْرُوفُ طُرْقاً অর্থ সনদের বিবেচনায় প্রসিদ্ধ, আর সনদের বিবেচনায় তখনি প্রসিদ্ধ হবে, যখন এক হাদিসের একাধিক সনদ হবে। এ থেকে অনুমেয় যে, হাসান হাদিসের একাধিক সনদ থাকা জরুরি, অথচ বাস্তবে তা নয়। এরূপ শর্ত দ্বিতীয় প্রকার হাসান তথা হাসান লি-গায়রিহির জন্য প্রযোজ্য, যা মূলত একপ্রকার দ্বা'ঈফ হাদিস, একাধিক সনদের কারণে হাসানের মর্যাদায় উন্নীত হয়। হাসান লি যাতিহির জন্য এ শর্ত প্রযোজ্য নয়, লেখক যার সংজ্ঞা পেশ করেছেন।

২. লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ হাসানের সংজ্ঞায় সনদ মুত্তাসিল হওয়া ও রাবিদের আদালত শর্ত করেননি, অনুরূপ তিনি শায ও ইল্লত থেকে মুক্ত হওয়ার কথাও বলেননি, অথচ হাসান হাদিসে এসব শর্ত জরুরি।

৩. লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ দ্বিতীয় শর্ত বলেছেন: "সহি হাদিসের রাবিদের অপেক্ষা কম প্রসিদ্ধ"। এ থেকে স্পষ্ট যে, সনদের প্রত্যেক রাবির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য, বস্তুত তা নয়, বরং একজন রাবি এরূপ হলে হাদিস হাসান হবে। কারণ হাদিসের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর উপর প্রভাব বিস্তারকারী, আর খারাপ ভালোর উপর কর্তৃত্বকারী। উদাহরণত কোনো সনদে

ক্রমানুসারে পাঁচজন রাবি রয়েছে, যদি একজন রাবি দুর্বল হয়, তাহলে সনদ ও হাদিস দুর্বল। একজন রাবি মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট হলে হাদিস মাওদু‘ ও জাল, অথচ চারজন রাবি সেকাহ। এতে সংখ্যালঘু একজন রাবি সবার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আবার সনদে যদি ভালো ও খারাপ উভয় প্রকার রাবি থাকে, তাহলে খারাপ রাবি সবার উপর কর্তৃত্ব করবে, তার বিবেচনায় হাদিসের মান নির্ণয় হবে।

হাফেয ইব্‌ন হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ্ হাসানের সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولاشاذ، هو الصحيح لذاته. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. النزهة: (صـ٩١)

“আদিল ও পরিপূর্ণ দ্বাবত সম্পন্ন রাবির মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত, ইল্লত ও শায থেকে মুক্ত খবরে ওয়াহেদকে সহি লি-যাতিহি বলা হয়। অতঃপর তিনি বলেন: যদি দ্বাবত দুর্বল হয়, তাহলে হাসান লি-যাতিহি”।[1]

এ সংজ্ঞা মতে হাসান হাদিসে সহি হাদিসের শর্তগুলো থাকা জরুরি, তবে পঞ্চম শর্ত ব্যতিক্রম, যথা: ১. সনদ মুত্তাসিল হওয়া। ২. শায না হওয়া। ৩. দোষণীয় ইল্লত থেকে মুক্ত হওয়া। ৪. রাবিদের আদিল হওয়া। ৫. সহি হাদিস অপেক্ষা হাসান হাদিসের

---

[1] আন-নুযহাহ: (৯১)

রাবির দ্বাবত দুর্বল হওয়া। পঞ্চম শর্তের ভিত্তিতে সহি ও হাসান একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়, অন্যথায় হাসানের রাবিগণ তাকওয়া, ইবাদত ও অন্যান্য দীনি বিষয়ে সহি হাদিসের রাবি থেকে উঁচুমানের হতে পারে।

মুদ্দাকথা: যে হাদিস দুর্বল নয়, কিন্তু সহির মর্তবায় উন্নীত হতে পারেনি তাই হাসান লি-যাতিহি। অথবা বলা যায় দ্বা'ঈফ রাবি থেকে মুক্ত হাদিস হাসান লি-যাতিহি। এ হিসেবে হাসান হাদীস সহি হাদীসের একটি প্রকার। সহি বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়, হাসান সর্বনিম্ন প্রকার।

তিরমিযি শরীফে হাসান: তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ 'হাসানে'র সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "যে হাদিস দু'সনদে বর্ণিত, যার সনদে মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট কোনো রাবি নেই এবং যা সহি হাদিসের বিপরীত শায নয়, তিরমিযির পরিভাষায় তাই হাসান। হাসানের ক্ষেত্রে তিরমিযি এ শর্তগুলো আরোপ করেন।

কতক লোক বলেন: এর বাইরেও তিরমিযি হাসান বলেন, যেমন তিনি যে হাদিস সম্পর্কে বলেন: حسن غريب তার সনদ শুধু একটি, কারণ এক সনদে বর্ণিত হাদিসকে গরিব বলা হয়। আবার এ হাদিসকে তিনি হাসানও বলেন, যার দাবি তার অপর সনদ আছে। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়: একটি হাদিস একজন তাবে'ঈ

থেকে বর্ণিত কারণে গরিব বলা হয়, কিন্তু তার থেকে দু'সনদে বর্ণিত হিসেবে হাসান বলা হয়, হাদিসটি মূলত গরিব। অনুরূপ একটি হাদিস একসাথে صحيح حسن غريب হয়, কারণ হাদিসটি সহি ও গরিব সনদে বর্ণিত তাই সহি ও গরিব। অতঃপর হাদিসটি মূল রাবি থেকে সহি সনদ ও অপর সনদে বর্ণিত তাই হাসান, যদিও হাদিসটি সহি ও গরিব। কারণ হাসান বলা হয় যার একাধিক সনদ রয়েছে এবং তার কোনো রাবি মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট নয়। যদি উভয় সনদ সহি হয়, তাহলে সহি লি-যাতিহি, যদি একটি সনদের বিশুদ্ধতা জানা না যায় তাহলে হাসান। এ হাদিস সনদের বিবেচনায় গরিব, কারণ অন্য কোনোভাবে এ সনদ জানা যায়নি, তবে মতন হাসান, কারণ মতন দু'ভাবে বর্ণিত। তাই তিনি বলেন: "এ অধ্যায়ে অমুক ও অমুক থেকে হাদিস রয়েছে", তার অর্থ: এ মতনের অর্থধারক একাধিক শাহেদ রয়েছে, যা প্রমাণ করে মতনটি হাসান, যদিও সনদ গরিব। যখন তার সাথে তিনি বলেন: হাদিসটি 'সহি', তখন তার অর্থ হাদিসটি একটি সহি সনদ ও অপর একটি হাসান সনদে বর্ণিত। এভাবে একটি হাদিস সহি ও হাসান হয়। কখনো একই বিবেচনায় গরিব বলা হয়, কারণ সনদটি এ ছাড়া কোনোভাবে জানা যায়নি, যদি সনদ সহি হয়, তাহলে হাদিস সহি ও গরিব। এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই, তবে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয় হাসান ও গরিব জমা হলে। এ প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে যে, একটি হাদিস গরিব ও সহি হয়, অতঃপর হাসান হয়। আবার কখনো হাসান ও গরিব হয়, যার অর্থ পূর্বে বলা হয়েছে"।[1]

[1] মাজমুউল ফতোয়া: (১৮/৩৯-৪০), ইয়াহইয়া ইব্ন আলি আল-হাজুরি রচিত "শারহুল মানযুমাতিল বাইকুনিয়াহ" থেকে সংকলিত।

দুর্বল হাদিস

وَكُلُّ ما عَنْ رُتْبَةِ الحُسْنِ قَصُرْ		فَهْوَ الضَّعيفُ وَهْوَ أقْساماً كَثُرْ

“আর যেসব হাদিস হাসানের স্তর থেকে নিচু মানের, তাই দুর্বল, তার অনেক প্রকার রয়েছে”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে দ্বা‘ঈফ তৃতীয় প্রকার। হাদিসের এ প্রকার সনদ ও মতন উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

ضعيف এর আভিধানিক অর্থ দুর্বল।

‘দ্বা‘ঈফ’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যেসব হাদিস হাসান হাদিসের স্তর থেকে নিচু তাই দ্বা‘ঈফ বা দুর্বল হাদিস, তার অনেক প্রকার রয়েছে”। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে দ্বা‘ঈফের সংজ্ঞা দিয়েছেন ও তার বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইশারা করেছেন, কিন্তু কোনো প্রকার উল্লেখ করেননি, তবে পরবর্তীতে অনেক প্রকার উল্লেখ করেছেন। তিনি দ্বা‘ঈফের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার পরিবর্তে ‘হাসানের স্তর থেকে নিচু হলে দ্বা‘ঈফ’ বলেছেন। দ্বা‘ঈফ যদি হাসান থেকে নিচু মানের হয়, তাহলে সহি থেকে নিচু মানের বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, সহি ও হাসান হাদিসে পার্থক্য শুধু একটি। সহি হাদিসের রাবি পরিপূর্ণ দ্বাবতের অধিকারী, হাসান হাদিসের রাবি দুর্বল দ্বাবতের অধিকারী, অন্যান্য শর্তের ক্ষেত্রে

সহি ও হাসান উভয় সমান। সহি হাদিসের এক বা একাধিক শর্ত কোনো হাদিসে অনুপস্থিত থাকলে হাদিস দুর্বল।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এ সংজ্ঞায় দ্বা'ঈফের সকল প্রকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শায, মুনকার, মাতরুক ও মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট রাবির হাদিস এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। সেসব হাসান হাদিসও অন্তর্ভুক্ত, যা অপর দ্বা'ঈফ হাদিসের ফলে হাসানের মর্যাদায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ এ সংজ্ঞায় দ্বা'ঈফ ও হাসান লি-গায়রিহি উভয় শামিল। অতএব লেখক রাহিমাহুল্লাহ দ্বা'ঈফের যথাযথ সংজ্ঞা পেশ করেননি। তাই অনেকে তার সমালোচনা করেছেন।

লেখক এ পর্যন্ত হাদিসের মৌলিক তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন: ১. সহি, ২. হাসান ও ৩. দ্বা'ঈফ বা দুর্বল।

এ তিন প্রকার পাঁচভাগে ভাগ হয়, যেমন ইব্ন হাজার ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ করেছেন: ১. সহি লি-যাতিহি, ২. সহি লি-গায়রিহি, ৩. হাসান লি-যাতিহি, ৪. হাসান লি-গায়রিহি, ৫. দ্বা'ঈফ বা দুর্বল।

১. সহি লি-যাতিহি: পূর্বে সহির যে সংজ্ঞা পেশ করা হয়েছে তাই সহি লি-যাতিহির সংজ্ঞা।

২. সহি লি-গায়রিহি: এ প্রকার হাদিস মূলত হাসান, তবে একাধিক সনদের বলে সহির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। যেহেতু একাধিক সনদের কারণে সহির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তাই এ প্রকার হাদিসকে সহি লি-গায়রিহি বলা হয়।

৩. হাসান লি-যাতিহি: পূর্বে হাসানের যে সংজ্ঞা পেশ করা হয়েছে তাই হাসান লি-যাতিহির সংজ্ঞা।

৪. হাসান লি-গায়রিহি: "যে হাদিসে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে, যা অনুরূপ দুর্বলতা সম্পন্ন হাদিস দ্বারা দূরীভূত হয়, তাই হাসান লি-গায়রিহি"। দুর্বলতা দ্বারা উদ্দেশ্য আদালত, দ্বাবত ও ইত্তেসালের দুর্বলতা। এ তিনটি দোষের কারণে দুর্বল হাদিস অনুরূপ দুর্বল হাদিস দ্বারা হাসান লি-গায়রিহি প্রকারে উন্নীত হয়। তবে দুর্বল হাদিসে দুর্বলতা দূরকারী শক্তি থাকা জরুরি, শায ও ইল্লতের কারণে দুর্বল হাদিস অপর হাদিসের দুর্বলতা দূর করার ক্ষমতা রাখে না। আবার কঠিন দুর্বল হাদিস অনুরূপ কঠিন দুর্বল হাদিস দ্বারা হাসান লি-গায়রিহি মর্যাদায় উন্নীত হয় না।

জ্ঞাতব্য, দুর্বল হাদিসের দুর্বলতা দূরীকরণে অনুরূপ দুর্বল হাদিস হওয়া জরুরি, যদি মকবুল হাদিসের দুর্বলতা দূর হয়, তাহলে সে হাদিস সহি কিংবা হাসান, হাসান লি-গায়রিহি নয়।

৫. দ্বা'ঈফ: সহি ও হাসানের বাইরে হাদিসের সকল প্রকার দ্বা'ঈফ। দ্বা'ঈফ বা দুর্বল হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব দ্বা'ঈফ প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া ও তার উপর আমল করা দুরস্ত নয়। তবে প্রয়োজন হলে দুর্বলতা প্রকাশ করে দ্বা'ঈফ বলা বৈধ, কারণ দুর্বলতা প্রকাশ করা ব্যতীত দ্বা'ঈফ বলা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করার শামিল। মুসলিম সহি গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي، بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»

"যে আমার থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করল, অথচ দেখা যাচ্ছে তা মিথ্যা, তাহলে সেও মিথ্যাবাদীদের একজন"।[1] অপর হাদিসে তিনি ইরশাদ করেন:

«وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"আর আমার উপর যে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়"।[2]

দ্বা'ঈফ বর্ণনার পদ্ধতি: 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়', অথবা 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়'। দৃঢ়ভাবে বলা যাবে না 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন'।

কতক আলেম বলেন: ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও জাহান্নাম থেকে সতর্ক করার নিমিত্তে চারটি শর্তে দ্বা'ঈফ হাদিস বলা বৈধ: ১. দ্বা'ঈফ হাদিস ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও পাপ থেকে সতর্ককারী সম্পর্কিত হওয়া। ২. কঠিন দ্বা'ঈফ না হওয়া। ৩. দ্বা'ঈফ হাদিসের মূল বিষয় কুরআন বা সুন্নায় মওজুদ থাকা। ৪. রাসূলুল্লাহ

---

[1] মুসলিম: (৬২)

[2] বুখারি: (১০৮)

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দ্বা‘ঈফ হাদিসের ক্ষেত্রে বিশ্বাস না করা। এ চারটি শর্তে দ্বা‘ঈফ হাদিসের উপর আমল করা বৈধ।

কতক আলেম বলেন: দ্বা‘ঈফ হাদিসের উপর কোনো অবস্থায় আমল করা বৈধ নয়, কারণ:

১. দ্বা‘ঈফ হাদিসের উপর আমল করার অর্থ সন্দেহ বা ধারণার উপর আমল করা, যা নিন্দনীয়।

২. দ্বা‘ঈফ হাদিস দ্বারা মোস্তাহাব বা মাকরুহ প্রমাণিত হয় না, অতএব তার দ্বারা কিভাবে ফযিলত প্রমাণিত হয়।

৩. সমাজে দ্বা‘ঈফ হাদিসের কু-প্রভাব বন্ধের নিমিত্তে তার উপর আমল নিষিদ্ধ করা জরুরি। ফযিলত অধ্যায়ে দুর্বল হাদিস বলার অজুহাতে অনেক খতিব ও বক্তা নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে জাল হাদিস পর্যন্ত বর্ণনা করেন, যা পরিহার করা জরুরি।

৪. দ্বা‘ঈফ হাদিসের উপর আমল করা হলে সহি হাদিস সুরক্ষায় মুহাদ্দিসদের প্রচেষ্টাকে অবজ্ঞা করা হয়।

৫. প্রত্যেক প্রকার সহি ও হাসানের উপর আমল করতে পারিনি, তবু কেন দুর্বল হাদিসের উপর আমল করব।

শায়খ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আমার নিকট দুর্বলতা প্রকাশ করা ব্যতীত দুর্বল হাদিস বলা বৈধ নয়, বিশেষ করে জনগণের সামনে। কারণ তাদের সামনে যখন হাদিস বলা হয়,

তারা সেটাকে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা মনে করেন খতিব যা বলেন তাই ঠিক। বিশেষ করে আগ্রহ সৃষ্টি ও সতর্ককারী হাদিসগুলো। কুরআন ও সহি সুন্নায় যা রয়েছে, দুর্বল হাদিস অপেক্ষা তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

কতক লোক সুন্নতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য হাদিস রচনা করে। তারা বলে: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপক্ষে মিথ্যা রচনা করি না, বরং তার স্বার্থে মিথ্যা রচনা করি। তারা হাদিসের অপব্যাখ্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

“আর যে আমার উপর মিথ্যা রচনা করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়”। আপনি যখন কোনো কথা বললেন, যা তিনি বলেননি, আপনি তার উপর মিথ্যা রচনা করলেন”।[1]

---

[1] শারহুল মানযুমাহ লি ইব্ন উসাইমিন।

মারফূ‘ ও মাকতু হাদিস

وَما أُضِيفَ لِلنَّبِيْ الْمَرْفُوعُ		وَما لِتابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعُ

“আর যে হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা-ই মারফূ‘। আর যা তাবে‘ঈর সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাই মাকতু‘”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার মারফূ‘ ও মাকতু‘। হাদিসের এ দু’প্রকারের সম্পর্ক মতনের সাথে।

এখান থেকে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বক্তার বিবেচনায় হাদিসের প্রকারসমূহ উল্লেখ করেছেন। বক্তার বিবেচনায় হাদিস চার প্রকার: ১. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, সমর্থন ও শারীরিক গুণগান। ২. সাহাবিদের কথা ও কর্ম। ৩. তাবে‘ঈদের কথা। ৪. আল্লাহ তা‘আলার বাণী।

লেখক চতুর্থ প্রকার উল্লেখ করেননি, আমরা সম্পূরক হিসেবে তার আলোচনা করব। মওকুফ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। তাই অনেকে তার সমালোচনা করেছেন।

মারফূ‘ হাদিস

مَرْفُوعُ এর আভিধানিক অর্থ উঁচু, উত্তোলিত বস্তু ও উচ্চ শিখরে উন্নীত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত

হাদিস সনদের সর্বশেষ ও উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়, তাই এ প্রকার হাদিসকে মারফূ‘ বলা হয়।

‘মারফূ‘’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত কথা, অথবা কর্ম, অথবা সমর্থন, অথবা তার চারিত্রিক ও শারীরিক গঠনের বর্ণনা; হোক স্পষ্ট মারফূ‘ কিংবা হুকমান মারফূ‘। সাহাবি তার সাথে সম্পৃক্ত করুক কিংবা তাবে‘ঈ কিংবা তাদের পরবর্তী কেউ, সকল প্রকার মারফূ‘র অন্তর্ভুক্ত”। অতএব মারফূ‘র সংজ্ঞায় মুত্তাসিল, মুরসাল, মুনকাতি‘, মু‘দ্বাল ও মু‘আল্লাক অন্তর্ভুক্ত, তবে মাওকুফ ও মাকতু‘ অন্তর্ভুক্ত নয়।

মারফূ‘ দু’প্রকার: ১. স্পষ্ট মারফূ‘ ও ২. হুকমান মারফূ‘।

১. স্পষ্ট মারফূ‘: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কাজ, সমর্থন ও গুণগান ইত্যাদিকে مرفوع تصريحا বা স্পষ্ট মারফূ‘ বলা হয়। স্পষ্ট মারফূ‘ কয়েকভাগে বিভক্ত: ক. মারফূ‘ কাওলি বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। খ. মারফূ‘ ফে‘লি বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম। গ. মারফূ‘ তাকরিরি বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থন। ঘ. মারফূ‘ সিফাতি বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গঠনের বর্ণনা।

ক. মারফূ‘ কাওলি: যেমন, ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

“নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের সাথে গ্রহণযোগ্য হয়, আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই যা সে নিয়ত করেছে। অতএব যার হিজরত দুনিয়ার জন্য যা সে উপার্জন করবে, অথবা নারীর জন্য যাকে সে বিয়ে করবে, তাহলে সে যে জন্য হিজরত করেছে তার হিজরত সে জন্য গণ্য হবে।[1]

খ. মারফূ‘ ফে‘লি: মুগিরা ইব্ন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى»

“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওজু করিয়েছি, তিনি তার মোজার উপর মাসেহ করেছেন ও সালাত পড়েছেন”।[2]

গ. মারফূ‘ তাকরিরি: যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক দাসীকে বলেন:

«أَيْنَ اللَّهُ ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

[1] বুখারি: (১), মুসলিম: (৩৫৩৭)

[2] বুখারি: (৩৭৮), মুসলিম: (৪০৭)

“আল্লাহ কোথায়? সে বলল: আসমানে। তিনি বলেন: আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন: তাকে মুক্ত কর, কারণ সে মুমিন”। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদির কথা প্রত্যাখ্যান না করে সমর্থন করেছেন, তাই বাদীর কথা তার কথা হিসেবে গণ্য। এটা তার তাকরির বা সমর্থন।

ঘ. মারফূ‘ সিফাতি: চারিত্রিক ও শারীরিক উভয় বিশেষণ উদ্দেশ্য। চারিত্রিক বিশেষণ যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান দিক আনন্দিত করত, তার জুতা পরিধান করায়, তার মাথার চুল আঁচড়ানোতে ও তার পবিত্রতা অর্জন করায় এবং তার প্রত্যেক অবস্থায়”।[1]

শারীরিক বিশেষণ যেমন, বারা ইব্ন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

«مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ».

“লাল পোশাকে কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছ বিশিষ্ট নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি। তার

---

[1] বুখারি: (১৬৫)।

চুল উভয় কাঁধকে স্পর্শ করত। উভয় কাঁধের মধ্যে তফাৎ ছিল, তিনি বেটে বা লম্বা ছিলেন না”।[1]

জ্ঞাতব্য: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনও কর্ম, তবে অধিক স্পষ্ট করার জন্য সমর্থন পৃথক করা হয়েছে, নচেৎ কারো ধারণা হত সমর্থন তার কর্ম নয়, তাই পৃথক করা যথাযথ হয়েছে। সাহাবি কিংবা তাদের পরবর্তী কারো সমর্থন বা চুপ থাকা দলিল নয়, এ জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনকে পৃথক করা জরুরি ছিল। অনুরূপ তার কথাও কর্ম, তবে স্পষ্ট করার জন্য পৃথক করা হয়েছে।

২. হুকমান মারফূ': এ প্রকার হাদিস প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশিত নয়, তাই মওকুফ অথবা মাকতু, তবে অন্যান্য নিদর্শন প্রমাণ করে এগুলো তার থেকে প্রকাশিত, তাই হুকমান মারফূ' বলা হয়, যেমন:

এক. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে সম্পৃক্ত করে কোনো সাহাবির এটা বলা যে, আমরা এরূপ বলতাম, অথবা এরূপ করতাম, অথবা এরূপ দেখতাম, তাহলে এ জাতীয় কর্ম হুকমান মারফূ', তথা সরাসরি মারফূ' নয়, তবে মারফূ'র হুকুম রাখে। কারণ, সাহাবিদের এরূপ বলা প্রমাণ করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কর্ম জানতেন এবং তিনি তাদেরকে

[1] মুসলিম: (২৩৩৮), তিরমিযি: (৩৫৯৭)

এসব কর্মের উপর স্থির রেখেছেন। দ্বিতীয়ত তাদের যুগ ছিল অহির যুগ, তাদের কর্মের উপর নীরবতা অবলম্বন অহির সমর্থন প্রমাণ করে। সমর্থন একপ্রকার মারফূ', তবে সরাসরি নয় তাই হুকমান মারফূ'। যেমন, ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَداً، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ.

"ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বকরের সাথে কাউকে তুলনা করতাম না, অতঃপর ওমর অতঃপর উসমান। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য সাহাবি সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বিরত থাকতাম, তাদের কারো মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করতাম না"।[1]

অনুরূপ সাহাবির বলা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ জাতীয় কর্ম আমরা দোষণীয় মনে করিনি। অথবা তার যুগে সাহাবিগণ এরূপ করত কিংবা এরূপ বলত

---

[1] বুখারি, বাবু মানাকিবে উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান রা.: (৭/৫৩-৫৪), হাদিস নং: (৩৬৯৭), মুসনাদে আবু ইয়ালা, তাবরানি ও অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শুনতেন, কিন্তু নিষেধ করতেন না। মুসনাদে আবু ইয়ালা: (৯/৪৫৬), হাদিস নং: (৫৬০৪), মুজামুল কাবির লি তাবরানি: (১২/২৮৫), হাদিস নং: (১৩১৩২)

কিংবা এতে কোনো সমস্যা মনে করা হত না ইত্যাদি হুকমান মারফূ‘, যেমন জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন:

" كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ "

“আমরা আযল করতাম, আর কুরআন নাযিল হত”।[1] তারা কুরআন নাযিলের যুগে আযল করত, কুরআন তাদেরকে আযল থেকে নিষেধ করেনি, হারাম হলে অবশ্যই কুরআন তাদেরকে নিষেধ করত, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হত, কারণ আল্লাহ হারামের উপর নীরবতা অবলম্বন করেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذۡ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرۡضَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعۡمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨﴾ [النساء : ١٠٨]

“তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন”।[2]

আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাতের আধারে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরামর্শ করেছে, যা কেউ জানত না, তবে তাদের কর্ম ছিল আল্লাহর অপছন্দনীয়, তাই তিনি তাদের নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন। এ

---

[1] বুখারি: (৪৮৩৪), মুসলিম: (২৬১৮)

[2] সূরা নিসা: (১০৮)

ঘটনা প্রমাণ করে নবী যুগের আমল, যার উপর আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি বৈধ, তবে সরাসরি মারফূ‘ নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোচরে হয়নি।

কতক আলেম বলেন: এরূপ হাদিস হুকমান মারফূ‘ নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবগতিতে হয়নি, তবে দলিল হিসেবে গণ্য, কারণ আল্লাহ তাদের সমর্থন করেছেন।

দুই. কোনো সাহাবির বলা যে, “এরূপ করা সুন্নত”, অথবা “এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে”, অথবা “এ কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে”, অথবা “অমুককে এরূপ আদেশ করা হয়েছে”, অথবা “আমাদের জন্য এটা হালাল ও ওটা হারাম করা হয়েছে” ইত্যাদি হুকমান মারফূ‘। কারণ, নির্দেশ দাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হালাল ও হারামকারী তিনি, সুন্নত দ্বারা তার সুন্নতই উদ্দেশ্য। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

" مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ ".

“সুন্নত হচ্ছে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি যদি কুমারী নারী বিয়ে করে, তাহলে তার নিকট সাত দিন অবস্থান করবে। অতঃপর বারি বণ্টন করবে। আর যখন কুমারী নারীর উপর বিধবা নারীকে বিয়ে করে, তাহলে তার নিকট তিন দিন অবস্থান করবে, অতঃপর বারি

বণ্টন করবে”।[1] এখানে সুন্নত অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। অনুরূপ ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে, আমরা যেন সূরা ফাতেহা এবং যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করি”।[2] এখানে নির্দেশদাতা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিন. সাহাবি যদি এমন বিষয়ে সংবাদ দেয়, যাতে ইজতিহাদ ও নিজস্ব মত প্রকাশের সুযোগ নেই, যা দেখে ধারণা হয় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে বলেছেন, তাহলে সাহাবির এ জাতীয় সংবাদ হুকমান মারফূ‘, যদি কিতাবি তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে সংবাদ গ্রহণ করার অভ্যাস তার না থাকে। উদাহরণত কোনো সাহাবি সৃষ্টির সূচনা, অথবা নবী ও পূর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে সংবাদ দিল, অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফেতনা, কিয়ামতের আলামত ও কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ সংবাদ দিল, অথবা কোনো আমলের নির্দিষ্ট সওয়াব অথবা নির্দিষ্ট শাস্তির বর্ণনা দিল, যেখানে গবেষণার সুযোগ নেই, অথবা কঠিন

---

[1] বুখারি: (৫২১২), মুসলিম: (১৪৬৩)

[2] আবু দাউদ: (১/২১৬), হাদিস নং: (৮১৮), ইব্‌ন হিব্বান হাদিসটি সহি বলেছেন: (৫/৯২), (১৭৯০)

শব্দের ব্যাখ্যা দিল অথবা অপরিচিত শব্দের বিশ্লেষণ করল, যা সাধারণ অর্থের বিপরীত ইত্যাদি হুকমান মারফূ‘। যেমন ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. أَوِ ارْكُوا (يعني أخِّروا) هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.

“আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: প্রতি জুমায় [সপ্তাহে] বান্দার আমল দু’বার পেশ করা হয়: সোমবার ও বৃহস্পতিবার। অতঃপর প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, তবে সে বান্দা ব্যতীত যার মাঝে ও তার ভাইয়ের মাঝে বিদ্বেষ রয়েছে। বলা হয়: তাদেরকে ত্যাগ কর, যতক্ষণ না তারা সংশোধন করে নেয়”।[1] অন্যত্র ইমাম মালিক বর্ণনা করেন:

أن أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ.

“আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন: নিশ্চয় ব্যক্তি কতক শব্দ উচ্চারণ করে, যার কোনো পরোয়া সে করে না, অথচ তার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর ব্যক্তি কতক বাক্য উচ্চারণ করে, যার কোনো পরোয়া সে করে না, অথচ তার

---

[1] মুয়াত্তা ইমাম মালেক: (২/৯০৮), হাদিস নং: (১৭)

কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতে উন্নীত করেন”।[1] ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (في وصف جهنم): أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ مِنْ الْقَارِ.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি [জাহান্নামের বর্ণনা সম্পর্কে] বলেন: “তোমরা কি জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের এ আগুনের ন্যায় লাল মনে করছ? অথচ তা আলকাতরার চেয়ে কালো”।[2]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর এসব বর্ণনা হুকমান মারফূ‘, কারণ এসব বিষয়ে গবেষণার কোনো সুযোগ নেই। অধিকন্তু ইমাম মুসলিম[3] প্রথম হাদিস এবং ইমাম বুখারি[4] দ্বিতীয় হাদিস স্পষ্ট মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় হাদিস সম্পর্কে বাজি[5] রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: আবু হুরায়রার এ সংবাদ অহির উপর নির্ভরশীল, কারণ তার সর্ম্পক গায়েব ও অদৃশ্যের সাথে, তাই হুকমান মারফূ‘।

চার. হাদিস বর্ণনাকারী রাবি যদি সাহাবি সম্পর্কে বলেন:

---

[1] মুয়াত্তা ইমাম মালেক: (২/৯৮৫), হাদিস নং: (৬)

[2] মুয়াত্তা ইমাম মালেক: (২/৯৯৪), হাদিস নং: (২)

[3] মুসলিম: (৪/১৯৮৭)

[4] বুখারি: (১১/৩০৮), হাদিস নং: (৬৪৭৮)

[5] أ.د عبد الرحمن البر রচিত উসুলে হাদিসের উপর ‘একাদশ ভাষণ’।

يرفعه أو يَنْمِيه، أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية.

তাহলে হুকমান মারফূ‘, যেমন ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন:

عن أنس رضي الله عنه يرفعه: «أَنَّ اللهَ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ؛ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلاَّ الشِّرْكَ».

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি মারফূ‘ বর্ণনা করেন: “আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগকারীকে বলবেন: যদি তোমার দুনিয়া ভর্তি সম্পদ হয়, তুমি কি সেগুলো ফিদিয়া [মুক্তিপণ] হিসেবে প্রদান করবে? সে বলবে: হ্যাঁ, তিনি বলবেন: আমি তোমার নিকট এর চেয়ে নগন্য বস্তু চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, যে আমার সাথে শরীক কর না। কিন্তু তুমি শির্ক ব্যতীত ক্ষান্ত হওনি”।[1] এতে يرفعه শব্দ হুকমান মারফূ‘র নিদর্শন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত: “স্বভাব পাঁচটি, অথবা পাঁচটি স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত: খৎনা করানো, নাভির নিচের

---

[1] বুখারি: (৬/৩৬৩), হাদিস নং: (৩৩৩৪)

পশম পরিষ্কার করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও মোচ ছোট করা"।[1] এতে رواية শব্দ হুকমান মারফূ'র নির্দশন।

পাঁচ. শানে নুযূল সংক্রান্ত সাহাবির সংবাদ হুকমান মারফূ'। কারণ, অহি ও কুরআন নাযিল প্রত্যক্ষকারী সাহাবি কোনো আয়াত সম্পর্কে যখন বলেন, এ আয়াত অমুক ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তখন তিনি ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে সম্পৃক্ত করলেন, অতএব হুকমান মারফূ'। অনুরূপ সাহাবি যদি কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যাতে ইজতেহাদের সুযোগ নেই, অথবা যার সাথে শব্দের অর্থ সম্পৃক্ত নয়, তাহলে তা হুকমান মারফূ'। এ তাফসির তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন, যেমন ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন:

عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى).

ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "ইয়ামান বাসীরা হজ করত কিন্তু খাদ্য-সামগ্রী বহন করে আনত

[1] বখারি: (১০/৩৩৪), হাদিস নং: (৫৮৮৯)

না, তারা বলত: আমরা ভরসাকারী। অতঃপর মক্কায় পৌঁছে মানুষের নিকট ভিক্ষা করত, তাই আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন:

﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ ١٩٧ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

“তোমরা সামগ্রী বহন কর, কারণ তাকওয়া সর্বোত্তম সামগ্রী”।[1] অপর জায়গায় বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ আবু ইসহাক শায়বানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “আমি ‘যির’কে আল্লাহর বাণী[2]:

﴿فَكَانَ قَابَ قَوۡسَيۡنِ أَوۡ أَدۡنَىٰ ٩ فَأَوۡحَىٰٓ إِلَىٰ عَبۡدِهِۦ مَآ أَوۡحَىٰ ١٠﴾ [النجم:٩، ١٠]

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেন: আমাদেরকে ইব্‌ন মাসউদ বলেছেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে দেখেছেন, তার ছয়শ পাখা রয়েছে”।[3] ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ব্যাখ্যা আরবির কোনো নিয়মে পড়ে না, তাতে গবেষণারও সুযোগ নেই, অতএব তিনি এ তাফসির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তাই হুকমান মারফূ‘।

ছয়. নির্দিষ্ট কোনো কর্ম সম্পর্কে সাহাবি যদি বলেন, “এতে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য রয়েছে”, অথবা বলেন “এ

---

[1] বুখারি: (৩/৩৮৩-৩৮৪), হাদিস নং: (১৫২৩)

[2] অর্থ: “তখন সে নৈকট্য ছিল দু’ ধনুকের পরিমাণ, অথবা তারও কম। অতঃপর তিনি তার বান্দার প্রতি যা ওহি করার তা ওহি করলেন”। সূরা আন-নাজম: (৯-১০)

[3] বুখারি: (৮/৬১০), হাদিস নং: (৪৮৫৭)

কাজ আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানি”, তাহলে হুকমান মারফূ‘। কারণ, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ শুনেছেন। উদাহরণত ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم».

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন: “সবচেয়ে খারাপ খানা ওলীমার খানা, যেখানে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় কিন্তু গরিবদের দাওয়াত দেওয়া হয় না। আর যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করল”।[1]

জান্নাত, জাহান্নাম, অতীত, ভবিষ্যৎ ও ইজতিহাদ চলে না বিষয়ে সংবাদদাতা সাহাবি যদি বনু ইসরাইল থেকে জ্ঞানার্জন করে প্রসিদ্ধ হন, তাহলে তার সংবাদ হুকমান মারফূ‘ হবে না। কারণ, হয়তো তিনি সংবাদটি তাদের থেকে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইয়ারমুকের যুদ্ধে রূমী ও অন্যান্য কিতাবিদের রেখে যাওয়া অনেক

---

[1] বুখারি: (৯/২৪৪), হাদিস নং: (৫১৭৭), ইমাম মুসলিম হাদিসটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে স্পষ্ট মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম: (২/১০৫৪), হাদিস নং: (১০৭), (১৪৩২)

কিতাব আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সংগ্রহ করেছেন, তখন এর অনুমতি ছিল।

কোনো তাবে‘ঈর বলা: ‘এটা সুন্নত’:

কেউ বলেছেন: কোনো তাবে‘ঈ যদি বলেন: ‘এটা সুন্নত’ তাহলে মাওকুফ গণ্য হবে, মারফূ‘ নয়। কারণ, তাবে‘ঈ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পাননি, তাই তার সুন্নত বলার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত নয়, বরং সাহাবিদের সুন্নত, অতএব মাওকুফ।

কেউ বলেছেন: কোনো তাবে‘ঈ যদি বলেন: ‘এটা সুন্নত’ তাহলে হুকমান মারফূ‘ হবে। তাদের সুন্নত বলার অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত, তবে তাদের এ কথা এক হিসেবে মুরসাল ও অপর হিসেবে মুনকাতি‘, কারণ সনদে সাহাবির উল্লেখ নেই।

মোদ্দাকথা: কোনো তাবে‘ঈর ‘এটা সুন্নত’ বলা যদি হুকমান মারফূ‘ মানি তাহলে মুরসাল, যা একপ্রকার দুর্বল হাদিস, কারণ সনদ মুত্তাসিল নয়, তাই তার সাথে মুরসাল হাদিসের ব্যাবহার করা হবে। আর তাবে‘ঈর ‘এটা সুন্নত’ বলা যদি মাওকুফ মানি

তাহলে সাহাবির কথা বা কর্ম হয়। সাহাবির কথা বা কর্মের হুকুম ‘মাওকুফে’র বর্ণনায় আসছে।[1]

হাদিসে কুদসি

যেসব হাদিস আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাই হাদিসে কুদসি। হাদিসে কুদসিকে হাদিসে ইলাহি, অথবা হাদিসুর রাব্বানি ইত্যাদি বলা হয়। কারণ, এসব হাদিসের সর্বশেষ স্তর আল্লাহ তা‘আলা। লেখক এ প্রকার বর্ণনা করেননি, সম্পূরক হিসেবে আমরা তার আলোচনা করছি।

قُدُس শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্র। تقديس শব্দের অর্থ আল্লাহর পবিত্রতা। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ ٣٠ ﴾ [البقرة: ٣٠]

---

[1] ১৫-নং পঙক্তি দেখুন। যার সারাংশ: তিনটি শর্তে সাহাবির কথা বা কর্ম দলিল হয়: ১. সাহাবি যদি ফকিহ হন। ২. সাহাবির কথা যদি দলিল বিরোধী না হয়। ৩. সাহাবির কথা যদি অপর সাহাবির কথার বিপরীত না হয়। এ তিনটি শর্তে সাহাবির কথা ও কর্ম দলিল হিসেবে গণ্য হবে। অতএব সাহাবি ফকিহ না হলে তার কথা দলিল নয়। আবার ফকিহ সাহাবির কথা দলিল বিরোধী হলে গ্রহণযোগ্য নয়, তখন দলিল গ্রহণযোগ্য। ফকিহ সাহাবির কথা যদি দলিল বিরোধী না হয়, তবে অপর সাহাবির কথার বিপরীত, তাহলে প্রাধান্য দেওয়ার দিকটি বিবেচনা করব। অতএব তাবেঈর কথা ‘এটা সুন্নত’ যদি মাওকুফ মানি, এ তিনটি শর্তের ভিত্তিতে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব।

“আমরা আপনার প্রশংসার তসবিহ পাঠ করি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি”। আল্লাহর এক নাম قُدُّوس অর্থ পবিত্র অথবা বরকতময় অথবা তিনি পবিত্র বৈপরীত্য, সমকক্ষ ও সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য থেকে। البيت المقدَّس অর্থ ‘শির্ক থেকে পবিত্র ঘর’। হাদিসে কুদসি যেহেতু মহান আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ প্রকার হাদিসকে الحـديث القُـــدُسي বলা হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনুল কারিম ব্যতীত যে হাদিস তার রবের পক্ষ থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন, অথবা জিবরীলের মাধ্যমে তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন তাই হাদিসে কুদসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সংবাদ দিচ্ছেন, তাই এ প্রকারকে হাদিস বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় হিসেবে কুদসি বলা হয়।

হাদিসে কুদসির ভাবার্থ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে এতে কারো দ্বিমত নেই, তবে তার শব্দ প্রসঙ্গে ইখতিলাফ রয়েছে:

একদল আলেম বলেন: আল্লাহ তা‘আলা ইলহাম[1] অথবা ঘুম অথবা জিবরীল ‘আলাইহিস সালামের মাধ্যমে হাদিসে কুদসির ভাবার্থ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অহি করেন, তবে তার শব্দ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে। শুধু

[1] প্রত্যাদেশ।

কুরআনুল কারিম শব্দসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যার তিলাওয়াত করে আমরা তার ইবাদত আঞ্জাম দেই।

অপরদল আলেম বলেন, হাদীসে কুদসির ভাবার্থ ও শব্দ সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন ব্যতীতও কথা বলেন। তবে এটি মু'জিয বা অপারগকারী হিসেবে আল্লাহ নাযিল করেন নি, কিংবা এর মত আনার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জও দেন নি। তাছাড়া এর তেলাওয়াতের মাধ্যমে সালাত আদায়ের বিষয়টিও নেই। এ অভিমতই বিশুদ্ধ।

কুরআনুল কারিম ও হাদিসে কুদসির পার্থক্য:

১. কুরআনুল কারিমের শব্দ ও অর্থ জিবরীলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে জাগ্রত অবস্থায় নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٩٢ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥ ﴾ [الشعراء : ١٩٢، ١٩٥]

"আর নিশ্চয় এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নাযিলকৃত। বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়"।[1] তাই

[1] সূরা শু'আরা: (১৯২-১৯৫)

কুরআনুল কারিমের ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়, তার শব্দ মুজিযা, হ্রাস ও বৃদ্ধি থেকে সুরক্ষিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ۝٩ ﴾ [الحجر: ٩]

“নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাজতকারী”।[1] অন্যত্র ইরশাদ করেন:

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ۝٨٨ ﴾ [الاسراء: ٨٨]

“বল, ‘যদি মানুষ ও জিন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’।[2] হাদিসে কুদসির এসব বৈশিষ্ট্য নেই, হাদিসে কুদসির ভাবার্থ বর্ণনা করা বৈধ।

২. সালাতে কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা ফরয, সক্ষম ব্যক্তির কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসি সালাতে পড়া নিষেধ, কুরআনের পরিবর্তে তার দ্বারা সালাত শুদ্ধ হবে না।

৩. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করা ইবাদত। প্রত্যেক শব্দের দশগুণ সাওয়াব। জমহুর আলেমের নিকট নাপাক ব্যক্তির জন্য কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়, যেমন তিলাওয়াত বৈধ নয়।

---

[1] সূরা হিজর: (৯)

[2] সূরা আল-ইসরা: (৮৮)

পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসি তিলাওয়াত করে ইবাদত আঞ্জাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তার সাওয়াব কুরআনের সমপরিমাণ নয় এবং নাপাক ব্যক্তির পক্ষে হাদিসে কুদসি স্পর্শ করা কিংবা তিলাওয়াত করা হারাম নয়।

৪. কুরআনুল কারিমের শব্দ, বাক্য ও ক্রম বিন্যাস আমাদের নিকট মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে পৌঁছেছে। কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত দুই মলাটের মাঝে সংরক্ষিত। কুরআন অস্বীকারকারী কাফের, তার তিলাওয়াত ও শিক্ষার জন্য সনদ প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসি আমাদের নিকট পৌঁছেছে কখনও একক সংবাদের ভিত্তিতে আবার কখনও মুতাওয়াতির হিসেবে। মুতাওয়াতির না হলে প্রমাণিত নয় মনে করার কারণে তার অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যায় না। তার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার জন্য সনদ দেখা প্রয়োজন। তবে হাদীসে কুদসির বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে সেটা অস্বীকারকারীও কাফের হয়ে যাবে।

৫. আল্লাহ ব্যতীত কারো সাথে কুরআন সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। কুরআনের একটি বাক্য কিংবা বাক্যাংশকে আয়াত বলা হয়। কয়েকটি আয়াতের সমষ্টিকে সূরা বলা হয়, যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ধারিত। পক্ষান্তরে হাদিসে কুদসি এরূপ নয়, বরং হাদিসে কুদসিকে: হাদিসে কুদসি, হাদিসে ইলাহি

ও হাদিসে রাব্বানি বলা হয়। হাদিসে কুদসিকে কখনো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, কারণ তিনি স্বীয় রবের পক্ষ থেকে তা বলেছেন, তাই মুহাদ্দিসগণ হাদিসে কুদসিকে হাদিসে নববির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাদিসে কুদসি ও হাদিসে নববির পার্থক্য:

১. হাদিসে কুদসি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অহি: স্পষ্ট অহি, যেমন জিবরীলের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদিস; অস্পষ্ট অহি, যেমন ঘুম বা প্রত্যাদেশ যোগে প্রাপ্ত হাদিস। পক্ষান্তরে হাদিসে নববি কতক অহি ও কতক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজতিহাদ, তার ইজতিহাদ অহি। কারণ, তার ইজতিহাদ ভুল হলে আল্লাহ সংশোধন করে দেন, ভুলের উপর তাকে স্থির রাখেন না।

২. হাদিসে কুদসি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন, কিন্তু হাদিসে নববি তিনি নিজের পক্ষ থেকে সরাসরি বলেন।

৩. হাদিসে কুদসিতে সাধারণত আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা, গুণগান, কুদরত, রহমত, মাগফেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও পাপ থেকে সতর্ককারী বিষয়ের আধিক্য থাকে। পক্ষান্তরে হাদিসে নববিতে অধিকহারে মুসলিমের দীনি ও দুনিয়াবি বিষয়ের বর্ণনা থাকে।

হাদিসে কুদসির কতক নিদর্শন:

১. রাবি বর্ণনা করার সময় বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যেমন ইমাম আহমদ ও নাসায়ি সহি সনদে বর্ণনা করেন:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ».

ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন[1], আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: “আমার বান্দাদের থেকে যে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হিসেবে বের হয়, আমি তার জিম্মাদার। যদি আমি তাকে ফিরিয়ে দেই, প্রতিদান অথবা

[1] عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ
উপরে এ বাক্যের ভাবার্থ করা হয়েছে, শাব্দিক অর্থ এরূপ: ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি তার রবের পক্ষ থেকে যা বর্ণনা করেন, তাতে রয়েছে; আল্লাহ্‌ বলেছেন:

গণিমতসহ ফিরিয়ে দেব। আর আমি যদি তাকে গ্রহণ করি, তাকে ক্ষমা করে দিব ও তার উপর রহম করব”।[1]

২. রাবি বর্ণনা করার সময় বলবেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: ..., অথবা রাবি বলবেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তোমাদের রব বলেছেন: ..., যেমন ইমাম বুখারি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ».

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: আমার বান্দা যখন আমার সাক্ষাত পছন্দ করে আমি তার সাক্ষাত পছন্দ করি। আর যখন সে আমার সাক্ষাত অপছন্দ করে আমি তার সাক্ষাত অপছন্দ করি”।[2]

৩. কখনো রাবি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’, অতঃপর হাদিসে কুদসি উল্লেখ করেন, কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেন না, যেমন বুখারি বর্ণনা করেন:

---

[1] আহমদ: (২/৫৯৪১), নাসায়ি: (৬/১৮)

[2] বুখারি: (১৩/৪৬৬), হাদিস নং: (৭৫০৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ».

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "বনু আদমের নিকট মান্নত এমন কিছু নিয়ে আসে না যা আমি তার জন্য নির্ধারণ করিনি। বস্তুত আমি তার জন্য তা নির্ধারণ করে রেখেছি, আর তকদীর তার সাথে সাক্ষাত করে। আমি মান্নত দ্বারা কৃপণ থেকে বের করি"।[1]

৪. কখনো কখনো হাদিসে কুদসিকে হাদিসে নববির অংশ হিসেবে বর্ণিত হয়, যদিও হাদিসে কুদসির অংশ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথক করেন না, তবে অগ্র-পশ্চাৎ থেকে আল্লাহর কথা স্পষ্ট হয়, যেমন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

عن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ»

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তাকে দ্রুত প্রতিদান

[1] বুখারি: (১১/৪৯৯), হাদিস নং: (৬৬০৯)

প্রদান করেন, যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে, যাকে আমার প্রতি ঈমান ও আমার রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত কোন বস্তু বের করেনি। আমি অবশ্যই তাকে প্রত্যাবর্তন করাব তার প্রাপ্ত সাওয়াব অথবা গণিমতসহ, অথবা আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। যদি এমন না হত যে, আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন করে ফেলব, কোনো যুদ্ধ থেকে আমি পশ্চাতে থাকতাম না। আমি অবশ্যই চাই যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, অতঃপর আমাকে জীবিত করা হোক, অতঃপর আমি শহীদ হই, অতঃপর আমাকে জীবিত করা হোক, অতঃপর আমি শহীদ হই"। এ হাদিসে:

«لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়, বরং আল্লাহ তা'আলার বাণী। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও পৃথক করে বলেননি, তবে অর্থ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট।

মোদ্দাকথা: একটি হাদিস কখনো সম্পূর্ণ রূপে হাদিসে কুদসি হয়, কখনো আংশিক হাদিসে কুদসি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো হাদিসে কুদসি স্পষ্ট বলেন, কখনো স্পষ্ট বলেন না, বরং বাক্য থেকে বুঝা যায়।

হাদিসে কুদসির হুকুম: হাদিসে কুদসি হাদিসে নববির ন্যায় সহি, হাসান ও দুর্বল বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়। অতএব হাদিসে কুদসি

বলা কিংবা তার উপর আমল করার পূর্বে শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাই করা জরুরি।

হাদিসে কুদসির উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ:

হাদিস রচনার স্বর্ণযুগে স্বতন্ত্রভাবে কেউ হাদিসে কুদসি লিপিবদ্ধ করেননি। তারা হাদিসের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন অধ্যায়ের অধীন হাদিসে কুদসি লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তী যুগে কতক আলেম হাদিসে কুদসি স্বতন্ত্র কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন, যেমন:

১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলি ইব্‌ন আল-আরাবি আত-ত্বায়ি (মৃ.৬৩৮হি.), তার রচিত গ্রন্থের নাম: مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه من الأخبار

২. আল্লামা নুরুদ্দিন আলি ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলতান (মৃ.১০১৪হি.), যিনি ‘মোল্লা আলি আল-কারি’ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি হাদিসের ছয় কিতাব থেকে চল্লিশটি হাদিসে কুদসি একসাথে জমা করেছেন এবং প্রত্যেক হাদিসের সূত্র উল্লেখ করেছেন। তার রচিত কিতাবের নাম: الأحاديث القدسية الأربعينية

৩. শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালেহ আল-মাদানি (মৃ.১২০০হি.) হাদিসে কুদসির উপর সর্ববৃহৎ কিতাব লিখেন, তার কিতাবের নাম: الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية

এতে তিনি (৮৬৪)টি হাদিসে কুদসি জমা করেন, যার অধিকাংশ তিনি ইমাম সূয়ূতি রচিত جمع الجوامع গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৪. لجنة القرآن الكريم والحديث بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে একদল লেখক হাদিসের ছয় কিতাব ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক থেকে (৪০০)টি হাদিসে কুদসি বাছাই করেন, তাতে টিকা সংযোজন করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যুক্ত করেন, তাদের রচিত কিতাবের নাম: الأحاديث القدسية

৫. শায়খ মুস্তফা আদাবি (১৮৫)টি সহি ও হাসান হাদিসে কুদসি জমা করেন, তার কিতাবের নাম: الصحيح المسند من الأحاديث القدسية

মাকতু‘ হাদিস

লেখক হাদিসের প্রকার উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। মারফূ‘র পর দ্বিতীয় পর্যায়ে মাওকুফের আলোচনা করা যথাযথ ছিল, কারণ মাকতু‘র সম্পর্ক তাবে‘ঈর সাথে, মাওকুফের সম্পর্ক সাহাবির সাথে। তাই এ প্রকার পড়ার পূর্বে ১৫-নং পঙক্তি থেকে মাওকুফ পড়ে নেওয়া উত্তম।

مقْطوعُ এর আভিধানিক অর্থ কর্তিত, বলা হয়, العضو المقطوع 'কর্তিত বা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ'। এ থেকে তাবে‘ঈদের কথা ও কর্মকে মাকতু‘ বলা হয়, কারণ তাদের বাণী ও কর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের কথা ও কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন।

'মাকতু'র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "তাবে‘ঈর সাথে সম্পৃক্ত কথা ও কর্মকে মাকতু‘ বলা হয়"। তাবে‘ঈর কথা ও কর্মে যদি মারফূ‘ বা মাওকুফের আলামত থাকে, তাহলে হুকমান মারফূ‘ বা মাওকুফ হবে, যেমন তাবে‘ঈ বললেন: من السنة كذا 'এটা সুন্নত'। এ প্রসঙ্গে হুকমান মারফূ‘র অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লেখক রাহিমাহুল্লাহর নিকট তাবে‘ঈর সমর্থন মাকতু‘ কিনা স্পষ্ট নয়, প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কারো সমর্থন বা নীরবতা দলিল নয়, বিশেষ করে তাবে‘ঈর সমর্থন বা নীরবতা, তাই সেগুলো মাকতু‘ নয়। উসুলে হাদিসের

গ্রন্থসমূহে তাবে‘ঈর কথা বা কর্মকে মাকতু‘ বলা হয়, তবে বারদীজী, শাফে‘ঈ, তাবরানি, হুমাইদি ও দারাকুতনি প্রমুখ ইমামগণ মাকতু‘কে মুনকাতি‘ বলেছেন।

তাবে‘ঈর সংজ্ঞা: সাহাবির সাক্ষাত লাভকারী তাবে‘ঈ, যদিও তার সাহচর্য গ্রহণ না করেন। অধিকাংশ ইমাম এ মত গ্রহণ করেছেন। কারো নিকট তাবে‘ঈর জন্য সাহাবির সাক্ষাত ও সাহচর্য গ্রহণ করা জরুরি। সাহাবির সাক্ষাত লাভের সময় তাবে‘ঈর ঈমান শর্ত নয়, কাফের অবস্থায় সাহাবিকে দেখে ঈমান গ্রহণ করলে তাবে‘ঈ হবে। অনুরূপ তাবে‘ঈর জন্য সাহাবি থেকে শ্রবণ করা কিংবা তাকে দেখার সময় সাবালক হওয়া জরুরি নয়, সাক্ষাতের সময় তার মধ্যে ভালো-মন্দের জ্ঞান থাকা যথেষ্ট। শিশুর সাক্ষাত তাবে‘ঈ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, তবে সাহাবি হওয়ার জন্য যথেষ্ট, যদিও তাদের বর্ণনা মুরসাল।

মাকতু‘ ও মুনকাতি‘ এর মধ্যে পার্থক্য:

১. তাবে‘ঈর কথা ও কর্মকে মাকতু‘ বলা হয়, আর সনদ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়লে মুনকাতি‘ বলা হয়।

২. ‘মাকতু’র সম্পর্ক মতনের সাথে, ‘মুনকাতি‘’র সম্পর্ক সনদের সাথে। অতএব উভয় এক নয়।

৩. মুনকাতি‘ এর সম্পর্ক করা হয় রাসূলের সাথে, পক্ষান্তরে মাকতূ‘ এর সম্পর্ক করা হয় তাবে‘ঈ এর সাথে।

৪. সনদ তাবে‘ঈ পর্যন্ত মিলিত থাকলেও সেটি মাকতু‘, পক্ষান্তেরে মুনকাতে‘ অর্থই হচ্ছে সনদ কর্তিত বা মিলিত নয়।

জ্ঞাতব্য: মাকতু‘ মুত্তাসিল হলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস মাকতু‘ মুত্তাসিল বলতে বারণ করেন। কারণ, মাকতু অর্থ কর্তিত আর মুত্তাসিল অর্থ মিলিত, এক হাদিসকে মাকতু‘ ও মুত্তাসিল বলা মানে দুই বিপরীত বস্তুকে এক জায়গায় জমা করা, যা ভাষাগত দিক থেকে শ্রুতিকটু ও বেমানান, তাই এ জাতীয় ব্যবহার পরিহার করা শ্রেয়, তবে নির্দিষ্টভাবে কারো সাথে সম্পৃক্ত করে বলা যায়, যেমন: "هذا متصل إلى سعيد بن المسيب" এ মাকতু‘ সায়িদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব পর্যন্ত মুত্তাসিল।

মাকতু সংরক্ষণ করার উপকারিতা:

১- কখনো তাবে‘ঈর কথা বা কর্ম দ্বারা মারফূ‘ হাদিসের ইল্লত জানা যায়, যেমন কোনো হাদিস এক সনদে মারফূ‘ ও অপর

সনদে মাকতু‘ বর্ণিত, তবে মারফূ‘ অপেক্ষা মাকতুর সনদ অধিক বিশুদ্ধ, তখন মাকতু‘র কারণে মারফূ‘ মু‘আল্ হবে।

২- তাবে‘ঈর বাণী কখনো হুকমান মারফূ‘ হয়, যেমন কোনো তাবে‘ঈ বলল: “এরূপ করা সুন্নত”; অথবা বললেন: “আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে”, অথবা কোনো গায়েবি বিষয়ে সংবাদ দিলেন, যেখানে গবেষণার সুযোগ নেই। তাদের এ জাতীয় সংবাদ মারফূ‘ মুরসাল, যা ‘শাহিদ’ দ্বারা শক্তিশালী হয়ে মাকবুল পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়। কেউ তাবে‘ঈর এ জাতীয় সংবাদকে মাওকুফ বলেন; মাওকুফ কখনো দলিল হয়, সামনে তার বর্ণনা আসছে।

৩- সাহাবিদের ন্যায় তাবে‘ঈগণ আমাদের আদর্শ পুরুষ, আমরা তাদের অনুসরণ করে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝি। অতএব কারো কথা ও ইজতিহাদ কোনো তাবে‘ঈর কথা ও ইজতিহাদের ন্যায় হলে ইজতিহাদ মজবুত হয় যে, অমুক তাবে‘ঈ তার মত বলেছেন। যার কথা ও ইজতিহাদ আদর্শ পুরুষদের কথা ও ইজতিহাদের মত নয়, আমরা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করব।

৪- তাবে‘ঈদের বাণী ও কর্ম সংরক্ষণ করার ফলে তাদের ইখতিলাফ তথা মতপার্থক্য ও ইত্তিফাক তথা মতৈক্য জানা যায়। আমরা তাদের ইত্তিফাক থেকে বের হব না, আর তাদের ইখতিলাফের ক্ষেত্রে দলিল ও উসুলের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ অভিমত

গ্রহণ করব। নতুন কোনো মত সৃষ্টি করব না এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হব না।

৫- তাবে'ঈদের ইখতিলাফ (মতপার্থক্য) থেকে মুজতাহিদ সঠিক মত গ্রহণ করতে সক্ষম হন। কোনো মুজতাহিদ কোনো তাবে'ঈর মত গ্রহণ করে জমহুর বা একাধিক আলেমের বিপরীত অবস্থান নিলে তাকে কাফের, ফাসেক বা গোমরাহ বলা যাবে না, কারণ তার স্বপক্ষে তাবে'ঈ রয়েছে এবং বিষয়টি ইজতিহাদ ও গবেষণাধর্মী। শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ এ জাতীয় অনেক ইখতিলাফ করেছেন।

৬- কখনো মাকতু দ্বারা মারফূ'র অর্থ জানা যায়।

জ্ঞাতব্য: ইমাম যারকাশি রাহিমাহুল্লাহ্ মাকতু'কে হাদিসের প্রকার বলার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তিনি বলেন: মাকতু'কে হাদিস বলা ভুল, কারণ তাবে'ঈর বাণী ও মাযহাব হাদিস নয়।

তার আপত্তির উত্তর: একটি হাদিস মারফূ' ও মাকতু উভয় সনদে বর্ণিত হলে শক্তিশালী সনদের ভিত্তিতে ফয়সালা করা হয়, যদি মাকতু'কে হাদিসের প্রকার হিসেবে সংরক্ষণ করা না হয়, তাহলে এটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত তাবে'ঈর কতক বাণী মারফূ'র হুকুম রাখে, এ হিসেবে মাকতু'কে হাদিসের প্রকার গণ্য করা যথাযথ। এ বিষয়টি যারকাশি নিজেও স্বীকার করেছেন। তৃতীয়ত অনেক

মুহাদ্দিস এ প্রকারকে হাদিস বলেছেন, তাই তাকে হাদিস গণ্য করা যথাযথ"।[1]

[1] আল-জাওয়াহির: (১৪৪)। তবে আমি মনে করি তাবে'ঈদের সকল কথা ও কাজকে ঢালাওভাবে হাদীস নাম দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ, সকল তাবে'ঈ সিকাহ ছিলেন না। তাবে'ঈদের মধ্যে অনেক খারাপ আকীদাসম্পন্ন লোকও বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ঢালাওভাবে সেগুলোকে হাদীস না বলে কোনো মারফু' কিংবা মাওকূফ হাদীসের সাথে যদি তাবে'ঈদের কথা ও কাজ মিলে যায় সেটাকে উপরোক্ত মারফূ' বা মাওকূফ হাদীসের জন্য শাহেদ ও শক্তিবর্ধক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অথবা হাদীসটি কি মারফূ, নাকি মাওকূফ তা নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে। সুতরাং ঢালাওভাবে সকল মাকতূ'কে হাদীস বলার কোনো সুযোগ নেই। [সম্পাদক]

মুসনাদ হাদিস

وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الإسْنادِ مِنْ		رَاوِيهِ حَتَّى الْمُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ

“মুসনাদ”: যার সনদ রাবি থেকে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত এবং কোথাও বিচ্ছেদ ঘটেনি”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ষষ্ঠ প্রকার মুসনাদ।

مُسْنَدُ কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ সম্পৃক্ত ও মিলিত বস্তু। إسناد ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য থেকে উদ্গত। إسناد الشيء إلى الشيء অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা। এ থেকে রাবি বা গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত হাদিসকে ‘মুসনাদ’ বলা হয়।

কেউ বলেন: سند ধাতু থেকে مسند উদ্গত। سند শব্দের অর্থ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঁচু ভূমি। রাবি বা গ্রন্থকার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদকে নিয়ে যান, তখন তিনি সনদকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেন, তাই তার বর্ণিত হাদিসকে মুসনাদ বলা হয়। রাবিকে বলা হয় مسنِد "بكسر النون" আর গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রাবিদের দীর্ঘ পরম্পরাকে বলা হয় সনদ।

আরবদের প্রবাদ فلان سنَد ‘অমুক ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য’ থেকেও مسْنَدُ উদ্গত হতে পারে। এ থেকে সনদের পরম্পরায় বাতলানো

মতনকে মুসনাদ বলা হয়। কারণ, মতনের শুদ্ধতার জন্য মুহাদ্দিসগণ সনদের উপর নির্ভর করেন।[1]

مُسْنَدُ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "রাবি থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হাদিস মুসনাদ, যার সনদে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো ছেদ বা ইনকিতা' নেই"। এটাই অধিকাংশ আলেমের সংজ্ঞা। এখানে رَاوِيهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হাদিস লিপিবদ্ধকারী গ্রন্থকার, যেমন বুখারি, মুসলিম প্রমুখগণ, সনদের যে কোনো রাবি নয়।

মুসনাদের দু'টি শর্ত:

১. মারফূ': মুসনাদ হওয়ার জন্য হাদীসটি মারফূ' তথা হাদীসের মূল বক্তব্য (মতন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হওয়া জরুরি। অতএব মাওকুফ ও মাকতু' মুসনাদ নয়। কারণ, 'মাওকুফে'র শেষ প্রান্ত সাহাবি, মাকতু'র শেষ প্রান্ত তাবে'ঈ।

২. মুত্তাসিল: মুসনাদ হওয়ার জন্য সনদ মুত্তাসিল হওয়া জরুরি। অতএব মুরসাল, মুনকাতি', মু'দ্বাল, মু'আল্লাক ও মুদাল্লাস মুসনাদ নয়। কারণ, এগুলোর সনদ মুত্তাসিল নয়।

মারফূ' ও মুত্তাসিলের সমন্বয়ে মুসনাদ হয়। মারফূ'র সম্পর্ক মতনের সাথে, অর্থাৎ সনদ মুত্তাসিল হোক বা মুনকাতি' হোক

[1] আন-নুকাত: (১/৪০৫), আল-জওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (১৪৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কর্মকে মারফূ‘ বলা হয়, পক্ষান্তরে মুত্তাসিলের সম্পর্ক সনদের সাথে, মতন মারফূ‘ হোক বা মাওকুফ হোক। অতএব আপনি যখন বললেন: هذا حديث مسند তার অর্থ ‘এ হাদিস মারফূ‘ ও মুত্তাসিল’, এতে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো ইনকিতা‘ নেই। এ বাক্য هذا حديث متصل مرفوع থেকে অধিক শক্তিশালী, কারণ এতে স্পষ্ট ইনকিতা‘ না থাকলেও অস্পষ্ট ইনকিতা‘ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কেউ বলেন: মুসনাদ অর্থ আরো ব্যাপক, তাদের নিকট বক্তার সাথে সম্পৃক্ত হাদিস মুসনাদ। তারা মুসনাদের আভিধানিক অর্থকে প্রাধান্য দেন। আভিধানিক অর্থানুসারে এক বস্তুর সাথে মিলিত অপর বস্তুকে মুসনাদ বলা হয়। এ সংজ্ঞা মতে মারফূ‘, মাওকুফ ও মাকতু‘ মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত, সনদ মুত্তাসিল হোক বা মুনকাতি‘ হোক। কারণ, হাদিসের এসব প্রকার হয় মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত, বা সাহাবির সাথে সম্পৃক্ত বা তাবে‘ঈ ও তাদের পরবর্তী কোনো মনীষীর সাথে সম্পৃক্ত। আভিধানিক অর্থানুসারে এ সংজ্ঞা অধিক যুক্তিসংগত, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত হাদিসকে মুসনাদ বলেন।

মুত্তাসিল হাদিস

فَالْمُتَّصِلْ	لِلْمُصْطَفَى	إِسْنادُهُ		يَتَّصِلْ	راوٍ	كُلِّ	بِسَمْعِ	وَما

“আর যে হাদিসের সনদ প্রত্যেক রাবির শ্রুতি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত তাই মুত্তাসিল”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের সপ্তম প্রকার মুত্তাসিল।

مُتَّصِلْ এর আভিধানিক অর্থ মিলিত। এক বস্তুর সাথে মিলিত অপর বস্তুকে মুত্তাসিল বলা হয়।

মুত্তাসিলের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “যে হাদিসের সনদ প্রত্যেক রাবির শ্রুতি দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত তাই মুত্তাসিল। লেখক মুত্তাসিলের দু’টি শর্ত বলেছেন: ১. প্রত্যেক রাবির শ্রবণ করা। ২. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদ সংযুক্ত হওয়া।

১. লেখক রাহিমাহুল্লাহর সংজ্ঞানুসারে মুত্তাসিল হাদিসে প্রত্যেক রাবির স্বীয় শায়খ থেকে শ্রবণ করা জরুরি। অতএব সনদের কোনো স্তরের রাবি যদি তার শায়খ থেকে শ্রবণ করেছে স্পষ্ট না বলে, বা শ্রবণ করেছে বুঝায় এমন শব্দ প্রয়োগ না করে, তাহলে হাদিস মুত্তাসিল হবে না।

মুত্তাসিলের জন্য নির্দিষ্ট হাদিস শায়খ থেকে শ্রবণ করেছে প্রমাণিত হওয়া জরুরি নয়, বরং কতক হাদিস শ্রবণ করেছে প্রমাণিত হলে সকল হাদিস মুত্তাসিল হবে। কারো সম্পর্কে যদি জানা যায় যে,

তিনি অমুক শায়খ থেকে শুধু একটি হাদিস শ্রবণ করেছেন, অথবা অমুক অমুক হাদিস শ্রবণ করেছেন, সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হাদিস ব্যতীত অন্যান্য হাদিস মুত্তাসিল হবে না।

রাবি ও তার শায়খের মাঝে ইত্তেসাল জানার পদ্ধতি আমরা সহি হাদিসের প্রথম শর্তে আলোচনা করেছি।

২. মুত্তাসিলের দ্বিতীয় শর্ত সনদের পরম্পরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিত থাকা। অতএব মাওকুফ ও মাকতু‘ লেখকের নিকট মুত্তাসিল নয়। অনুরূপ মারফূ‘ হাদিসের সনদে বিচ্ছেদ হলে মুত্তাসিল নয়।

জ্ঞাতব্য: লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ মুত্তাসিল হওয়ার জন্য মারফূ‘ হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, তাই মাওকুফ ও মাকতু‘র সনদ মুত্তাসিল হলেও মুত্তাসিল হবে না। এ শর্তারোপ করে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ মুসনাদ ও মুত্তাসিল এক করে ফেলেছেন, উভয় সংজ্ঞায় কোনো পার্থক্য করেননি, তাই এতে তার বিচ্যুতি ঘটেছে। শায়খ আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ তার পঙক্তির শুদ্ধরূপ দিয়েছেন এভাবে:

وما بسمع كل راو يتصل = إسناده للمنتهى فالمتصل

“আর যে হাদিসের সনদ প্রত্যেক রাবির শ্রুতি দ্বারা শেষ পর্যন্ত মিলিত তাই মুত্তাসিল”। এ সংজ্ঞা মোতাবেক মাওকুফ ও মাকতু‘ মুত্তাসিল, যদি সনদে ইনকিতা‘ না থাকে। অতএব সকল প্রকার মুনকাতি‘ মুত্তাসিলের সংজ্ঞা থেকে খারিজ হল। সনদের শেষ দ্বারা

উদ্দেশ্য মারফূ‘ ও মাওকুফের শেষ প্রান্ত। এ দু’প্রকার মুত্তাসিল হয়, মাকতু‘ মুত্তাসিল হয় না, মুত্তাসিল হলেও আহলে ইলম তাকে মুত্তাসিল বলেন না, তবে একান্ত প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট করে বলেন: "متصل الإسناد إلى الزهري" ‘যুহরি পর্যন্ত সনদ মুত্তাসিল’। কিন্তু নির্দিষ্ট করা ব্যতীত "مقطوع متصل" কেউ বলেন না, কারণ মাকতু‘ অর্থ বিচ্ছিন্ন, মুত্তাসিল অর্থ মিলিত, এক হাদিসকে মাকতু‘ মুত্তাসিল বলা হলে দুই বিপরীত বস্তুকে একস্থানে একত্র করা হয়, যা ভাষাগত দিক থেকে দোষণীয়। এ সম্পর্কে মাকতু‘র স্থানে আলোচনা করেছি।

মুসালসাল হাদিস

مِثْلُ أما وَاللهِ أنْبانِي الفَتى		مُسَلْسَلٌ قُلْ ما على وَصْفٍ أتى
أوْ بَعْدَ أنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّما		كَذَاكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قائما

'মুসালসাল' বল সে হাদিসকে, যে হাদিস একই বিশেষণে এসেছে, যেমন আল্লাহর শপথ আমাকে শায়খ বলেছেন। অনুরূপ তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বলেছেন, অথবা আমাকে বর্ণনার পর তিনি হেসেছেন'।

অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের অষ্টম প্রকার মুসালসাল। মুসালসালের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

مُسَلْسَلٌ এর আভিধানিক অর্থ পরস্পরাযুক্ত। বলা হয়: فُلَانٌ سَلْسَلَ الأَشْيَاءَ। 'অমুক ব্যক্তি বস্তুসমূহকে একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত করেছে বা ক্রমানুসারে শিকলে গেঁথেছে'। এ থেকে একাধিক রাবি হাদিসের সনদ বা মতনে ক্রমান্বয়ে একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে মুসালসাল বলা হয়।

'মুসালসালে'র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: 'যে হাদিসের সনদ বা মতন এক স্তরের সকল রাবি অভিন্ন শব্দ বা অভিন্ন হালতে বর্ণনা করে তাই মুসালসাল'। যেমন কোনো সনদে এক স্তরের সকল রাবি বললেন: أَنْبَأَنِي فُلَانٌ (প্রথম শায়খ), তিনি

বললেন: أَنْبَأَنِي فُلَانٌ (দ্বিতীয় শায়খ), এভাবে (তৃতীয় শায়খ) বললেন। এখানে সনদটি أَنْبَأَنِي দ্বারা মুসালসাল হয়েছে।[1]

কখনো রাবিদের অবস্থা মুসালসাল হয়, যেমন সনদের প্রথম রাবি বলল: حدثني فلان قائماً 'অমুক শায়খ আমাকে দাঁড়িয়ে বলেছে, দ্বিতীয় রাবি বলল: حدثني فلان قائماً এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও সর্বশেষ রাবি বলল, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বলেছেন।

অথবা প্রত্যেক রাবি বললেন, হাদিস বর্ণনা শেষে আমার শায়খ হেসেছেন। যেমন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে সহবাসকারী ব্যক্তিকে কাফফারা আদায়ের জন্য সদকা দিলেন, অতঃপর লোকটি বলল:

«أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

"হে আল্লাহর রাসূল, আমার চেয়ে গরিব কাউকে কাফফারা দিব? আল্লাহর কসম মদিনার দু'প্রান্তের মাঝে আমার চেয়ে গরিব কেউ

---

[1] অথবা প্রত্যেক রাবি বলল: سمعت فُلَانًا يَقُوْلُ (প্রথম শায়খ), তিনি বললেন: سمعت فُلَانًا يَقُوْلُ (দ্বিতীয় শায়খ), এভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাবি বললেন, অতঃপর সর্বশেষ রাবি-সাহাবি বললেন: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ এ সনদ سمعت و يقول দ্বারা মুসালসাল হয়েছে।

নেই, ফলে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন যে, তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত বেড়িয়েছিল। অতঃপর তিনি বলেন: তোমার পরিবারকে তা খেতে দাও”।[1] সেই থেকে প্রত্যেক রাবি এ হাদিস বর্ণনা শেষে হাসেন। এটা রাবির অবস্থার মুসালসাল।

লেখক মুসালসালের তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, একটি সনদের মুসালসাল, দু’টি রাবির অবস্থার মুসালসাল। তিনি মতনের মুসালসাল উল্লেখ করেননি। সম্পূরক হিসেবে আমরা মতনের মুসালসাল উল্লেখ করছি। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইব্ন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেন:

«يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

“হে মু‘আয, আল্লাহর শপথ আমি তোমাকে মহব্বত করি, আল্লাহর শপথ আমি তোমাকে মহব্বত করি, অতঃপর তিনি বলেন: হে মু‘আয আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর কখনো বলা ত্যাগ করবে না:

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

‘হে আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য কর তোমার যিকিরের উপর [মৌখিক ইবাদত], তোমার শুকুরের উপর [শারীরিক ইবাদত]

---

[1] বুখারি: (১৮০৯)

এবং ইহসানের সাথে তোমার [ফরয] ইবাদত আদায়ের উপর"।[1] মু'আয স্বীয় ছাত্র সুনাবিহিকে রাসূলের ন্যায় অসিয়ত করেন, তিনি স্বীয় ছাত্র আবু আব্দুর রহমানকে মু'আযের ন্যায় অসিয়ত করেছেন। এখানে হাদিসের মতনে মুসালসাল হয়েছে, কারণ প্রত্যেক শায়খ স্বীয় ছাত্রকে বলেছেন: وأنا أحبُّك আমিও তোমাকে মহব্বত করি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে, মুসালসাল প্রথমত দু'প্রকার: ১. রাবির অবস্থার মুসালসাল, ও ২. বর্ণনা পদ্ধতির মুসালসাল। বর্ণনা পদ্ধতির মুসালসাল কখনো হয় সনদে, কখনো হয় মতনে।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ্ মুসালসালের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:

"هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى"

"যে হাদিসের সনদের রাবিগণ কোনো বিশেষণ অথবা রাবিদের বিশেষ অবস্থা কিংবা বর্ণনার বিশেষ পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে বজায় রাখেন তাই মুসালসাল"।[2] ইমাম নববির সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, মুসালসাল হাদিসের রাবিগণ বিশেষ বিশেষণ অথবা রাবিদের বিশেষ অবস্থা অথবা বর্ণনার বিশেষ পদ্ধতি সকল স্তরে রক্ষা

[1] আবু দাউদ: (১৩০৪), আহমদ: (২১৫৪৬)

[2] আত-তাদরিব: (২১৮৭)

করবেন, তবে কতক মুসালসাল রয়েছে, যার সকল স্তরে পরম্পরা রক্ষা হয়নি। তাই ইব্‌নু দাকিকিল ‘ঈদ রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন:

"وهو ماكان إسناده على صفة واحدة في طبقاته، فتارة يكون في جميعها، كما إذا كان كله بصيغة: سمعت فلانا يقول، إلى آخره، وتارة يكون في أكثره، مثل الحديث المسلسل بقولهم: (وهو أول حديث سمعته منه ..." الاقتراح: (صـ٢١٤)

“যে হাদিসের সনদ একাধিক স্তরে বিশেষ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়, কখনো বিশেষ পদ্ধতি বহাল থাকে সকল স্তরে, যেমন সনদের প্রত্যেক রাবি বলল: سمعت فلانا يقول কখনো বহাল থাকে অধিকাংশ স্তরে, যেমন وهو أول حديث سمعته منه পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদিস। ইমাম সুয়ূতি جياد المسلسلات গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنِي بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ الْمُلَقِّنِ، مِنْ لَفْظِهِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا جَدِّي، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْمَيْدُومِيُّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَرَجِ الْحَرَّانِيُّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنِي وَالِدِي، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الزِّيَادِيُّ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بن الْحَكَمِ وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ

مِنْهُ. قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وهو أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ».

ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনায় এ হাদিস মুসালসাল নয়:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلالٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ مِهْرَانَ الْعَبْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দয়াশীলদের উপর রহমান দয়া করেন। জমিনে যে আছে তাকে তোমরা রহম কর, আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে রহম করবেন"।[1]

সহি মুসালসালের উপকারিতা:

১. মুসালসাল হাদিস রাবির অধিক দ্বাবত ও স্মৃতি শক্তির প্রমাণ বহন করে, কারণ শায়খের অবস্থা, বর্ণনা পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার সংবাদ দেওয়া প্রমাণ করে রাবি শায়খকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

---

[1] সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি: (৯/৪০), হাদিস নং: (১৬৪৬২), তিরমিযি: (১৯২৪), আবু দাউদ: (৪৯৪১)

২. কতক মুসালসাল প্রমাণ করে সনদে ইনকিতা‘ ও তাদলিস নেই, যা উসুলে হাদিসের প্রধান উদ্দেশ্য, যেমন "حدثني وأخبرني" দ্বারা মুসালসাল সনদ ইনকিতা‘ ও তাদলিসের সম্ভাবনামুক্ত, যদি অন্যান্য দোষ তাতে না থাকে।

৩. হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “হাফেযে হাদিস ও হাদিসের ইমামদের দ্বারা বর্ণিত মুসালসাল অপর হাদিস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী”।[1]

৪. মুসালসাল হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ও কথার অনুসরণ থাকে, যা অন্যান্য হাদিসে থাকে না।

জ্ঞাতব্য: মুসালসাল হলে হাদিস সহি হওয়া জরুরি নয়। মুসালসাল সহি, হাসান ও দুর্বল সকল প্রকার হতে পারে, বরং আহলে ইলম বলেছেন অধিকাংশ মুসালসাল দুর্বল। হাফেয যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন: “প্রায় সকল মুসালসাল বানোয়াট, রাবিদের মিথ্যাচারের কারণে অধিকাংশ মুসালসাল বাতিল। তবে সূরা সাফ পাঠ করার মুসালসাল, দামেস্কি রাবিদের মুসালসাল, মিসরি রাবিদের মুসালসাল ও মুহাম্মদ নামক রাবিদের মুসালসাল অধিক শক্তিশালী”।[2]

---

[1] আন-নুযহাহ: (পৃ.৭৬-৭৭)

[2] আল-মুকেজাহ: (পৃ.৪৪), আল-জাওয়াহির:

ইব্‌নুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন: "দুর্বল অর্থ মুসালসাল হাদিসের মতন দুর্বল নয়, বরং মুসালসাল পদ্ধতি দুর্বল। মতন সহি ও দুর্বল উভয় হতে পারে"।[1]

মুসালসাল হাদিসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রাবির পরম্পরা জরুরি নয়, কোনো এক স্তরে একাধিক রাবির পরম্পরাকে মুসালসাল বলা হয়, তবে মুসালসাল হাদিসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরম্পরা থাকা স্বাভাবিক। ইতোপূর্বে ইব্‌ন তাকিকুল ঈদ রাহিমাহুল্লাহর সংজ্ঞা থেকে জেনেছি, পরম্পরা কখনো হয় সকল স্তরে, কখনো হয় কতক স্তরে।

[1] মুকাদ্দামাহ ইব্‌ন সালাহ: (পৃ.২৭৭)

আযিয ও মাশহূর হাদিস

عَزِيزُ مَرْوِي اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَهْ		مَشْهُورُ مَرْوِي فَوْقَ ما ثَلاثَهْ

"আযিয": দুই অথবা তিনজন রাবির বর্ণিত হাদিস। আর "মাশহূর" তিনের অধিক রাবির বর্ণিত হাদিস"। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের নবম ও দশম প্রকার আযিয ও মাশহূর।

এখান থেকে লেখক রাবির সংখ্যা অনুসারে হাদিসকে ভাগ করছেন। রাবির সংখ্যা অনুসারে হাদিস দু'প্রকার: মুতাওয়াতির ও আহাদ বা খবরে ওয়াহেদ। খবরে ওয়াহেদ তিন প্রকার: ১. গরিব, ২. আযিয, ৩. মাশহূর বা মুস্তাফিধ। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানেও বর্ণনার ধারাক্রম রক্ষা করেননি। ১৬-পঙক্তির দ্বিতীয়াংশে তিনি গরিব বর্ণনা করেছেন। মুতাওয়াতির হাদিস তিনি বর্ণনা করেননি। আমরা প্রথমে আযিয ও মাশহূর বর্ণনা করব অতঃপর সম্পূরক হিসেবে মুতাওয়াতির বর্ণনা করব।

عزيز শব্দ عز থেকে সংগৃহীত, আভিধানিক অর্থ শক্তিশালী। কেউ শক্তিশালী হলে বলা হয়: عَزَّ فُلانٌ একজন রাবির কোনো সংবাদ দেওয়ার পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাবি একই সংবাদ দিলে সংবাদটি 'আযিয' বা শক্তিশালী হয়। সংবাদদাতার সংখ্যা বেশী হলে

সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এ থেকে দু'জন বা তিনজন রাবির বর্ণিত হাদিসকে 'আযিয' বলা হয়।

'আযিয'-র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: 'দু'জন অথবা তিনজন রাবির বর্ণিত হাদিস আযিয'। সনদের কোনো স্তরে যদি দু'জন অথবা তিনজন রাবি থাকে, অন্যান্য স্তরে রাবির সংখ্যা দুই বা দু'য়ের অধিক থাকলে হাদিস আযিয। রাবির সংখ্যা দু'জন শর্তারোপের ফলে গরিব থেকে পৃথক হল, কারণ 'গরিব'-এ সর্বনিম্ন রাবির সংখ্যা একজন।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ أَوْ ثَلاثَةْ বলে আযিযের দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনা করেছেন। হাদিসের সনদে কোনো স্তরে রাবির সংখ্যা তিনজন হলে আযিয। কারণ দ্বিতীয় দু'টি সংবাদের ফলে প্রথম সংবাদ শক্তিশালী হয়, তাই আযিয বলা হয়, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তিনজন রাবির বর্ণিত হাদিস মাশহূর।

লেখক আযিযের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের খিলাফ করেছেন, তাদের নিকট সনদের কোনো স্তরে সর্বনিম্ন দু'জন রাবি হলে আযিয, আর তিনজন রাবি হলে মাশহূর।

হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ 'নুখবায়' বলেন: 'দু'জন রাবির বর্ণিত হাদিস আযিয, তিনজন বা তার চেয়ে অধিক রাবির বর্ণিত

হাদিস মাশহূর ও একজন রাবির বর্ণিত হাদিস গরিব’। এ সংজ্ঞা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট পছন্দনীয়। ‘আযিযে’র উদাহরণ:

قال الإمام البخاري –رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ»

وقال الإمام البخاري –رحمه الله- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

ইমাম বুখারি উক্ত হাদিস দু’জন সাহাবি: আবু হুরায়রা ও আনাস ইব্‌ন মালিক থেকে দু’টি সনদে বর্ণনা করেন। তাই এতে সাহাবির স্তরে দু’জন রাবি বিদ্যমান।[1] অতঃপর আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু

[1] হাদিসটি ইমাম বুখারি আবু হুরায়রা [হাদিস নং:১৪] ও আনাস ইব্‌ন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা [হাদিস নং:১৫] থেকে দু’টি সনদে এবং ইমাম মুসলিম একটি সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি ‘আনাস’ থেকে দু’টি সনদ উল্লেখ করেছেন, তাই ইমাম মুসলিমের বর্ণনা উল্লেখ করেনি, কারণ মুসলিমও ‘আনাসে’র ছাত্র কাতাদাহ, কাতাদার ছাত্র শু‘বা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শু‘বার ছাত্রদের থেকে বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা ভাগ হয়েছে। আনাস থেকে বর্ণিত মুসলিমের হাদিস নং: (৪৬)

থেকে দু’জন তাবে‘ঈ বর্ণনা করেন: কাতাদাহ ও আব্দুল আযিয ইব্‌ন সুহাইব। অতএব তাবে‘ঈর স্তরে দু’জন রাবি বিদ্যমান। অতঃপর কাতাদাহ থেকে দু’জন রাবি বর্ণনা করেন: শু‘বা ও সায়িদ ইব্‌ন আবি ‘আরুবাহ। আবার আব্দুল আযিয থেকে দু’জন রাবি বর্ণনা করেন: ইসমাইল ইব্‌ন ‘উলাইয়্যাহ ও আব্দুল ওয়ারেস ইব্‌ন সায়িদ। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের থেকে একদল রাবি বর্ণনা করেন।

যাকারিয়া আনসারি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘একটি হাদিস একসাথে আযিয ও মাশহূর উভয় হতে পারে, যেমন:

«نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“আমরা পরবর্তী কিন্তু কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী”।[1] এ হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু’জন সাহাবি: হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন”।[2] অতএব সাহাবিদের স্তরে এ হাদিস আযিয, অবশ্য পরবর্তীতে মাশহূর হয়েছে[3]।

---

[1] বুখারি: (৮৩২), মুসলিম: (১৪১৮)

[2] ফাতহুল বারি: (পৃ.৪৯০), দেখুন: আল-জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (পৃ.১৬৩)

[3] এখানে মতভেদটি হচ্ছে, সাহাবীর স্তরে একাধিক বর্ণনাকারী হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য কি না? যদি ধর্তব্য হয়, তবে এ হাদিসটি অবশ্যই আযিয হিসেবেই গণ্য হবে, পরবর্তীতে যতই এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেশি হোক না কেন। আর যদি সাহাবীকে বর্ণনাকারীর সংখ্যা থেকে বাদ দেওয়া হয় এ ভিত্তিতে যে তাঁরা সবাই আদিল, তাদের একজন

বাইকুনির ব্যাখ্যাকার আবুল হাসান সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আমার নিকট আযিয হওয়ার জন্য সাহাবির স্তরেও দু’জন থাকা জরুরি। কেউ বলতে পারেন: সকল সাহাবি আদিল, অতএব তাদের ক্ষেত্রে সংখ্যার হিসেবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর: এ শর্ত হাদিস গ্রহণ কিংবা বর্জন করা হিসেবে নয়, বরং আমাদের নিকট হাদিস পৌঁছার সনদের হিসেবে, কোন সনদে পৌঁছল, রাবির সংখ্যা কত ও কিভাবে পৌঁছল ইত্যাদি। তাই এ প্রকার কখনো সহি ও কখনো দুর্বল হয়। সাহাবিদের পরবর্তী স্তরে রাবিদের সংখ্যা হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য দেখা হয় না, কারণ একটি হাদিস কখনো দু’জন সেকাহ রাবি বর্ণনা করেন, কখনো দু’জন দুর্বল রাবি বর্ণনা করেন, আবার কখনো দু’জন মাতরুক রাবি বর্ণনা করেন। সংখ্যার দৃষ্টিকোন থেকে বর্ণনাকারী দু’জন হলেই আযিয। এটা শুধু পরিভাষা।[1]

অন্যদের বহু জনের মত, তখন সেখানে হাদীসটি সাহাবী পরবর্তী অবস্থার দিকে তাকিয়ে আযিয কিংবা মাশহূর এমনকি মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু মুহাদ্দিসদের আলোচনাদৃষ্টে প্রতীয়মাণ হয় যে, তাঁরা সাহাবীসহ সর্বস্তরের সংখ্যাকেই হিসেবে নিয়ে আসেন। সে হিসেবে উপরোক্ত হাদীসটি আযিয হিসেবেই গণ্য হবে মাশহূর নয়। কারণ, এ শাস্ত্রের নিয়ম হচ্ছে, সংখ্যাস্বল্পতা সংখ্যধিক্যের উপর প্রাধান্য পায়। কোথাও কোনো এক স্তরে সংখ্যা কম হলে সেটাই ধর্তব্য হবে, বেশির অংশ নয়। [সম্পাদক]

[1] আল-জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (পৃ.১৬৩)

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ আযিযের জন্য মারফূ' হওয়া শর্তারোপ করেননি, শুধু দু'জন রাবি হওয়া শর্তারোপ করেছেন, তাই মারফূ', মাওকুফ ও মাকতু' সবগুলোতেই আযিয হতে পারে।

কেউ বলেন: সহি হাদিসের জন্য দু'জন রাবি কর্তৃক বর্ণিত তথা আযিয হওয়া জরুরি, কারণ সাক্ষীর ন্যূনতম সংখ্যা দু'জন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সাক্ষীর চেয়ে কম মর্যাদার নয়, তাই তাতেও দু'জন সাক্ষী প্রয়োজন।

এ কথা সঠিক নয়, কারণ সাক্ষীর সাথে হাদিসের তুলনা খাটে না। হাদিস বলা ও সাক্ষ্য দেওয়া এক নয়। হাদিস দীনি বিষয়, তার জন্য একজন রাবিই যথেষ্ট, যেমন একজন মুয়াজ্জিনের উপর নির্ভর করে মুসলিমগণ ইফতার করে। অতএব দীনি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য একজন রাবি যথেষ্ট। তার প্রমাণ নিয়তের হাদিস:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

"সকল আমল নিয়তের সাথে গ্রহণযোগ্য, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছে। অতএব যার হিজরত দুনিয়ার প্রতি, যা সে উপার্জন করবে, অথবা নারীর প্রতি, যাকে সে বিয়ে করবে, তাহলে তার হিজরত সে জন্য হবে, যার প্রতি সে হিজরত করেছে"।[1]

[1] বুখারি: (১), মুসলিম: (১৯১০)

সকল আলেম এ হাদিস গ্রহণ করেছেন, অথচ সাহাবি থেকে পরবর্তী তিনস্তর পর্যন্ত একজন করে রাবি, তবে সবাই সেকাহ। অতএব সহি হওয়ার জন্য আযিয হওয়া জরুরি নয়।

আযিযের হুকুম: সহি, হাসান ও দুর্বল সকল প্রকার হতে পারে।

মাশহূর হাদিস

"مَشْهورٌ" এর আভিধানিক অর্থ প্রসিদ্ধ।

'মাশহূর' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "তিন থেকে অধিক রাবির বর্ণিত হাদিস মাশহূর"। এ সংজ্ঞা অধিকাংশ মুহাদ্দিসের সংজ্ঞার খিলাফ।

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে 'তিন বা তার চেয়ে অধিক রাবির বর্ণিত হাদিস মাশহূর, যদি মুতাওয়াতির পর্যায়ে না পৌঁছে'। এ সংজ্ঞা অধিক বিশুদ্ধ, তবে উভয় সংজ্ঞা মোতাবেক মাশহূরের প্রসিদ্ধি মুতাওয়াতির পর্যন্ত না হওয়া জরুরি।

মানুষের শ্রেণীভাগ হিসেবে মাশহূর প্রধানত দু'প্রকার: ক. সাধারণের নিকট মাশহূর ও খ. আলেমদের নিকট মাশহূর।

ক. সাধারণের নিকট হাদিস মাশহূর হওয়ার কোনো মূল্য নেই। তাদের নিকট অনেক জাল হাদিসও মাশহূর, যেমন:

«حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيمَانِ»

"দেশ প্রেম ঈমানের অংশ"।

সাধারণ লোকেরা এ হাদিসকে সহি হিসেবে জানে, অথচ সহি নয়। তার অর্থও ভুল, কারণ দেশপ্রেম গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা। তাই তাদের নিকট মাশহূর হাদিস মূল্যহীন। এ প্রকার হাদিসের উপর অনেক মুহাদ্দিস স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন, যেমন:

"تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث".

"المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة"

"كشف الخفا ومزيل الألباس فيما اشتهر من الأحاديث في ألسنة الناس"

খ. আলেমদের শ্রেণীভাগ হিসেবে তাদের নিকট প্রসিদ্ধ হাদিস বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়: মুহাদ্দিসদের নিকট মাশহূর, ফকিহদের নিকট মাশহূর, ভাষাবিদদের নিকট মাশহূর ইত্যাদি।

আলেমদের নিকট মাশহূর হাদিস কেউ দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন, যদিও বিনা সনদে হয়। তারা বলেন: আলেমদের নিকট কোনো হাদিস মাশহূর হওয়া, তার উপর তাদের আমল করা ও তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা প্রমাণ করে তার শক্তিশালী ভিত্তি অবশ্যই আছে। যেমন,

«لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»

"সন্তানের কারণে পিতা থেকে কিসাস নেওয়া হবে না"।[1] এ হাদিস আলেমদের নিকট মাশহূর, তাই অনেকে গ্রহণ করেছেন।

কেউ বলেন: আলেমদের নিকট মাশহূর হাদিস গ্রহণীয় নয়।

কেউ ব্যাখ্যা দেন: আলেমদের নিকট মাশহূর হাদিস কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হলে গ্রহণীয়, অন্যথায় পরিত্যাজ্য। এ মত সঠিক। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হলে পরিত্যাজ্য, যেমন:

«لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»

---

[1] তিরমিযি: (১৪০০), দারা কুতনি: (৩২৫২)

“সন্তানের কারণে পিতা থেকে কিসাস নেয়া হবে না”।[1] এ হাদিস কুরআন বিরোধী। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥ ﴾ [المائدة: ٤٥]

“আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যালিম”।[2] এ আয়াতে কিসাস থেকে পিতাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ ﴾ [البقرة: ١٧٨]

---

[1] তিরমিযি: (১৪০০), দারা কুতনি: (৩২৫২)

[2] সূরা মায়েদা: (৪৫)

“হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর ‘কিসাস’ ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব”।[1]

এ হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অপর সহি হাদিসেরও বিপরীত, যেমন:

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقُتِلَ بِهِ»

“তিনটি অপরাধের কোন একটি ব্যতীত মুসলিমের রক্ত হালাল নয়: বিবাহের পর যেনা করা, অথবা ইসলামের পর মুরতাদ হওয়া, অথবা কাউকে বিনা অপরাধে হত্যা করা, এর বিনিময়ে হত্যা করা হবে”।[2] এখানেও কিসাস থেকে পিতাকে মুক্ত রাখা হয়নি। অতএব মাশহূর হাদিস কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী তাই গ্রহণীয় নয়।

---

[1] সূরা বাকারা: (১৭৮)

[2] তিরমিযি: (২০৮৪)

মুতাওয়াতির হাদিস

متواتر শব্দের উৎপত্তি تواتر ধাতু থেকে। আভিধানিক অর্থ تتابع বা লাগাতার, যেমন বলা হয়: تواتر المطر 'লাগাতার বৃষ্টি হয়েছে'। অনুরূপ বলা হয়: تواتر المصلون إلى المسجد 'লাগাতার মুসল্লি মসজিদে এসেছে'। এ থেকে লাগাতার অগণিত মানুষের বর্ণিত হাদিসকে মুতাওয়াতির বলা হয়।

متواتر এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: "বৃহৎ জনসংখ্যার বর্ণিত হাদিস, মিথ্যার উপর যাদের একাট্টা হওয়া অসম্ভব, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকলে হাদিসকে মুতাওয়াতির বলা হয়।"

'মুতাওয়াতির' হাদিস বর্ণনাকারী অনেক সাহাবি থাকা জরুরি, যাদের একাট্টা হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা রচনা করা অসম্ভব। হাদিসটি যদি বাণী হয়, তাহলে সবাই তাকে বলতে শুনেছেন; কর্ম হলে সবাই তাকে করতে দেখেছেন; অতঃপর একদল সাহাবি থেকে একদল তাবে'ঈ বর্ণনা করেছেন; অতঃপর তাদের থেকে একদল অনুসারী বর্ণনা করেছেন; এভাবে হাদিসের বর্ণনাধারা গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকা জরুরি। এ থেকে মুতাওয়াতির হাদিসের চারটি শর্ত পেলাম:

১. অধিক সংখ্যক সাহাবির বর্ণনা করা, যাদের সংখ্যা কোনো অবস্থায় চার থেকে কম নয়। তারা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। অতঃপর তাদের থেকে দ্বিতীয় এক জমাত শ্রবণ করেছে, অতঃপর তাদের থেকে তৃতীয় এক জমাত শ্রবণ করেছে, এভাবে সনদের প্রত্যেক স্তরে রাবির সংখ্যা অধিক থাকা জরুরি, যাদের নির্ভুলতা সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান হাসিল হয়।

২. মুতাওয়াতির হাদিসে প্রত্যেক স্তরে রাবির সংখ্যা এতো পরিমাণ থাকা জরুরি যে, তাদের মিথ্যার উপর একাট্টা হওয়া বিবেক সমর্থন করে না, যেমন তারা সবাই সেকাহ ও তাদের আদালত সবার নিকট প্রসিদ্ধ, অথবা তারা বিভিন্ন দেশের, অথবা তারা বিভিন্ন মাযহাবের। এমন কোনো কারণ নেই, যার ভিত্তিতে তারা সবাই বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি সংবাদ রচনা করবে। আবার হঠাৎ করে কিংবা অনিচ্ছায় তাদের সবার মিথ্যার উপর সমবেত হওয়া অসম্ভব ও অকল্পনীয়।

অতএব মুতাওয়াতির হাদিসে সংখ্যা বিবেচ্য নয়, তাদের মিথ্যার উপর একাট্টা সম্ভব নয় এরূপ হওয়া জরুরি। যদি চার ব্যক্তির মাঝে এ শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে হাদিস মুতাওয়াতির, নচেৎ এক শো রাবির বর্ণিত সংবাদও মুতাওয়াতির নয়।

৩. মুতাওয়াতির হাদিসের বাহন মানুষ হওয়া জরুরি, যদি হাজারো জ্ঞানী দীর্ঘ গবেষণার পর বলে আল্লাহ এক, তাদের কথা মুতাওয়াতির হবে না, কারণ সেটা সংবাদ নয়।

৪. রাবিদের বর্ণিত হাদিস শ্রোতাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও অকাট্য জ্ঞানের জন্ম দিতে হবে, যা নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং কখনো হাসিল হয় সংখ্যার কারণে, কখনো হাসিল হয় রাবিদের বিশেষ গুণের কারণে, কখনো হাসিল হয় অন্যান্য নিদর্শন দ্বারা, কখনো হাসিল হয় উম্মতের সবার বিনা বাক্যে গ্রহণ করার ফলে।

মুতাওয়াতির দু'প্রকার:

১. শব্দের তাওয়াতুর: যে হাদিস সকল রাবি একই শব্দে বর্ণনা করেন, কতক শব্দ ব্যতিক্রম হলেও অর্থ পরিবর্তন হয় না, তাই শব্দের মুতাওয়াতির, যেমন:

«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"আমার উপর যে মিথ্যা রচনা করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়"।[1]

এ হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শত্তুর থেকে অধিক সাহাবি বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদ

[1] বুখারি: (১/২০০), হাদিস নং: (১০৭), আবু দাউদ: (৩/৩১৯-৩২০), ইব্ন মাজাহ: (১/৩২), হাদিস নং: (৩৬), আহমদ: (১/১৬৫,১৬৭)

প্রাপ্ত দশজন সাহাবিও রয়েছেন, তাদের থেকে ক্রমানুসারে বিরাট এক জমাত বর্ণনা করেছে। হাদিসের কোনো কিতাব পাওয়া যাবে না, যেখানে এ হাদিস নেই।

২. অর্থের তাওয়াতুর: অনেক রাবি কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত প্রচুর হাদিস বিদ্যমান, যাদের মিথ্যার উপর একাট্টা হয়ে এসব হাদিস রচনা করা অসম্ভব, তাদের একটি হাদিসও অন্যান্য হাদিসের সাথে অর্থ ও শব্দের মিল না-থাকার করণে মুতাওয়াতির পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তবে একটি বিষয় রয়েছে, যা প্রত্যেক হাদিসে বিদ্যমান, তাই সে বিষয়টি মুতাওয়াতির। যেমন দো'আর সময় উভয় হাত উত্তোলন করার হাদিস। শতাধিক হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আর সময় উভয় হাত উত্তোলন করেছেন, প্রত্যেকটি হাদিস খবরে ওয়াহেদ, এক হাদিসে যে ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, অপর হাদিসে তার বর্ণনা নেই, তবে সব হাদিসে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আর সময় উভয় হাত উঠিয়েছেন। অতএব দো'আর সময় উভয় হাত উঠানো মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অর্থগত মুতাওয়াতির।

মুতাওয়াতির হাদিসের হুকুম:

মুতাওয়াতির শাব্দিক হোক বা অর্থের দিক থেকে হোক, তার উপর আমল করা ওয়াজিব। মুতাওয়াতির হাদিস রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা জরুরি। কুরআন অস্বীকার করা যেমন কুফরি, তেমনি যে মুতাওয়াতির হাদিস ও তার হুকুম জানে, তার পক্ষে মুতাওয়াতির হাদিস অস্বীকার করা কুফরি। কারণ, মুতাওয়াতির হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, অতএব যে মুতাওয়াতির প্রত্যাখ্যান করল, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তার কথাকে নিক্ষেপ করল, অতএব তার কর্ম কুফরি। তবে যে ভুল ব্যাখ্যা করে, অথবা ভুল বুঝে অথবা মুতাওয়াতির হাদিস ও তার হুকুম সম্পর্কে জানে না, তার বিষয়টি ভিন্ন। সে কাফের হবে না, তবে তাকে বুঝানো ও সত্যের দিকে আহ্বান করা জরুরি।

মুতাওয়াতির হাদিসের উপর লিখিত কিতাব:

ক. হাফেয জালালুদ্দিন আবুল ফাদল আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বকর আস-সুয়ূতি রচিত: ‘আল-ফাওয়ায়িদুল মুতাকাসিরাহ ফিল আখবারিল মুতাওয়াতিরাহ’।

খ. দ্বিতীয়বার তিনি এ কিতাবের সংক্ষেপ লিখেন: ‘আল-আযহারুল মুতানাসিরাহ ফিল আখবারিল মুতাওয়াতিরাহ’ নামে।

গ. অতঃপর তৃতীয়বার তিনি সংক্ষেপেরও সংক্ষেপ লিখেন: ‘কুতুফুল আযহার’ নামে।

২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ইদরিসি আল-কাত্তানি রচিত: ‘নাযমুল মুতানাসিরাহ মিনাল হাদিসিল মুতাওয়াতিরাহ’।

৩. শায়খ আব্দুল আযিয গুমারি রচিত: "إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة على الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة"

মু‘আন‘আন ও মুবহাম হাদিস

وَمُبْهَمٌ ما فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ		مُعَنْعَنٌ كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ

‘মু‘আন‘আন’: যেমন সাঈদ বর্ণনা করেন ‘কারাম’ থেকে। আর যার সনদে রাবির নাম উল্লেখ করা হয়নি তাই ‘মুবহাম’। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের একাদশ ও দ্বাদশ প্রকার ‘মু‘আন‘আন’ ও ‘মুবহাম’। হাদিসের এ দু’প্রকারের সম্পর্ক সনদের সাথে।

معَنْعَنٌ কর্মবাচক বিশেষ্য, যে বাক্যে অধিকহারে عَنْ শব্দ প্রয়োগ করা হয় ‘তাকে মু‘আন‘আন’ বলা হয়। এ থেকে ‘আন’ বিশিষ্ট্য সনদকে ‘মু‘আন‘আন’ বলা হয়।

‘মু‘আন‘আন’ প্রকারের ক্ষেত্রে লেখক শুধু উদাহরণ পেশ করেছেন, সংজ্ঞা দেননি, তবে সংজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য বস্তুর পরিচয় দেওয়া, যদি উদাহরণ দ্বারা সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। যেমন ‘মু‘আন‘আন’: عَن سَعيدٍ عَنْ كَرَمْ এটাই ‘মু‘আন‘আন’ সনদের উদাহরণ।

হাদিসের পরিভাষায় ‘মু‘আন‘আন’ সে সনদকে বলা হয়, যেখানে রাবি নিজ শায়খ থেকে عَنْ শব্দ দ্বারা হাদিস বর্ণনা করেন। সনদে একবার ‘আন’ শব্দ থাকাই ‘মু‘আন‘আন’ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, যেমন রাবি حدثني অথবা أخبرني অথবা سمعت ইত্যাদি শব্দের

পরিবর্তে বলল: عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما এ জাতীয় সনদকে 'মু'আন'আন' বলা হয়।

এ পরিচ্ছদে উসুলে হাদিসের কিতাবে অপর একপ্রকার উল্লেখ করা হয় مُؤَنَّنْ 'মুআন্নান' বা مُؤَنْأَنْ 'মুআনআন' কর্মবাচক বিশেষ্য, আভিধানিক অর্থ أَنَّ শব্দ যোগে গঠিত বাক্য। مُعَنْعَنٌ ও مؤنأن প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ ও উভয় কর্মবাচক বিশেষ্য।

হাদিসের পরিভাষায়: "সনদের এক বা একাধিক জায়গায় 'আন্না' শব্দ ব্যবহার করে রাবি যদি তার শায়খ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তাহলে সে সনদকে 'মুআন্নান' বা 'মুআনআন' বলা হয়, যেমন রাবি বলল: حدثني فلان أن فلاناً قال: إلخ.

'মু'আন'আন' ও 'মুআন্নান' হাদিসের হুকুম মুত্তাসিল, তবে রাবির তাদলিস করার অভ্যাস থাকলে ইত্তিসালের বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে মুত্তাসিল বলা যাবে না। কারণ, মুদাল্লিস[1] কখনো সনদ মুত্তাসিল বুঝানোর জন্য নিজ শায়খকে বাদ দিয়ে শায়খের শায়খ থেকে 'আন' শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করে। মুদাল্লিসের বাদ দেওয়া শায়খকে যেহেতু আমরা জানি না, তাই তার দ্বাবত ও আদালত সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। অতএব অপর সনদ বা তার বর্ণিত

[1] তাদলীস সংক্রান্ত আলোচনা সামনে আসবে। তবে এখানে এটা বোঝা আবশ্যক যে, তাদলীস হচ্ছে বর্ণনাকারী কর্তৃক দোষ-ত্রুটি গোপন করা। তা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। [সম্পাদক]

অপর হাদিস দ্বারা যতক্ষণ না শায়খ থেকে শ্রবণ করেছে প্রমাণিত হবে, আমরা 'মুআনআন' হাদিসকে মুত্তাসিল বলব না।

'মু'আন'আন' তিনটি শর্তে মুত্তাসিল হয়:

১. 'আন' প্রয়োগকারী রাবির দ্বাবত ও আদালত থাকা জরুরি।

২. রাবির তাদলিসের স্বভাব মুক্ত হওয়া জরুরি।

৩. রাবি ও শায়খের সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়া জরুরি।

১-নং ও ২-নং শর্তের ব্যাখ্যা সবার নিকট এক, তবে রাবি ও শায়খের সাক্ষাতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন।

কেউ বলেন: সাক্ষাত অর্থ রাবি ও শায়খের সাথে জীবনে অন্তত একবার সাক্ষাত হওয়া। ইমাম বুখারি এ মতের প্রবক্তা।

কেউ বলেন: সাক্ষাত অর্থ রাবি ও শায়খের সাথে সাক্ষাত সম্ভব হওয়া। এ মতের প্রবক্তা ইমাম মুসলিম।

'বাইকুনিয়া'র ব্যাখ্যাকার সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "আমার নিকট ইমাম মুসলিমের মাযহাব গ্রহণ করা উত্তম, যতক্ষণ না কোনো মুহাদ্দিস সনদে ইল্লতের প্রশ্ন তোলেন।[1]

---

[1] জাওয়াহির: (১৭২)

মুবহাম হাদিস

مُبۡهَمٌ এর আভিধানিক অর্থ: অস্পষ্ট।

‘মুবহাম’-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “যে হাদিসের সনদে কোনো একজন রাবিকে উল্লেখ করা হয়নি তাই মুবহাম”। যেমন, حدثني رجل، قال: حدثني خالد عن راشد ...

এ হাদিস মুবহাম, কারণ এখানে একজন রাবির নাম উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপ কোনো রাবি যদি বলে: حدثني الثقة ‘আমাকে জনৈক সেকাহ বলেছে’ তবুও তা মুবহাম। কারণ, ‘সেকাহ’ রাবি পরিচিত নয়। হয়তো তার নিকট সেকাহ, প্রকৃতপক্ষে সেকাহ নয়। অনুরূপ কেউ যদি বলে: حدثني من أثق به ‘এমন ব্যক্তি আমাকে বলেছে, যার উপর আমি আস্থাশীল’, তবু হাদিস মুবহাম, কারণ মুবহাম ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো প্রশংসা গ্রহণীয় নয়। অনুরূপ কেউ যদি বলে: حدثني صاحب هذه الدار ‘আমাকে এ বাড়িওয়ালা বলেছে’, তবু হাদিস মুবহাব, যতক্ষণ না তার পরিচয় জানা যায়।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ مَا فِيهِ দ্বারা সনদ বুঝিয়েছেন, তাই খোদ হাদিসে কোনো ব্যক্তি অপরিচিত থাকলে হাদিসের বিশুদ্ধতায় প্রভাব পড়বে না, যদি সনদ ঠিক থাকে, যেমন জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত:

دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ «أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»

"জুমার দিন জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করল, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচ্ছেন। তিনি বললেন: তুমি কি সালাত পড়েছ? সে বলল: না, তিনি বললেন: দাঁড়াও, দু'রাকাত সালাত আদায় কর"।[1]

এ হাদিসে জনৈক ব্যক্তি অপরিচিত, তবু হাদিস মুবহাম নয়, কারণ সে রাবি নয়, বরং সহি সনদে বর্ণিত হাদিসে তার সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। এ প্রকার হাদিসকে 'মুবহাম ফিল মতন' বলা হয়, যা হাদিসের শুদ্ধতা বিনষ্ট করে না।

'মুবহামে'র কারণ সম্পর্কে সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "সনদ সংক্ষেপ করা অথবা রাবি সম্পর্কে সন্দেহ অথবা অন্য কোনো কারণে এক বা একাধিক স্থানে রাবিকে মুবহাম করা হয়"।[2] এসব কারণে তাদলিসও করা হয়।

সাহাবি মুবহাম হলে দোষণীয় নয়:

সাহাবির অস্পষ্টতা সমস্যা নয়, কারণ আল্লাহ স্বয়ং সকল সাহাবির আদালতের সাক্ষী দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٠ ﴾ [الحديد: ١٠]

---

[1] বুখারি: (৯৩০), মুসলিম: (৮৭৫)

[2] ফাতহুল মুগিস: (৪/২৯৮)

“আর আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত”।[1] অপর আয়াতে তিনি সাহাবিদের প্রশংসা করে বলেন:

﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩ ﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদ্‌গত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষিকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি

[1] সূরা হাদিদ: (১০)

তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন"।[1] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য"।[2] অতএব এক সাহাবি অপর সাহাবিকে মুবহাম করলে, কিংবা কোনো হাদিসে মুবহাম ব্যক্তিটি সাহাবি তা নিশ্চিত জানা গেলে সমস্যা নেই।

মুবহাম হাদিসের হুকুম:

মুবহাম হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ মুবহাম রাবি সেকাহ না গায়রে সেকাহ জানা নেই, তবে তাবে'ঈ বা তাবে তাবে'ঈ মুবহাম

---

[1] সূরা আল-ফাতহ: (২৯)

[2] সূরা তাওবা: (১০০)

হলে শাহেদ হওয়ার যোগ্য। কারণ, এ দুই তবকা সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণের সাক্ষ্য দিয়েছেন, পরবর্তী যুগে মিথ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

উঁচু ও নিচু সনদ

وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجالُهُ عَلا		وَضِدُّهُ ذاكَ الذي قَدْ نَزَلا

"আর যেসব হাদিসের রাবি কম তাই উঁচু সনদ। আর তার বিপরীত ঐ সনদ, যা নিচে নেমেছে"। অত্র কবিতায় বর্ণিত ধারাক্রমে হাদিসের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ প্রকার 'আলি ও নাযিল। হাদিসের এ দু'প্রকার সনদের সাথে সম্পৃক্ত।

عالي শব্দের আভিধানিক অর্থ উঁচু। সনদে রাবির সংখ্যা কম হলে লেখক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত হাদিসের দূরত্ব কম হয়, ফলে সনদ উঁচু হয়। তাই কম রাবি বিশিষ্ট সনদকে 'আলি' বা উঁচু বলা হয়।

'আলি' সনদের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "যে হাদিসের সনদে রাবির সংখ্যা কম তাই উঁচু সনদ"।

মুহাদ্দিসগণ উঁচু সনদের জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা করতেন, কারণ এতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য হাসিল হয় এবং দ্রুত ও কম মাধ্যমে হাদিস শিখা যায়। তাই উঁচু সনদের জন্য প্রতিযোগিতা করা মুসলিম উম্মাহর অগ্রবর্তীদের সুন্নত। আমরা 'মুয়াত্তা' ইমাম মালিক-এ দেখি, ইমাম মালিক বলেন:

عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

নাফে থেকে, তিনি ইব্‌ন ওমর থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। এটা উঁচু সনদ। পক্ষান্তরে আমরা

যদি ইব্ন আসাকের, অথবা ইমাম হাকেম, অথবা বায়হাকি প্রমুখদের সনদ দেখি, তাহলে রীতিমত ক্লান্ত হতে হয়। তাদের অনেক রাবির জীবনী পর্যন্ত জানা যায়নি, কারণ রাবির স্তর যত নিম্নে নেমেছে তাদের প্রতি মানুষের গুরুত্ব তত হ্রাস পেয়েছে। ইব্ন মা'য়িন রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: 'কোন বস্তু আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন: উঁচু সনদ ও নির্জন ঘর'।

'আলি সনদ প্রধানত দু'প্রকার:

১. সংখ্যার বিবেচনায় উঁচু। ২. বিশেষণের বিবেচনায় উঁচু।

১. সংখ্যার বিবেচনায় উঁচু সনদ দু'প্রকার:

ক. সাধারণ উঁচু সনদ, খ. অপেক্ষাকৃত উঁচু সনদ।

ক. সাধারণ উঁচু সনদ: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও গ্রন্থকারের মধ্যবর্তী রাবির সংখ্যা কম হলে সংখ্যার বিবেচনায় সাধারণ উঁচু সনদ বলা হয়। এ সনদ সহি হলে প্রকৃতপক্ষে এটাই উঁচু সনদ। এ সনদ দুর্বল হলেও উঁচু, যদি মাওদু' বা বানোয়াট না হয়, কারণ মাওদু' ও বানোয়াট হাদিস থাকা না-থাকা উভয় সমান।[1]

[1] ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "মাওদু থাকা না-থাকা উভয় সমান। দেখুন: নুযহাহ: (পৃ.১৫৬)

খ. অপেক্ষাকৃত উঁচু সনদ দু'প্রকার:

খ-১. কোনো ইমামের বিবেচনায় উঁচু, অর্থাৎ রাবি থেকে ইমামের দূরত্ব কম, যেমন শু'বা অথবা মালিক অথবা সাওরি অথবা শাফে'ঈ প্রমুখ ইমামগণ। এ ক্ষেত্রে বলা হয়: ইমাম যুহরি থেকে বুখারির সনদ উঁচু, ইমাম মালেক থেকে আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের সনদ উঁচু ইত্যাদি। এতে সনদের শুরু থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রাবির সংখ্যা কম বা বেশী দেখা হয় না, বরং ইমাম থেকে রাবির দূরত্ব দেখা হয়, ইমাম থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূরত্ব কম হোক বা বেশী হোক বিবেচ্য নয়। এতে উপরের ইমাম ও নিম্নের রাবি বা গ্রন্থকারের মধ্যবর্তী দূরত্বকে অনুরূপ অপর সনদের সাথে তুলনা করা হয়, অতঃপর অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যা বিশিষ্ট সনদকে 'আলি বা উঁচু বলা হয়।

খ-২. লিখিত কোনো কিতাবে বর্ণিত হাদিসের বিবেচনায় উঁচু, যেমন ইমাম বুখারি ও মুসলিমের সহি; আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ি ও ইব্‌ন মাজার সুনান এবং ইমাম আহমদ প্রমুখদের মুসনাদসমূহ। এখানে গ্রন্থকার থেকে পরবর্তী মুহাদ্দিসের দূরত্ব দেখা হয়, যেমন ইমাম বুখারি ও বায়হাকি। ইমাম বায়হাকি পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস হয়ে কখনো বুখারির সমপর্যায়ের, কখনো তার উস্তাদের সমপর্যায়ের হয় হিসেবে কয়েক প্রকার উঁচু সনদ

হয়। এগুলোকে সংখ্যার বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত উঁচু সনদের দ্বিতীয় প্রকার বলা হয়।[1]

২. বিশেষণের বিবেচনায় উঁচু সনদ দু'প্রকার:

ক. মৃত্যুর বিবেচনায় উঁচু, যদিও উভয়ের সনদে রাবির সংখ্যা সমান। যেমন একজন রাবি দু'জন শায়খ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, প্রথম শায়খের মৃত্যু (১৫০হি.), দ্বিতীয় শায়খের মৃত্যু (১৯০হি.), এখানে প্রথম শায়খের সনদ উঁচু ও দ্বিতীয় শায়খের সনদ নিচু। অনুরূপ দু'জন রাবি যদি দু'জন শায়খ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তাহলে যে শায়খের মৃত্যু আগে তার ছাত্রের সনদ উঁচু এবং যে শায়খের মৃত্যু পরে তার ছাত্রের সনদ নিচু।

খ. শ্রবণ করার বিবেচনায় উঁচু, যেমন সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে দু'জন রাবি হাদিস শ্রবণ করেছে, একজন শ্রবণ করেছে (১২০হি.) ও অপরজন শ্রবণ করেছে (১৫০হি.), এতে প্রথম রাবির সনদ উঁচু, কারণ তিনি আগে শ্রবণ করেছেন। দ্বিতীয় রাবির সনদ নিচু, কারণ তিনি পরে শ্রবণ করেছেন।

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বিশেষণের কারণে উঁচু সনদ দু'প্রকার:

১. বাহ্যিক বিশেষণের কারণে উঁচু সনদ, যেমন রাবি ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে রাবির সংখ্যা কম।

---

[1] হাদিসের এ প্রকার চার ভাগে ভাগ হয়: মুওয়াফাকাহ, বদল বা ইবদাল, মুসাওয়াত ও মুসাফাহাহ। প্রাথমিক গ্রন্থ হিসেবে এসব প্রকারের সংজ্ঞা পরিত্যাগ করলাম।

সাধারণত উঁচু সনদ বলে এ প্রকারকে বুঝানো হয়। এ প্রকারের আলোচনা আমরা উপরে করেছি।

২. আভ্যন্তরীণ বিশেষণের কারণে উঁচু সনদ, যেমন রাবির আদালত ও দ্বাবতের সাথে সনদ মুত্তাসিল হলে সনদের মান বৃদ্ধি পায়। এ জাতীয় সনদ অভ্যন্তরীণ বিশেষণের কারণে উঁচু, যদিও এতে রাবির সংখ্যা বেশী। আদালত ও দ্বাবতের সাথে রাবির মধ্যে অন্যান্য বিশেষণ যেমন ফিকহ ইত্যাদি থাকলে সনদের মান আরো বৃদ্ধি পায় ও সনদ উঁচু হয়। এটাই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সনদ।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "ছোট সনদ উঁচু নয়, বরং শ্রেষ্ঠ সনদই উঁচু"। অর্থাৎ সেকাহ রাবিদের নিচু সনদ, দুর্বল রাবিদের উঁচু সনদ থেকে উত্তম।[1]

আবু তাহের সিলাফি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "আলেমদের থেকে হাদিস গ্রহণ করাই নিয়ম। আলেমদের নিচু সনদ জাহেলদের উঁচু সনদ থেকে উত্তম"।[2]

ইব্নুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "মুহাদ্দিসদের নিকট উঁচু সনদ প্রকৃত অর্থে উঁচু সনদ নয়, বরং বিশেষণের দিক থেকে উঁচু সনদ প্রকৃত অর্থে উঁচু"।[3]

---

[1] আল-ইকতিরাহ:(১৭০)

[2] আল-তাদরিব:(২/১৭২)

[3] দেখুন: মুকাদ্দামাহ: (পৃ.২৬২)

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে শুধু সংখ্যার বিবেচনায় 'আলি ও নিচু সনদ উল্লেখ করেছেন। কারণ গ্রন্থকার ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত রাবির সংখ্যা কম হলে ভুলের স্থান কম হয়। আর সংখ্যা বাড়লে ভুলের স্থান বৃদ্ধি পায়। উদাহরণত একটি ঘটনা যায়েদ থেকে আমর, তার থেকে খালেদ বর্ণনা করল। এখানে ভুলের স্থান তিনটি অর্থাৎ যায়েদ, আমর ও খালেদ। তাদের কারো থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই ঘটনা যায়েদ থেকে আমর, তার থেকে খালেদ, তার থেকে নাসির বর্ণনা করল। এখানে ভুলের স্থান চারটি অর্থাৎ যায়েদ, আমর, খালেদ ও নাসির। অনুরূপভাবে কোনো সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাদ্দিসের মধ্যবর্তী রাবির সংখ্যা তিন হলে ভুলের স্থান তিনটি, রাবির সংখ্যা চার হলে ভুলের স্থান চারটি। এ হিসেবে প্রথমটি 'আলি বা উঁচু সনদ, কারণ এখানে ভুলের সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়টি নাযিল বা নিচু সনদ, কারণ এখানে ভুলের সম্ভাবনা বেশী।

সংখ্যার বিবেচনায় সনদ 'আলি হলে হাদিস সহি হওয়া জরুরি নয়, কারণ কম রাবির মধ্যে কেউ দুর্বল থাকতে পারে, আবার রাবির সংখ্যা অধিক হলে দ্বা'ঈফ হওয়া জরুরি নয়, কারণ তাদের সবাই সেকাহ হতে পারে। অতএব রাবির সংখ্যা মূল বিষয় নয়, বরং রাবিদের গুণাগুণ মূল বিষয়।

উঁচু সনদ হাসিল করা সুন্নত:

ইমাম হাকেম প্রমুখ বলেছেন: "উঁচু সনদ হাসিল করা মোস্তাহাব। তিনি দলিল হিসেবে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে দিমাম ইব্ন সা'লাবাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ঘটনা সম্বলিত হাদিস পেশ করেছেন। দিমাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেছিল: আপনার দূত আমাদের বলেছে, আল্লাহ আমাদের উপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, আল্লাহ কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন: 'হ্যাঁ'। এ হাদিস প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ বলেন: যদি উঁচু সনদ তলব করা মোস্তাহাব না হত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই দিমামের প্রশ্ন করা অপছন্দ করতেন এবং তাদেরকে প্রেরিত দূতের সংবাদে সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ দিতেন"।[1]

সাহাবি তামিম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি ঘটনা বলেছিল, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে তা বলছিলেন, দেখেন তামিম মসজিদের কর্নারে বসে আছে, তিনি বললেন:

«يا تميم، حدث الناس بما حدثتني...»

"হে তামিম, তুমি আমাকে যা বলেছ, মানুষদের তা বল"। সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: তামিমকে সরাসরি ঘটনা বর্ণনার নির্দেশ

---

[1] মারেফাতু উলুমিল হাদিস: (পৃ.৫-৬)

দেওয়া উঁচু সনদ মোস্তাহাবের পক্ষে একটি দলিল।[1] এ থেকে প্রমাণ হয়, বিনা মাধ্যম কিংবা কম মাধ্যমে হাদিস শ্রবণ করা উত্তম।

হাকেম রাহিমাহুল্লাহ্ উচু সনদ মোস্তাহাবের পক্ষে সাহাবি ও তাবে'ঈদের সফরকে পেশ করেছেন, যেমন আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একটি হাদিসের জন্য 'উকবা ইব্ন 'আমের রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট মিসরে যান, যে হাদিস 'উকবা ও তিনি ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শ্রবণকারী কেউ অবশিষ্ট ছিল না। তিনি 'উকবাকে বলেন: "তুমি একটি হাদিস শ্রবণ করেছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সে হাদিস শ্রবণকারী কেউ বেচে নেই, অতঃপর তিনি তাকে হাদিসটি শুনান"। এ হাদিস উদ্ধৃত করে ইমাম হাকেম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "আবু আইয়ূব আনসারি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সাথীত্ব ও তার থেকে অধিক হাদিস শ্রবণ করা সত্ত্যেও সমবয়সী এক সাথীর নিকট হাদিস শ্রবণ করার জন্য দীর্ঘ সফর করেছেন, অথচ তিনি সফর না করে তার কোনো ছাত্র থেকে শ্রবণ করে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল। অনুরূপ সায়িদ ইব্ন মুসাইয়্যেব থেকে বর্ণিত, তিনি

---

[1] দেখুন: ফাতহুল মুগিস: (৩/৩৩৩)

বলেন: "আমি একটি হাদিসের জন্য কয়েক দিন ও কয়েক রাত সফর করি"।[1]

মুদ্দাকথা: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইমামের নিকট উঁচু সনদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "উঁচু সনদ তলব করা পূর্ববর্তীদের সুন্নত, কারণ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের সাথীগণ কুফা থেকে মদিনায় গিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে শিখতেন ও তার থেকে হাদিস শুনতেন"। মুহাম্মদ ইব্‌ন আসলাম আত-তুসী বলেন: "সনদের নৈকট্য আল্লাহর নৈকট্য"। ইব্‌ন মাদিনি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "সনদের দূরত্ব অশুভ লক্ষণ"।[2] ইয়াহইয়া ইব্‌ন মা'য়িন বলেন: "নিচু সনদ চেহারায় খতের ন্যায়"।[3]

জ্ঞাতব্য: সর্বাবস্থায় উঁচু সনদ অন্বেষণ করা প্রশংসনীয় নয়, উঁচু সনদ সহি হলে প্রশংসনীয়, নচেৎ দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবির উঁচু সনদ অপেক্ষা সেকাহ রাবির নিচু সনদ অধিক উত্তম। ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "যখন দেখ কোনো মুহাদ্দিস এ জাতীয় [দুর্বল] রাবিদের উঁচু সনদের কারণে খুশি হয়, মনে রেখ সে তখনো মূর্খ"। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্ দুর্বলতা

---

[1] দেখুন: "আল-মারেফা" গ্রন্থে: (পৃ.৭-৮) হাকেম রহ. আলোচনা।

[2] এসব বাণীর জন্য দেখুন: "আল-জামে" লিল খতিব: (১/১৮৪-১৮৯)

[3] "আল-জামে" লিল খতিব: (১/১৮৫)

সত্যেও উঁচু সনদের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে তিরস্কার করেছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন মা'য়িন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "দুর্বল রাবির উঁচু সনদ অপেক্ষা সেকাহ রাবির নিচু সনদ অধিক উত্তম"। শু'বা ও মি'সআর বলেন: "নিশ্চয় [দুর্বল রাবির উঁচু সনদ বিশিষ্ট] এসব হাদিস তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও সালাত থেকে বিরত রাখে, তবুও তোমরা বিরত হবে না"।[1]

তাদের এসব বাণীর অর্থ মূর্খ মুহাদ্দিসদের নিন্দা করা, যারা দুর্বল রাবিদের উঁচু সনদ অন্বেষণ করে। দুর্বল সনদের জন্য দীর্ঘপথের সফর মূলত ব্যক্তিকে আল্লাহর যিকির ও সালাত থেকে বঞ্চিত করে, কারণ সফর শাস্তির একটি অংশ। সফরে অনেক নফল ছুটে যায়, সফরের কারণে কখনো অধীনদের হক বিনষ্ট হয়, কখনো অনুত্তম বস্তুর জন্য উত্তম বস্তু হাত ছাড়া হয়। তাই নিচু সনদ হলেই দোষণীয় নয়, বরং সেকাহ রাবির নিচু সনদ দুর্বল রাবির উঁচু সনদ অপেক্ষা উত্তম।

নিচু সনদ

نازل এর আভিধানিক অর্থ নিম্নগামী ও অবতরণকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রাবির দূরত্ব অধিক হলে নিম্নগামী হয়, তাই এ প্রকার হাদিসকে 'নাযিল' বলা হয়।

---

[1] দেখুন আল-জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়্যাহ: (১৯৯-২০০)

‘নাযিল’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “আর ‘আলি সনদের বিপরীত ঐ সনদ যা নিম্নগামী”।

নিচু সনদের প্রতি মুহাদ্দিসদের অনীহা সর্বদা, তবে উঁচু সনদ অপেক্ষা ‘নিচু সনদে আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকলে নিচু সনদই উঁচু। উঁচু সনদে দুর্বল রাবি থাকলে তার কোনো ফায়দা নেই। এমতাবস্থায় মূর্খ ব্যতীত কেউ নিচু সনদে অনীহা প্রকাশ করে না।

নায়েলের প্রকারসমূহ: আমরা উপরে আলি সনদের যে প্রকারগুলো উল্লেখ করেছি, তার বিপরীত সবগুলো প্রকার নাযেল। তাই পৃথকভাবে তার আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

জ্ঞাতব্য: আমরা এখানে ‘আলি ও নাযিল সম্পর্কে নাতি-দীর্ঘ আলোচনা করেছি, যার উদ্দেশ্য পাঠকদের এ বিষয়ে পরিপক্ক করে তোলা, যেন তারা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখিত উসুলে হাদিসের পরিভাষাগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন। অন্যথায় এ যুগে ‘আলি সনদের তেমন গুরুত্ব নেই। কেউ তার প্রতি গুরুত্বারোপ করলেও তার সাথে সহি ও দ্বা‘ঈফের কোনো সম্পর্ক নেই। অধিকন্তু উঁচু সনদের কতক প্রকার বহু পূর্বে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

উঁচু ও নিচু আপেক্ষিক বিষয়। যদি বলা হয় এ সনদ উঁচু, তার অর্থ নিচু সনদ অপেক্ষা উঁচু; যদি বলা হয় এ সনদ নিচু, তার অর্থ উঁচু সনদ অপেক্ষা নিচু। এ ছাড়া সনদ উঁচু কিংবা নিচু হওয়ার

নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। কখনো যুগের বিবেচনায় সনদ উঁচু বা নিচু হয়। এক যুগের বিবেচনায় এক সনদ উঁচু, কিন্তু অপর যুগের বিবেচনায় নিচু। হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ যদি দশজন রাবির পরম্পরায় একটি হাদিস বর্ণনা করেন, তার বিবেচনায় তা উঁচু সনদ। এ হাদিস ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ যদি সাত অথবা আটজন রাবির পরম্পরায় বর্ণনা করেন, তার বিবেচনায় তা নাযিল।

মাওকুফ হাদিস

وَمَا أَضَفْتَهُ إِلىٰ الأَصْحابِ مِنْ		قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهْوَ مَوْقُوفٌ زُكِنْ

“আর সাহাবির সাথে কথা ও কর্ম যাই সম্পৃক্ত কর, তাই মাওকুফ মনে রেখ”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের পঞ্চদশ প্রকার মাওকুফ। এ প্রকারের সম্পর্ক মতনের সাথে। আমরা পূর্বে বলেছি, লেখক যদি মারফূ‘ ও মাকতুর মধ্যবর্তী মাওকুফ উল্লেখ করতেন, তাহলে ধারাক্রম ঠিক থাকত, তিনি তা করেননি।

সাহাবির সংজ্ঞা: ঈমান অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভ করে ঈমানের উপর মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি সাহাবি। সাক্ষাত ক্ষণিকের জন্য হলেও সাহাবি। এটা শুধু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য, এ ছাড়া কারো সাথী হওয়ার জন্য দীর্ঘ সহচার্য জরুরি, কোথাও কিছু সময়ের সাক্ষাত সাথী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সাহাবি হওয়ার জন্য চোখে দেখা জরুরি নয়, সাক্ষাত যথেষ্ট, যেমন অন্ধ সাহাবি ইব্‌ন মাকতুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাক্ষাত। কেউ যদি ঈমান অবস্থায় সাক্ষাত করে মুরতাদ হয়, অতঃপর ইমান গ্রহণ করে মারা যায়, সে সাহাবি।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত অবস্থায় দর্শনকারী সাহাবি নয়, কারণ তিনি সাক্ষাত লাভ করেননি। অনুরূপ স্বপ্নে দর্শনকারী কিংবা কাফের অবস্থায় দেখে পরবর্তীতে ঈমান

গ্রহণকারী ব্যক্তি সাহাবি নয়। কারণ সে ঈমান অবস্থায় সাক্ষাত করেনি।

موقوف এর আভিধানিক অর্থ: ক্ষান্ত, স্থগিত, আবদ্ধ ও উৎসর্গিত বস্তু। রাবি মাওকুফ হাদিসের সনদ যেহেতু সাহাবি পর্যন্ত নিয়ে ক্ষান্ত হন ও স্থগিত করেন, তাই এ প্রকার হাদিসকে মাওকুফ বলা হয়। অনুরূপ আল্লাহর রাস্তায় আবদ্ধ ও উৎসর্গিত সম্পদকে বলা হয় المال الموقوف বা ওয়াকফ্‌কৃত সম্পদ। (এ হিসেবে মারফূ' ও মাকতু'কেও মাওকুফ বলা যায়, কারণ মারফূ'র সনদ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্থগিত হয়, মাকতু'র সনদ তাবে'ঈ বা তাদের পরবর্তী কোনো মনীষীর নিকট স্থগিত হয়।)

'মাওকুফে'র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "সাহাবির কথা ও কর্মকে মাওকুফ বলা হয়"। যেমন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

«إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ».

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের অন্তরসমূহে দৃষ্টি দেন, এতে তিনি মুহাম্মদের অন্তরকে বান্দাদের অন্তরে সর্বোত্তম পান। ফলে তিনি তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন ও তার রিসালাত দিয়ে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদের অন্তরের পর বান্দাদের অন্তরে দৃষ্টি দেন। এতে তিনি তার সাহাবিদের অন্তরকে বান্দাদের অন্তরে সর্বোত্তম পান। ফলে তিনি তাদেরকে তার নবীর সাহায্যকারী মনোনীত করেন, যারা তার দীনের খাতিরে জিহাদ করে। অতএব মুসলিমরা যা ভালো মনে করে আল্লাহর নিকট তাই ভালো। তারা যা খারাপ মনে করে আল্লাহর নিকট তাই খারাপ”।[1]

মাওকুফ কর্মের উদাহরণ:

عن عبد الله بن بريدة أن سلمان (الفارسي) كان يعمل بيديه فإذا أصاب شيئاً اشترى به لحماً أو سمكاً ثم يدعو الْمُجْذَمين (أي الذين ابتلوا بمرض الجُذام) فيأكلون معه.

“আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদাহ রাহিমাহুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণিত, সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজ হাতে কাজ করতেন, যখন কিছু উপার্জন করতেন, তার দ্বারা গোস্ত অথবা মাছ খরিদ করতেন,

[1] মুসনাদ আহমদ: (১/৩৭৯), হাদিস নং: (৩৬০০), বাজ্জার ফি “কাশফিল আসতার”: (১/৮১), হাদিস নং: (১৩০), “তাবরানি ফিল কাবির”: (৯/১১৮), হাদিস নং: (৮৫৮২)

অতঃপর তিনি কুষ্ঠরোগীদের দাওয়াত করতেন, তারা তার সাথে খেত"।[1]

হুকমান মারফূ':

সাহাবির কথা বা কর্ম যদি গবেষণা লব্ধ ও ইজতিহাদি না হয়, তাহলে হুকমান মারফূ'। যেমন বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا

"ইব্ন ওমর ও ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু চার বুরদ অর্থাৎ ষোল ফারসাখ দূরত্বে কসর ও ইফতার করতেন"। এক ফারসাখ= তিন মাইল, এক মাইল= চার হাজার হাত। অর্থাৎ ইব্ন ওমর ও ইব্ন আব্বাস হাশেমিদের মাইল অনুসারে মক্কার রাস্তায় আট চল্লিশ মাইল দূরত্বে চার রাকাত সালাতকে দু'রাকাত কসর করতেন ও রমযানের সময় ইফতার করতেন।[2] এ জাতীয় আমল ইজতিহাদ বা গবেষণার ফল নয়, তাই এগুলো হুকমান মারফূ'। হুকমান মারফূ' সম্পর্কে মারফূ' হাদিসের আলোচনায় বিস্তারিত বলেছি।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ সাহাবির সমর্থন উল্লেখ করেননি। সাহাবির সমর্থন মাওকুফ কি-না মতভেদ আছে। খুব সম্ভব তার নিকট

---

[1] "হুলইয়াতুল আউলিয়া": (১/২০০)

[2] বুখারি, বাব: باب في كم يقصر الصلاة

সাহাবির সমর্থন মাওকুফ নয়। কারণ কোনো কাজের প্রতি সাহাবির সমর্থন বা চুপ থাকা তার বৈধতা প্রমাণ করে না এবং সে কাজকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়, তাই দলিল হিসেবে গ্রাহ্য নয়। কারণ সাহাবি একাধিক কারণে চুপ থাকতে পারে, যেমন:

ক. সাহাবি অন্যমনস্ক হতে পারেন, তাই তার সামনে কৃতকর্ম দলিল নয়।

খ. নিষেধ করার ক্ষমতা না থাকার কারণে কখনো সাহাবি চুপ থাকেন, যেমন হাজ্জাজ জুমার সালাতে বিলম্ব করলে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু চুপ থাকেন, পরে তিনি বাতলে দেন।

গ. কোনো কর্মের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সাহাবি কখনো চুপ থাকেন, অতএব তার চুপ থাকা দলিল নয়।

ঘ. কখনো অধিকতর ফিতনার আশঙ্কায় সাহাবি চুপ থাকেন, যেমন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হজের সময় মিনায় যখন চার রাকাত সালাত আদায় করেন, ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু চুপ থাকেন এবং বলেন: 'ইখতিলাফ খারাপ জিনিস'।

ঙ. কখনো ইজতিহাদি বিষয় হওয়ার কারণে সাহাবি চুপ থাকেন, অথবা অপর কেউ নিষেধ করবেন হিসেবে চুপ থাকেন, অতএব তার চুপ থাকা সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়।

এসব সম্ভাবনার কারণে সাহাবির সামনে সম্পাদিত কথা বা কর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা সমীচীন নয়। যদি জানা যায় তিনি চুপ থেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, তাহলে তার সাথে তা সম্পৃক্ত করায় সমস্যা নেই। হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "... যদি নিষেধ না করার ওযর কিংবা চুপ থাকার কারণ না থাকে, তাহলে তার সামনে কৃতকর্ম মাওকুফের হুকুম রাখে"।[1]

মাওকুফের উপকারিতা:

১. মাওকুফ হাদিসের সকল সনদ জমা করে মারফূ' হাদিসের ইল্লত জানা যায়।

২. মাওকুফ হাদিস কখনো হুকমান মারফূ' হয়।

৩. মাওকুফ শাহেদ হাদিসের ফলে দ্বা'ঈফ মারফূ' হাদিস শক্তিশালী হয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ের সনদ পৃথক হওয়া জরুরি।

৪. সাহাবিগণ আমাদের আদর্শ, তাদের কথা ও কর্ম অনুসরণ করে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ বুঝি। কোনো বিষয়ে তাদের ইখতিলাফ জানা থাকলে অধিক বিশুদ্ধ মত গ্রহণ করব, ঐক্যমত্য থাকলে আমরা সেখান থেকে বের হব না। খতিব রাহিমাহুল্লাহ্ তাবে'ঈদের সম্পর্কেও এরূপ মন্তব্য করেছেন, অতএব সাহাবিদের প্রসঙ্গে এ কথা অধিক যুক্তিযুক্ত।

---

[1] আন-নুকাত: (১/৫১২)

৫. সাহাবির কথা আয়াত বা অপর সাহাবির কথা বিরোধী না হলে দলিল হিসেবে গণ্য। সালেহ ইব্ন কায়সান বলেন: “আমি ও যুহরি ইলম অন্বেষণের জন্য পরস্পর সাথী হয়েছি। শুরুতে আমরা শুধু হাদিস লিখতাম, তাই আমরা কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিষয় সংগ্রহ করি। তিনি বলেন: অতঃপর যুহরি বলেন: আমরা সাহাবিদের থেকে বর্ণিত বিষয়ও লিখব, কারণ সেগুলো সুন্নত। তিনি বলেন: আমি বললাম না, সেগুলো সুন্নত নয়, সেগুলো লিখব না। তিনি বলেন: সে লিখেছে আমি লিখি নাই, তাই সে ধন্য হয়েছে, আর আমি বিস্মৃত হয়েছি”।[1]

জ্ঞাতব্য: সাহাবির কথা ও কাজ ব্যতীত কারো কথা ও কাজকে মাওকুফ বলা হয় না, তবে নির্দিষ্ট করে নিম্নরূপে বলা হয়:

وقفه فلان على الزهري أو على الشعبي، ونحوهما، أو موقوف على الزهري ونحوه.

অমুকে এ হাদিসকে যুহরি অথবা শা‘বির উপর ওয়াক্ফ করেছেন, অথবা হাদিসটি যুহরির উপর মাওকুফ ইত্যাদি।

মাওকুফ হাদিসের হুকুম:

কেউ বলেছেন: মাওকুফ কুরআন-সুন্নাহ কিংবা অপর সাহাবির কথা বিরোধী না হলে হুজ্জত ও দলিল। যদি মাওকুফের বিপক্ষে

[1] ই‘লামুল মুয়াক্কিয়িন: (১/৬৬)

দলিল থাকে, তাহলে দলিল গ্রহণ করা হবে। যদি এক সাহাবির কথা অপর সাহাবির কথা বিরোধী হয়, তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাধান্য দিব।

কেউ বলেছেন: সাহাবির কথা দলিল নয়, কারণ সাহাবি মানুষ হিসেবে ইজতিহাদ ও গবেষণা করেন। ইজতিহাদ ভুল ও সঠিক উভয় হতে পারে।

কেউ বলেছেন: সাহাবিদের থেকে আবু বকর ও ওমরের কথা দলিল, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ "

"তোমরা আমার পরে আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ কর"।[1] অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا

"যদি তারা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করে, তাহলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে"।[2] অতএব তাদের ব্যতীত অপর সাহাবিদের কথা দলিল নয়।

শায়খ উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "আমার নিকট স্পষ্ট যে, সাহাবি যদি আহলে ইলম ও আহলে ফিকহ হয়, তাহলে তার কথা

---

[1] হাকেম: (৪৩৯১), সুনানে কুবরা লিল বায়হাকি: (১৫২৫১)

[2] মুসলিম: (১১০৫)

দলিল, নচেৎ নয়। কারণ কতক সাহাবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শরীয়তের কিছু বিধান শিখে প্রস্থান করেন, তারা ফকিহ নন এবং আলেমও নন, তাই তাদের কথা দলিল নয়”।[1]

[1] শারহুল মানযুমাহ আল-বাইকুনিয়াহ লি-ইব্ন উসাইমিন।

মুরসাল ও গরিব হাদিস

وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ		وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ

"আর মুরসাল: যার থেকে সাহাবি বাদ পড়েছে। আর বল গরিব: যা শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেছে"। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ষোড়শ ও সপ্তদশ প্রকার মুরসাল ও গরিব।

مُرْسَلٌ এর আভিধানিক অর্থ মুক্ত করা ও ছেড়ে দেওয়া, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ ﴾ [مريم: ٨٣]

"তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আমি কাফেরদের জন্য শয়তানদের ছেড়ে দিয়েছি; ওরা তাদেরকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে"?[1]

'মুরসাল' হাদিস বর্ণনাকারী সনদকে মুক্ত ছেড়ে দেন, নির্দিষ্ট কোনো সাহাবির সাথে সম্পৃক্ত করেন না, তাই এ প্রকারকে মুরসাল বলা হয়।[2]

'মুরসালে'র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "যে সনদে সাহাবির উল্লেখ নেই তাই মুরসাল"। এ সংজ্ঞা সঠিক

---

[1] সূরা মারইয়াম: (৮৩)

[2] কেউ বলেন: আরবদের প্রবাদ فلان أرسل الناقة في المرعى 'অমুক ব্যক্তি চারণভূমিতে উট ছেড়ে দিয়েছে' থেকে তার নামকরণ করা হয়েছে, অথবা ناقة مِرسَال থেকেও তার উৎপত্তি হতে পারে, যার অর্থ 'দ্রুতগামী উট'। মুরসাল হাদিসে রাবি সাহাবিকে ত্যাগ করে দ্রুত মতনের দিকে ছুটে যেতে চায়, তাই এ প্রকারকে মুরসাল বলা হয়।

নয়, কারণ সাহাবির বাদ পড়া নিশ্চিত জানা গেলে কোনো সমস্যা নয়, যেহেতু সকল সাহাবি 'আদিল ও বিশ্বস্ত। তাই সাহাবির বাদ পড়া সমস্যা নয়, বরং সাহাবির সাথে কোনো তাবে'ঈর বাদ পড়া সমস্যা। কারণ তাবে'ঈ কখনো এক বা একাধিক তাবে'ঈ থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বা যারা সাহাবি থেকে শ্রবণ করেছেন। তাই তাবে'ঈর বর্ণিত হাদিসে সাহাবি উল্লেখ না থাকার অর্থ সাহাবি বাদ পড়েছেন নিশ্চিত নয়, দুর্বল তাবে'ঈ বাদ পড়তে পারেন।

দ্বিতীয়ত লেখকের সংজ্ঞা প্রমাণ করে, সাহাবি ইরসাল করলে মুরসাল নয়, অথচ বিজ্ঞ আলেমগণ তাকেও মুরসাল বলেন। তাই শায়খ আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ লেখকের সংজ্ঞা সংশোধন করে বলেন:

ومرسل من فوق تابع سقط = وقل غريب ما روى راو فقط

"আর মুরসাল: তাবে'ঈর উপর থেকে যার রাবি বাদ পড়েছে। আর বল গরিব: যা শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেছে"। এ সংজ্ঞানুসারে কোনো প্রশ্ন থাকে না, সাহাবির সাথে তাবে'ঈ বাদ পড়ুক কিংবা সাহাবির সনদ থেকে সাহাবি বাদ পড়ুক, সকল প্রকার তার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি তাবে'ঈর বর্ণিত হাদিস মুরসাল। হোক তা বাণী, কিংবা কর্ম কিংবা সমর্থন কিংবা কোনো বিশেষণ।

সাহাবির মুরসাল:

কোনো সাহাবি যদি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে না শুনে সরাসরি বর্ণনা করেন, কেউ বলেছেন তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, তবে সাহাবির কারণে নয়, হতে পারে তিনি কোনো তাবে'ঈ থেকে শ্রবণ করেছেন, যিনি অপর সাহাবি থেকে শ্রবণ করেছেন, যদিও তার দৃষ্টান্ত খুব কম।

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "এ জাতীয় হাদিসগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, কোনো সাহাবি আহকাম সংক্রান্ত কোনো হাদিস দুর্বল তাবে'ঈ থেকে গ্রহণ করেননি"।[1]

কেউ বলেছেন: সাহাবির মুরসাল গ্রহণযোগ্য, কারণ সাহাবির ইরসাল অপর সাহাবি থেকে হওয়াই স্বাভাবিক, তাবে'ঈ থেকে তাদের ইরসাল করা সচরাচর নয়। তাই নির্দিষ্ট আলামত ব্যতীত বলা যাবে না সাহাবি কোনো তাবে'ঈ থেকে ইরসাল করেছেন। বিশেষ করে ইব্‌ন হাজার যখন বলেছেন: আহকাম অধ্যায়ে দুর্বল তাবে'ঈ থেকে কোনো সাহাবি হাদিস গ্রহণ করেননি।

জ্ঞাতব্য: যারা বুঝের বয়সে উপনীত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন, তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য। যারা শুধু তাকে দেখার সৌভাগ্যে সাহাবি, কিন্তু তাকে দেখার সময়

---

[1] জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (২১৯)

ভালমন্দ জ্ঞানের অধিকারী ছিল না, অথবা তিনি যেসব শিশুদের দেখেছেন, তাদের বর্ণনা তাবে‘ঈদের মুরসাল হিসেবে গণ্য।

মুরসাল বর্ণনার কয়েকটি কারণ:

১. কখনো রাবি একাধিক মুহাদ্দিস থেকে হাদিস শ্রবণ করেন, যাদের আদালত ও দ্বাবত সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত, এরূপ অবস্থায় তিনি শায়খদের উপর নির্ভর করে মুরসাল বর্ণনা করেন। যেমন ইবরাহিম নাখ‘ঈ রহ. ইব্ন মাসউদ রা. থেকে এভাবে বর্ণনা করতেন।

২. কখনো রাবি নিজ শায়খের নাম ভুলে যান, কিন্তু হাদিস স্মরণ থাকে, ফলে তিনি মুরসাল বর্ণনা করেন।

৩. কখনো রাবি উপদেশ হিসেবে, বা বিতর্কের সময় বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে বা ওয়াজের মজলিসে হাদিস বর্ণনা করেন, তাই সনদের প্রতি বিশেষ নজর দেন না, মতন স্পষ্ট বলেন, বিশেষ করে শ্রোতাদের সামনে বক্তার শায়খ নির্দিষ্ট থাকলে এরূপ করা হয়।

৪. কখনো দুর্বল রাবির কারণে মুরসাল বর্ণনা করা হয়।

৫. ক্ষতির আশঙ্কা কিংবা হাদিস গ্রহণ করা হবে না ভেবে মুরসাল বর্ণনা করা হয়।

৬. কখনো রাবির সন্দেহ হয় যে, হাদিসটি মুসনাদ না মুরসাল, এমতাবস্থায় মুসনাদ হলেও তিনি মুরসাল বলেন, যেমন ইমাম মালিক প্রমুখ থেকে এরূপ শ্রুতি রয়েছে।

৭. ইমাম মুসলিম বলেন: কখনো রাবি নিজের মধ্যে আগ্রহের অভাবে সনদবিহীন মতন উল্লেখ করেন, আবার যখন উদ্যমতা ফিরে পান শায়খকে স্পষ্ট বলে দেন।

মুরসাল হাদিসের হুকুম:

ইমাম মুসলিম রহ. বলেন: "আমাদের ও আহলে ইলমদের দৃষ্টিতে মুরসাল দলিল নয়"।[1]

ইমাম শাফেয়ী[2] রহ. কয়েকটি শর্তে মুরসাল গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে কতক রাবি ও কতক মতনের সাথে সম্পৃক্ত। রাবির সাথে সম্পৃক্ত তিনটি শর্ত:

১. ইরসালকারী রাবির সেকাহ হওয়া।

২. রাবির বড় তাবে'ঈ থেকে বর্ণনা করা।

৩. ইরসালকারী রাবির সেকাহ শায়খ থেকে গ্রহণ করা।

মতনের সাথে সম্পৃক্ত চারটি শর্ত:

১. মুরসাল মতন অপর কোনো সহি সনদে বর্ণিত হওয়া।

২. মুরসাল মতন অপর তাবে'ঈ থেকে মুরসাল বর্ণিত হওয়া।

৩. মুরসাল মতনের স্বপক্ষে কোনো সাহাবির বাণী থাকা।

৪. সাধারণ আলেমের ফতোয়া মুরসাল মোতাবেক হওয়া।

---

[1] ইমাম নববির ব্যাখ্যা সম্বলিত মুসলিম: (১/১৩২)

[2] আর-রিসালাহ: (৪৬১-৪৭০), জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়া থেকে সংগৃহীত: (২২৩)

গরিব হাদিস

লেখক এখানেও ধারাক্রম রক্ষা করেননি। গরিব খবরে ওয়াহেদের একপ্রকার, তাই খবরে ওয়াহেদের অপর দু'প্রকার আযিয ও মাশহূরের সাথে এ প্রকার উল্লেখ করা শ্রেয় ছিল, যেমন অন্যান্য মুহাদ্দিস করেছেন। এ প্রকারের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

غَرِيبٌ আরবি غربة শব্দ থেকে গৃহীত, অর্থ অপরিচিত, আগন্তুক ও বিদেশী। পরিবার ও স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন অপর দেশে অপরিচিত ব্যক্তিকে গরিব বলা হয়। অপরিচিত হওয়াকে গুরবত, আর ব্যক্তিকে গরিব বলা হয়।

'গরিবে'র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "যে হাদিস শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেন তাই গরিব"

সনদে গুরবতের স্থান:

সনদের তিন জায়গায় গুরবত হয়। শেষে অর্থাৎ সাহাবির স্তরে, মাঝখানে ও শুরুতে। সনদের শেষে একজন রাবি হলে হাদিস গরিব, যেমন সাহাবি থেকে কোনো হাদিসের রাবি মাত্র একজন, যদিও তার থেকে রাবির সংখ্যা অনেক। এ হাদিস পরবর্তী স্তরে মুতাওয়াতির হলেও গুরবত দূর হবে না। যেমন «إنما الأعمال بالنيات...» হাদিস। সাহাবি ও তাবে'ঈর স্তরে গরিব, কিন্তু পরবর্তী স্তরে ব্যাপক প্রচার পেয়েছে।

গুরবত কখনো হয় সনদের মাঝে, যেমন একাধিক রাবি থেকে বর্ণনাকারী একজন, তার থেকে বর্ণনাকারী একাধিক। গুরবত কখনো হয় সনদের শুরুতে, যেমন একাধিক রাবি থেকে একজন রাবি বর্ণনা করেন।

ইব্‌নুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহ্‌ গরিবের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:

"بأنه الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة، يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه، وإما في إسناده" (مقدمة ابن الصلاح).

"গরিব সে হাদিসকে বলা হয়, কতক রাবি একলা যা বর্ণনা করেন, অনুরূপ কোনো রাবি যদি হাদিসের কোনো অংশ একলা বর্ণনা করেন যা কেউ বর্ণনা করেনি, হোক সনদের অংশ কিংবা মতনের অংশ সেটাও গরিব"।[1] এ থেকে স্পষ্ট যে, গরিব কখনো হাদিসের অংশ বিশেষ, কখনো সনদের অংশ বিশেষ হয়।

ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্‌ গরিবের সংজ্ঞায় বলেন:

"وهو: ما يتفرد بروايته شخص واحد، في أي موضع وقع التفرد به من السند"

"যে হাদিস একজন রাবি বর্ণনা করেন তাই গরিব, সনদের যে কোনো জায়গায় একজন রাবি থাকাই যথেষ্ট"।[2]

গরিব সাধারণত তিন প্রকার:

---

[1] মুকাদ্দামাহ ইব্‌ন সালাহ

[2] আন-নুযহাহ: (পৃ.৭০)

১. সনদ ও মতন উভয় গরিব, যেমন কোনো রাবির একলা বর্ণিত মতন।

২. সনদ গরিব কিন্তু মতন গরিব নয়, যেমন কোনো রাবি স্বীয় সনদে কোনো মতন বর্ণনা করলেন, তার সাথীদের কেউ যা বর্ণনা করেনি, তবে অপর সনদে তা বর্ণিত আছে। এখানে সনদ গবির, কিন্তু মতন গরিব নয়।

৩. মতন গরিব কিন্তু সনদ গরিব নয়, এরূপ হতে পারে না। কেউ এরূপ কল্পনা করেছেন, যা সঠিক নয়, যেমন তারা নিয়তের হাদিসের সনদকে দু'ভাগ করেন: গরিব ও মাশহূর। কারণ ১-ওমর ইব্নুল খাত্তাব, ২-আলকামাহ, ৩-মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহিম, ৪-ইয়াহইয়া ইব্ন সায়িদ পর্যন্ত সনদ গরিব, ইয়াহইয়াহ ইব্ন সায়িদ থেকে সনদ ও মতন উভয় মাশহূর। সনদের দ্বিতীয়াংশ ইয়াহইয়া ইব্ন সায়িদ থেকে গ্রন্থকার[1] পর্যন্ত মাশহূর। তারা সনদের প্রথমাংশের বিবেচনায় মতন গরিব ও সনদের দ্বিতীয়াংশের বিবেচনায় সনদ মাশহূর বলেন। এরূপ বলা যথাযথ নয়, কারণ মতন যখন গরিব ছিল, সনদও তখন গরিব ছিল; মতন যখন প্রসিদ্ধ সনদও তখন প্রসিদ্ধ।

গরিব হাদিসের হুকুম:

১. সহি, ২. হাসান ও ৩. দ্বা'ঈফ সবপ্রকার হতে পারে।

[1] নিয়তের হাদিস বর্ণনাকারী গ্রন্থকারগণ, যেমন বুখারি ও মুসলিম প্রমুখ।

দুর্বল হওয়া গরিব হাদিসের প্রকৃতি। তাই মুহাদ্দিসগণ গরিব হাদিসের প্রতি তেমন ভ্রুক্ষেপ করেন না। ইমাম মালিক গরিব সম্পর্কে বলেন: "সবচেয়ে খারাপ ইলম গরিব, আর সবচেয়ে উত্তম ইলম প্রকাশ্য ইলম, যা একাধিক রাবি বর্ণনা করে"। আব্দুর রায্যাক বলেন: আমরা মনে করতাম গরিব ইলম ভালো, কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হল নিরেট খারাপ"। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল বলেন: "তোমরা এসব গরিব লিপিবদ্ধ কর না, কারণ এগুলো মুনকার, তার অধিকাংশ দুর্বল রাবিদের থেকে বর্ণিত"। তিনি আরো বলেন: "সবচেয়ে খারাপ ইলম গরিব, তার উপর আমল ও ভরসা করা যায় না"।

গরিব ও ফার্‌দের পার্থক্য:

হাফেয ইব্ন হাজার বলেন: "গরিব ও ফার্‌দ আভিধানিক ও পারিভাষিক দিক থেকে একে অপরের সামর্থবোধক, তবে অধিক ব্যবহার ও কম ব্যবহারের বিবেচনায় পার্থক্য রয়েছে। ফার্‌দের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফার্‌দে মুতলাকের উপর হয়। আর গুরবতের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফার্‌দে নিসবির উপর হয়, তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটির জায়গায় অপরটি ব্যবহার হয়"।[1]

হাদিসুল গরিব ও গরিবুল হাদিস:

[1] আন-নুযহাহ: (পৃ.৮১)

হাদিস শাস্ত্রের দু'টি পরিভাষা: 'আল-হাদিসুল গারিব" ও 'গারিবুল হাদিস'। الحديث الغريب যার আলোচনা আমরা এ যাবৎ করলাম। আর غريب الحديث অর্থ হাদিসের মতনে বিদ্যমান দুর্বোধ্য শব্দ। গরিবের ন্যায় অপরিচিত হওয়ার কারণে অভিধান ব্যতীত যার অর্থ জানা যায় না। 'গারিবুল হাদিসে'র উপর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ:

১. গারিবুল হাদিস, লিল হারাওয়ী।

২. গারিবুল হাদিস, লিল-হারবি।

৩. নিহায়াহ, লি ইব্‌ন আসির।

মুনকাতি‘ হাদিস

إسْنَادُهُ	مُنْقَطِعُ	الأوْصَال[1]		بِحَالِ	يَتَّصِلْ	لَمْ	مَا	وَكُلُّ

“আর প্রত্যেক হাদিস, যার সনদ কোনো অবস্থায় মুত্তাসিল হয় না, তাই মুনকাতি‘”। এ কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের অষ্টাদশ প্রকার মুনকাতি‘। হাদিসের এ প্রকারের সম্পর্ক সনদের সাথে।

مُنْقَطِعُ এর আভিধানিক অর্থ: কর্তিত ও বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ, যেমন বলা হয়: العضو المنقطع عن الجسد ‘শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ’। ইনকিতা‘র কারণে সনদের দু’প্রান্তে ছেদ ঘটে, এক অংশ থেকে অপর অংশ বিচ্ছিন্ন হয়, তাই ইনকিতা‘ বিশিষ্ট সনদকে মুনকাতি‘ বলা হয়।

‘মুনকাতি‘’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: ‘আর যে সকল হাদিসের সনদ কোনো অবস্থাতে মুত্তাসিল হয় না তাই মুনকাতি‘’।

সনদে বিভিন্ন প্রকার ছেদ বা ইনকেতা ঘটে, তবে বিশেষ প্রকার ছেদকে পরিভাষায় ইনকিতা‘ বলা হয়, অন্যান্য ইনকিতার বিভিন্ন নাম রয়েছে। একটি হাদিসকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন প্রকার ‘ইনকিতা’র অনুশীলন করি:

---

[1] وصل এর বহুবচন أوصال অর্থ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। مُنْقَطِعُ الأوصالِ অর্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্নতা। সনদ থেকে রাবির বাদ পড়ার ছিন্নতাকে লেখক শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছিন্নতার সাথে উপমা দিয়েছেন।

قال الإمام البخاري- رحمه الله- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً»

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমাদেরকে বলেছেন ইবরাহিম ইব্‌নুল হারেস, [তিনি বলেন:] আমাদেরকে বলেছেন: ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবু বুকাইর, [তিনি বলেন:] আমাদেরকে বলেছেন: যুহাইর ইব্‌ন মুয়াবিয়াহ আল-জু‘ফি, [তিনি বলেন:] আমাদেরকে বলেছেন: আবু ইসহাক, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালক উম্মুল মুমিনিন জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারেসের ভাই আমর ইব্‌নুল হারেস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় দিরহাম, দিনার, গোলাম, বাঁদি ও কোনো বস্তু রেখে যাননি, তবে তার সাদা খচ্চর, হাতিয়ার ও একটুকরো জমি, যা তিনি সদকা করে গেছেন’।[1]

এ হাদিসে ইমাম ‘বুখারি’র উস্তাদ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পাঁচজন রাবি আছেন। এ সনদের

[1] বুখারি: (২৭৩৯), মুসলিম: (১৬৩৭), তিনি আয়েশা রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, তার সনদে রাবির সংখ্যা ছয়জন।

শুরু ইবরাহিম ইব্‌নুল হারিস এবং শেষ সাহাবি আমর ইব্‌নুল হারেস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু।

সনদের শুরুতে যদি ইনকিতা‘ হয়, অর্থাৎ গ্রন্থকার যদি স্বীয় উস্তাদকে বাদ দেন তাহলে মু‘আল্লাক। বায়কুনি এ প্রকার উল্লেখ করেননি। আমরা সম্পূরক হিসেবে ইনকিতার পর মু‘আল্লাক উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

সনদের শেষে যদি ইনকিতা‘ হয়, অর্থাৎ তাবে‘ঈ যদি সাহাবিকে বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তাহলে মুরসাল। এ সনদে আমর ইব্‌নুল হারেস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উল্লেখ না থাকলে হাদিস মুরসাল হত। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ মানযুমার ষোড়শ পঙক্তির প্রথমাংশে মুরসালের বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে আমরা সবিস্তার আলোচনা করেছি।

সনদের মাঝে ইনকিতা‘ হলে দু’অবস্থা: একজন রাবির ইনকিতা‘ অথবা দু’জন রাবির ইনকিতা‘। একজন রাবির ইনকিতা‘ হলে মুনকাতি‘। দু’জন রাবির ইনকিতা‘ হলে দু’অবস্থা: লাগাতার দু’জন রাবির ইনকিতা‘ অথবা বিচ্ছিন্নভাবে দু’জন রাবির ইনকিতা‘। লাগাতার দু’জন রাবির ইনকিতা‘ হলে মু‘দ্বাল। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ (১৮)নং পঙক্তিতে মু‘দ্বালের বর্ণনা দিয়েছেন।

বিচ্ছিন্নভাবে দু'জন রাবির ইনকিতা' হলে মুনকাতি'। লেখক এ পঙক্তিতে তার সংজ্ঞা দিয়েছেন।

সারাংশ: ইনকিতা' চার প্রকার: ১. সনদের শুরুতে ইনকিতা' হলে মু'আল্লাক। ২. সনদের শেষে ইনকিতা' হলে মুরসাল। ৩. সনদের মাঝ থেকে ক্রমান্বয়ে দু'জন বা অধিক রাবির ইনকিতা' হলে মু'দ্বাল। ৪. সনদের মাঝে একজন বা একাধিক রাবির বিচ্ছিন্নভাবে ইনকিতা' হলে মুনকাতি'।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ মুনকাতি' হাদিসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে ইনকিতার সবক'টি প্রকার দাখিল হয়। হোক সে ইনকিতা' শুরুতে, কিংবা শেষে কিংবা মাঝে। একজনের মাধ্যমে হোক কিংবা দু'জনের মাধ্যমে। ক্রমান্বয়ে হোক কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে, অর্থাৎ মুরসাল, মু'দ্বাল ও মু'আল্লাক সকল প্রকার মুনকাতি' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাই লেখকের সংজ্ঞা যথাযথ হয়নি।

মুনকাতি'র বিশুদ্ধ সংজ্ঞা: 'যে সনদের মধ্য ভাগ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়ে তাই মুনকাতি''। 'সনদের মধ্যভাগ থেকে' বলার কারণে মু'আল্লাক ও মুরসাল বাদ পড়ল, 'বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি' বলার কারণে মু'দ্বাল বাদ পড়ল। এক হাদিসে কখনো একাধিক ইনকিতা' জমা হয়।

একজন রাবির ইনকিতা'র উদাহরণ:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصِيبًا لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ»

"... ... ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মিম্বারে দণ্ডায়মান অবস্থায় বলেন: হে লোক সকল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, কারণ আল্লাহ তাকে বাতলে দিতেন। আর আমাদের সিদ্ধান্ত ধারণা ও চেষ্টা করা"।[1]

ইমাম মুনযিরি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "এ হাদিস মুনকাতি', কারণ ইব্ন শিহাব যুহরি রহ. ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাক্ষাত পাননি, তাই সনদ মুত্তাসিল নয়"।

দু'জন রাবির ইনকিতা'র উদাহরণ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا»

"... ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক নারীকে জোরপূর্বক (ব্যভিচারে) বাধ্য করা হয়েছিল, ফলে তিনি তার থেকে শাস্তি অপসারণ করেন। আর যে তাকে স্পর্শ করেছিল

---

[1] আবু দাউদ: (৩১১৫),

তার উপর তিনি হদ/শাস্তি কায়েম করেন। তিনি তার জন্য মোহর ধার্য করে ছিলেন এটা উল্লেখ করা হয়নি"। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ইমাম বুখারি বলেছেন: হাজ্জাজ ইব্ন আরত্বাত আব্দুল জাব্বার ইব্ন ওয়ায়েল থেকে শ্রবণ করেননি। আব্দুল জাব্বার তার পিতা থেকে শ্রবণ করেনি, তার পিতার মৃত্যুর পর সে জন্ম গ্রহণ করেছে।[1]

মুনকাতি' হাদিসের হুকুম:

ইমাম যুহলি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "মুত্তাসিল হাদিস ব্যতীত মুনকাতি' দ্বারা দলিল দেওয়া বৈধ নয়"।[2] ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "আমাদের ও আহলে ইলমের নিকট মুরসাল দলিল নয়"। এখানে মুরসাল দ্বারা উদ্দেশ্য ছেদ বিশিষ্ট সনদের হাদিস, পারিভাষিক অর্থে মুরসাল উদ্দেশ্য নয়।[3] ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "মুনকাতি' হাদিস কোনো দলিল নয়"।[4] কারণ অনুল্লেখ ব্যক্তির হালত অজ্ঞাত।

---

[1] 'ইলালুল কাবির: (২/৬১৮), হাদিস নং(৬৫০)

[2] কিফায়াহ: (পৃ.৫৬)

[3] আল-জাওয়াহির: (২৪৪)

[4] সুনানুল কুবরা: (৮/৯৮)

মুরসাল ও মুনকাতি‘র পার্থক্য:

১. ইনকিতা‘র বিবেচনায় মুরসাল ও মুনকাতি‘ উভয় সমান, তবে ইনকিতা‘ সনদের শেষে হলে মুরসাল, আর মাঝে হলে মুনকাতি‘।

২. একদল আলেম মুরসালকে দলিল মানেন, পক্ষান্তরে মুনকাতি‘ কারো নিকট দলিল নয়।

৩. সকল মুনকাতি‘কে শাহেদ হিসেবে পেশ করা যায় না, তবে মুরসালকে শাহেদ হিসেবে পেশ করা যায়।

৪. একসময় মুরসাল হাদিসের প্রচলন ছিল, মুহাদ্দিসগণ সেকাহ রাবিও বাদ দিতেন। পক্ষান্তরে কাউকে উল্লেখ করে কাউকে ত্যাগ করা অনুল্লেখ রাবির দুর্বলতা প্রমাণ করে, তাই মুনকাতি‘ হাদিসের প্রচলন কখনো ঘটেনি।

৫. মুনকাতি‘ মুরসাল থেকে অধিক দুর্বল, আর আহলে ইলম মুরসালকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেননি। দ্বিতীয়ত মুনকাতি‘ হাদিসে অনুল্লেখ রাবির মিথ্যা বলার সম্ভাবনা অধিক, কারণ সে উত্তম যুগের নয়। পক্ষান্তরে মুরসাল হাদিসে অনুল্লেখ রাবি উত্তম যুগের, যখন মিথ্যার প্রসার ঘটেনি, তাই তার মিথ্যা বলার সম্ভাবনা কম।

মু‘আল্লাক হাদিস

معلق এর আভিধানিক অর্থ ঝুলন্ত। কোনো বস্তু উপর থেকে ঝুলে নিচ থেকে মাটি স্পর্শ না করলে ‘মু‘আল্লাক’ বলা হয়।

মু‘আল্লাকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “সনদের শুরু থেকে এক বা একাধিক রাবিকে অনুল্লেখ করা হলে মু‘আল্লাক বলা হয়, সকল রাবি অনুল্লেখ থাকলেও মু‘আল্লাক”।

অতএব লেখকের দিক থেকে যদি একজন রাবিকে অনুল্লেখ করা হয়, যিনি লেখকের শায়খ, অথবা দু’জন রাবি যেমন শায়খ ও শায়খের শায়খ, অথবা তিনজন অথবা সকল রাবিকে অনুল্লেখ করে বলা হয়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়, তবুও মু‘আল্লাক। শায়খকে অনুল্লেখ করার উদাহরণ: ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন[1]:

---

[1] মালিক বলেছেন: যায়েদ ইব্ন আসলাম আমাকে বলেছেন, আতা ইব্ন ইয়াসার তাকে বলেছেন, আবু সাঈদ খুদরি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: ‘বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে ও তার ইসলাম সুন্দর হয়, আল্লাহ তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেন, যা সে পূর্বে করেছে। তারপর তাকে প্রত্যেক নেকির পরিবর্তে দশগুণ থেকে সাত শো গুণ পর্যন্ত বদলা দেয়া হয়। আর গুণাহের বদলা তার সমপরিমাণ, তবে আল্লাহ যদি তা ক্ষমা করে দেন’। ‘তাগলিকুত তা‘লিক’: হাদিস নং:(২১) লি ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ।

قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا»

ইমাম বুখারি এ সনদে স্বীয় শায়খকে উল্লেখ করেননি, বরং শায়খের শায়খ ইমাম মালিককে উল্লেখ করেছেন।

সনদহীন 'মু'আল্লাক' যেমন ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন[1]:

بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ: «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ».

এখানে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ পূর্ণসনদ ত্যাগ করে শুধু হাদিস উল্লেখ করেছেন।

মু'আল্লাকের হুকুম: মু'আল্লাক একপ্রকার দুর্বল হাদিস।

বুখারি ও মুসলিমের মু'আল্লাকের হুকুম: বুখারির মু'আল্লাক দু'প্রকার:

১. ইমাম বুখারি কতক হাদিস এক স্থানে মু'আল্লাক উল্লেখ করে অপর স্থানে মুত্তাসিল উল্লেখ করেছেন, এরূপ হাদিস সহি।

---

[1] পেশাব ধৌত করা প্রসঙ্গে অধ্যায়। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন: যে পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। তবে তিনি মানুষের পেশাব ব্যতীত কিছু উল্লেখ করেননি।

২. কতক হাদিস তিনি মু‘আল্লাক উল্লেখ করেছেন, কোথাও মুত্তাসিল করেননি। এ জাতীয় হাদিস দু’ভাগে বিভক্ত:

ক. দৃঢ়তাজ্ঞাপক কর্তবাচ্যের ক্রিয়ার মু‘আল্লাক, যা প্রমাণ করে ‘মু‘আল্লাক’টি তার নিকট সহি, কিন্তু যারা তার এ জাতীয় ‘মু‘আল্লাকে’র সনদ উল্লেখ করেছেন, তাদের থেকে জানা যায়, কতক তার শর্ত মোতাবেক সহি ও কতক তার শর্ত মোতাবেক সহি না হলেও অন্যদের শর্ত মোতাবেক সহি। কতক মু‘আল্লাক হাসান। আরও কতেক হাদীস রাবির কারণে দ্বা‘ঈফ না হলেও ইনকিতার কারণে দ্বা‘ঈফ। কারণ সেগুলো কোথাও সনদসহ বর্ণিত হয় নি।

খ. অদৃঢ়তাজ্ঞাপক কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার মু‘আল্লাক, যার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা স্পষ্ট নয়, তবে তাতে সহি ও গায়রে সহি উভয় আছে।

সহি মুসলিমের মু‘আল্লাক:

সহি মুসলিমে ‘মু‘আল্লাক’ হাদিসের সংখ্যা খুব কম। ইব্নুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহ্ "صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط" গ্রন্থে হাফেয আবু আলি গাসসানি রাহিমাহুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, সহি মুসলিমে মাত্র ১৪-টি মুনকাতি‘ রয়েছে, মুনকাতি‘ অর্থ মু‘আল্লাক। পরবর্তীতে মুসলিম নিজে সেগুলো মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন, একটি হাদিস ব্যতীত। অতএব মুসলিমের মুকাদ্দামাহ ব্যতীত কোথাও মু‘আল্লাক নেই।

মু‘দ্বাল ও মুদাল্লাস হাদিস

وَمَا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ		وَالْمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ
يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَأَنْ		الأَوَّلُ الإسْقَاطُ لِلشَّيْخِ وَأَنْ
أَوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لا يَنْعَرِفْ		وَالثَّانِ لا يُسْقِطُهُ لَكِنْ يَصِفْ

“আর যার থেকে দু’জন রাবি পতিত তাই ‘মু‘দ্বাল’। আর মুদাল্লাস হিসেবে যা এসেছে তা দু’প্রকার। প্রথম প্রকার: নিজ শায়খকে ফেলে দেওয়া এবং শায়খের শায়খ থেকে عَنْ বা أَنْ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা। দ্বিতীয় প্রকার: নিজ শায়খকে ফেলে দিবে না, কিন্তু তার এমন বিশেষণ উল্লেখ করা যার দ্বারা সে পরিচিত হবে না”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ঊনবিংশ ও বিংশ প্রকার মু‘দ্বাল ও মুদাল্লাস। হাদিসের এ দু’প্রকারের সম্পর্ক সনদের সাথে।

মু‘দ্বাল হাদিস

معْضَلُ এর আভিধানিক অর্থ মুশকিল ও কঠিন। কঠিন বিষয়কে আরবরা বলে: أَمْرٌ عَضِيلٌ ‘কঠিন বিষয়’। একাধিক রাবি অনুল্লেখ থাকার কারণে মু‘দ্বাল হাদিসও কঠিন হয়। মানুষ তার ভালমন্দ জানে না, তাই তার থেকে উপকৃত হতে পারে না।

‘মু‘দ্বালে’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “যে হাদিসের সনদ থেকে দু’জন রাবি পতিত হয় তাই ‘মু‘দ্বাল’। লেখক দু’জন

রাবির বাদ পড়াকে ক্রমান্বয়ে শর্তারোপ করেননি, তাই এ সংজ্ঞা মুনকাতি‘ ও মু‘দ্বাল উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, কারণ সনদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দু’জন রাবির ইনকিতাকে মুনকাতি‘ বলা হয়, মু‘দ্বাল বলা হয় না। অতএব এ সংজ্ঞা যথাযথ নয়।

উদাহরণত একটি সনদে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চার জন রাবি রয়েছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাবি বিলুপ্ত হলে হাদিস মু‘দ্বাল, কারণ ক্রমান্বয়ে দু’জন রাবি বাদ পড়েছেন। অনুরূপ ক্রমান্বয়ে তিন বা তার অধিক রাবি বিলুপ্ত হলেও মু‘দ্বাল। আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তর থেকে রাবি বিলুপ্ত হলে মুনকাতি‘, কারণ ক্রমান্বয়ে দু’জন রাবি বাদ পড়েনি। সনদের শুরু ও শেষ রাবি বাদ পড়লে হাদিস যথাক্রমে মু‘আল্লাক ও মুরসাল। প্রথম রাবি নেই হিসেবে মু‘আল্লাক, শেষ রাবি নেই হিসেবে মুরসাল। প্রথম থেকে দু’জন রাবি বাদ পড়লে মু‘দ্বাল ও মু‘আল্লাক, আর শেষ থেকে দু’জন রাবি বাদ পড়লে মু‘দ্বাল ও মুরসাল। এ সকল প্রকারই দ্বা‘ঈফ, তবে মু‘দ্বাল অধিক দ্বা‘ঈফ। মু‘দ্বালের উদাহরণ[1]:

[1] মালিকের নিকট পৌঁছেছে যে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাস-দাসীগণ রেওয়াজ অনুযায়ী খাদ্য ও পোশাকের হকদার। মুয়াত্তা ইমাম মালিক: (১৮৩৫)

حَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»

মালিক রাহিমাহুল্লাহ্ তার মুয়াত্তায় হাদিসটি মু'দ্বাল বর্ণনা করেছেন, তবে অপর জায়গায় তিনি মুত্তাসিল বর্ণনা করেছেন, যেমন:

عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ... ...

এ সনদে মালিক ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মধ্যবর্তী মুহাম্মদ ও তার পিতা 'আজলান রয়েছেন। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, উক্ত হাদিস থেকে দু'জন রাবি বাদ পড়েছেন।

মু'দ্বালের হুকুম:

মু'দ্বাল শাহেদ ও মুতাবে' হওয়ার উপযুক্ত নয়।

মুদাল্লাস হাদিস

مدلس শব্দটি تدليس থেকে গৃহীত, যার ধাতু دُلسة অর্থ অন্ধকার। 'তাদলিস' শব্দটি মূলত ব্যবহার হয় কেনাকাটায়। ক্রেতাদের বিভ্রাটে ফেলার জন্য পশু মোটা-তাজা করাকে তাদলিস বলা হয়। অনুরূপ গাভীর স্তনে দুধ জমা করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করাও তাদলিস, কারণ তার দ্বারা ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয়।

তাদলিস দু'প্রকার:

১. তাদলিসুল ইসনাদ ও ২. তাদলিসুস শুয়ুখ। কেউ তাদলিসকে তিনভাগে ভাগ করেছেন, তৃতীয় প্রকার-৩. তাদলিসুত তাসওয়িয়াহ। নিম্নে সংজ্ঞাসহ প্রত্যেক প্রকার প্রদত্ত হল:

১. تدليس الإسناد 'তাদলিসুল ইসনাদ' প্রসঙ্গে লেখক বলেন: নিজ শায়খকে বাদ দিয়ে পরবর্তী শায়খ থেকে عن বা أن শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা, যেন সনদ মুত্তাসিল বুঝা যায়, যেমন বলা: حدثنا فلان عن فلان كذا অথবা বলা: حدثنا فلان أنَّ فلانا قال كذا এখানে أنَّ তাশদীদ যুক্ত, লেখক কবিতার অন্ত্যমিলের জন্য أن সাকিন যুক্ত উল্লেখ করেছেন।

'তাদলিসুল ইসনাদ' প্রসঙ্গে খতিব, ইব্‌নুস সালাহ, নববি, ইব্‌ন কাসির, ইব্‌নুল মুলাক্কিন ও ইরাকি প্রমুখ বলেন: 'শায়খ থেকে অশ্রুত হাদিস রাবির এমনভাবে বর্ণনা করা যে, শ্রোতাগণ মনে করেন তিনি এ হাদিসও শায়খ থেকে শ্রবণ করেছেন'। অথবা 'রাবি সমকালীন কোনো মুহাদ্দিস থেকে এমনভাবে হাদিস বর্ণনা করবেন, যার সাথে তার সাক্ষাত হয়নি, যেন শ্রোতাগণ মনে করেন তিনি তার থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন'।[1]

সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "আলেমগণ মুদাল্লিসদের নির্দিষ্ট করে ফেলেছেন, তাই এ নিয়ে অধিক ঘাটাঘাটি করা ফলদায়ক

[1] আল-জাওয়াহির: (পৃ.২৫৮)

নয়, তবে এখনো কতক মুদাল্লিসকে জানা সম্ভব, যাদেরকে তারা মুদাল্লিসদের কাতারে শামিল করেননি, কারণ তাদের তাদলিস খুব কম। আল্লাহ ভালো জানেন”।[1]

২. تدليس الشيوخ ‘তাদলিসুশ শুয়ুখ’ প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “রাবি নিজ শায়খকে উহ্য করবে না ঠিক, তবে তার অপরিচিত গুণ বর্ণনা করবে, যা তাকে চিহ্নিত করবে না”। অর্থাৎ মুদাল্লিস শায়খকে উল্লেখ না করে তার উপাধি, গুণাগুণ, পদবী বা উপনাম উল্লেখ করবে, যার ফলে মানুষের নিকট সে পরিচিত হবে না, অজ্ঞাতই থাকবে।

এ প্রকার সনদ পূর্বোক্ত তাদলিসুল ইসনাদ অপেক্ষা কম দোষণীয়। যদি রাবি শায়খের দুর্বলতার কারণে এরূপ করে তাহলে খিয়ানত। মুদাল্লিসের শায়খের কারণে কখনো তাদলিসুল ইসনাদ নিকৃষ্টতর, কখনো হয় তাদলিসুস শুয়ুখ, তবে স্বাভাবিক হালতে তাদলিসুল ইসনাদ নিন্দনীয়। কারণ তাদলিসুস শুয়ূখে অনুল্লেখ রাবি জানা অধিকতর সহজ, যা তাদলিসুল ইসনাদে সম্ভব নয়।

৩. تدليس التسوية তাদলিসুত তাসওয়িয়াহ লেখক উল্লেখ করেননি। এ প্রকারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে হাফেয ইরাকি রহ. বলেন:

---

[1] আল-জাওয়াহির: (পৃ.২৬০)

‘মুদাল্লিস’ একটি হাদিস বর্ণনার ইচ্ছা করে, যা সে তার সেকাহ শায়খ থেকে শ্রবণ করেছে, কিন্তু তার সেকাহ শায়খ শ্রবণ করেছে দুর্বল শায়খ থেকে, মুদাল্লিস এখানে শায়খের শায়খ তথা দুর্বল শায়খকে ফেলে অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে, যেন বুঝা যায় সনদের সকল রাবি সেকাহ। কখনো বয়স কমের কারণে মুদাল্লিস শায়খের শায়খকে ফেলে দেয়, যদিও সে সেকাহ হয়।

‘আলায়ি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “এ প্রকার তাদলিস সাধারণত রাবির দুর্বলতার কারণে করা হয়। এ তাদলিস নিকৃষ্ট ও সবচেয়ে খারাপ, তবে অন্যান্য প্রকারের তুলনায় তার সংখ্যা কম”।[1] সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “এখানে কম দ্বারা উদ্দেশ্য তাদলিসুল ইসনাদ ও তাদলিসুস শুয়ূখ অপেক্ষা কম, কিন্তু যারা এতে লিপ্ত হয়েছে তাদের সংখ্যা কম নয়। আমার নিকট তাদের সংখ্যা (১৯) পর্যন্ত রয়েছে।[2]

তাদলিস করার কারণ:

তাদলিস করে রাবি কখনো নিজেকে গোপন করতে চান, যেন কেউ না বলে তিনি অমুক শায়খ থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। কখনো রাজনৈতিক কারণে তাদলিস করা হয়। কখনো শাসক বা

---

[1] আল-জাওয়াহির: (পৃ.২৭৫) গ্রন্থে উদ্ধৃত ‘জামে‘উত তাহসিল’: (১১৭-১১৮) গ্রন্থের বাক্যের সংক্ষিপ্তসার।

[2] আল-জাওয়াহির: (পৃ.২৭৫)

কারো থেকে রাবি নিজের উপর ক্ষতির আশঙ্কা করে তাদলিস করেন। কখনো শায়খের স্মরণ শক্তি কম, বা দীনদারী কম বা তার চেয়ে মর্যাদায় ছোট ইত্যাদি করণে রাবি তাদলিস করেন। শায়খকে উল্লেখ না করার কারণ অনেক, তবে আদিল না হওয়ার কারণে শায়খকে বাদ দেওয়া সবচেয়ে খারাপ। এ জাতীয় তাদলিস হারাম, কারণ হতে পারে হাদিসটি বাদ পড়া রাবির মিথ্যা রচনা। অতএব মুদাল্লিস সেকাহ হলেও তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে শায়খ থেকে শোনার কথা স্পষ্ট বলে।

তাদলিসের বিধান:

তাদলিস করা হারাম, কারণ তাদলিস একপ্রকার ধোঁকা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».

"যে ধোঁকা দিল, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[1] নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বৃষ্টির পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের দোষ গোপনকারীকে বলেছেন, তাহলে হাদিসের সনদের দোষ গোপনকারীর পরিণতি আরো জঘন্য হবে সন্দেহ নেই। তবুও অনেক তাবে'ঈ ও পরবর্তী মনীষীগণ কিছু কারণে তাদলিস করতেন, যার পশ্চাতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিথ্যা সম্পৃক্ত করার দুঃসাহস কিংবা মানুষকে ধোঁকা দেওয়া

---

[1] তিরমিযি: (১২৩২)

ছিল না, বরং ভালো উদ্দেশ্যে ছিল। এ কারণেও আমরা তাদেরকে দায় মুক্ত বলতে পারি না। আমরা বলব: তারা মুজতাহিদ ছিলেন, তারা তাদের ইজতিহাদের সওয়াব পাবেন, কিন্তু তারা যদি প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে দিতেন, তাহলে অনেক ভালো ছিল ও সুন্দর হত সন্দেহ নেই।

শায ও মাকলুব হাদিস

فَالشَّـــاذُ وَالْمَقْلُـــوبُ قِسْـــمَانِ		وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ فِيْهِ الْمَلا
وَقَلْبُ إِسْنَادٍ لِمَتْنٍ قِسْمُ		إِبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ

"আর যেখানে সেকাহ রাবি বৃহৎ সংখ্যক রাবির বিরোধিতা করে তাই শায। আর শাযের অনুগামী মাকলুব দু'প্রকার: সনদের কোনো রাবিকে অপর রাবি দ্বারা পরিবর্তন করা একপ্রকার। আর মতনের জন্য সনদ পরিবর্তন করা আরেক প্রকার"। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের একবিংশ ও দ্বাবিংশ প্রকার শায ও মাকলুব। এ প্রকারের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

শায হাদিস

شاذ শব্দটি شذوذ থেকে গৃহীত, যার অর্থ একাকী, বিচ্ছিন্ন, দলছুট ও নীতি মুক্ত। হাদিসে এসেছে:

«لا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى الضَّلالَةِ أَبَدًا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ».

"আল্লাহ এ উম্মতকে কখনো গোমরাহির উপর একত্র করবেন না, আর জামাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে, অতএব যে দলছুট বা বিচ্ছিন্ন হল, সে জাহান্নামে ছিটকে পড়ল"।[1]

'শায' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "একাধিক সেকাহ রাবির বিপরীত একজন সেকাহ রাবির

---

[1] হাকেম: (৩৫৮), হাদিসটি হাসান কিংবা সহি লি গায়রিহি।

বর্ণনাকে শায বলা হয়”। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ সেকার বিপরীত ملأ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ কওমের নেতৃবৃন্দ ও প্রধান ব্যক্তিবর্গ, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَوۡ كُنَّا كَٰرِهِينَ ٨٨ ﴾ [الاعراف: ٨٧]

“তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহংকার করেছিল তারা বলল, ‘হে শু‘আইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে’। সে বলল, ‘যদিও আমরা তা অপছন্দ করি তবুও?”[1]

হাদিস শাস্ত্রে ملأ বা প্রধান ব্যক্তিবর্গ হলেন অধিক সেকাহ রাবিগণ, যাদের আদালত ও দ্বাবত সবার নিকট স্বীকৃত। তাদের একজনকেও ملأ বলা হয়, কারণ তার আদালত, স্মৃতি শক্তি ও যথাযথ হাদিস সংরক্ষণ করা, তার নিম্নপর্যায়ের একাধিক রাবির আদালত, স্মৃতি শক্তি ও যথাযথ হাদিস সংরক্ষণ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও অধিক নির্ভুল। এ জন্য একলা ইবরাহিম ‘আলাইহিস সালামকে উম্মত বলা হয়েছে, অথচ উম্মত অর্থ একটি জাতি। ইরশাদ হচ্ছে:

[1] [সূরা আরাফ: (৮৮)]

﴿ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٢٠ ﴾ [النحل: ١٢٠]

“নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না”।[1] অতএব সেকাহ রাবি অপেক্ষাকৃত কম সেকাহ রাবির বিবেচনায় أولى বা জামাত। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে একশব্দ দ্বারা শাযের দু’প্রকারকে নির্দেশ করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেকাহ রাবি যদি অধিক সেকাহ বা একাধিক সেকাহ রাবির বিরোধিতা করে, তাহলে তার বর্ণিত হাদিস শায।

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ শাযের সংজ্ঞায় বলেন:

"مخالفة المقبول لمن هو أولى منه" (النزهة:صـ٩٨)

“মাকবুল রাবির তার চেয়ে উত্তম রাবির বিরোধিতা করা শায”।[2] এখানে মাকবুল দ্বারা উদ্দেশ্য সহি ও হাসান হাদিসের রাবি, আর উত্তম দ্বারা উদ্দেশ্য এক বা একাধিক সেকাহ রাবি। অর্থাৎ মাকবুল রাবি একাধিক মাকবুল কিংবা অধিক সেকাহ রাবির বিরোধিতা করলে তার হাদিস শায।

---

[1] [সূরা নাহাল: (১২৭)]

[2] আন-নুযহাহ: (পৃ.৯৮)

বিরোধিতা দ্বারা উদ্দেশ্য:

মানযুমার ব্যাখ্যাকার সুলাইমানি রহ. বলেন: "বিরোধিতার অর্থ শব্দের বৃদ্ধি, যাতে অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে। মকবুল রাবির হাদিসে যদি সেকাহ রাবির তুলনায় অতিরিক্ত শব্দ থাকে তাই শায। উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হোক বা না-হোক। এটা বিজ্ঞ মুহাদ্দিসদের অভিমত।

কেউ বলেন: সেকাহ রাবির হাদিস যদি মকবুল রাবির হাদিসের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে মকবুল রাবির হাদিস শায, নচেৎ নয়। এ কথা ঠিক নয়। এ সংজ্ঞা মোতাবেক শাযের উদাহরণ পাওয়া দুষ্কর। ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের নিকট এমন শায নেই যার সাথে মাহফুযের সমন্বয় করা সম্ভব নয়। 'ইলালের উপর লিখিত গ্রন্থসমূহ দেখলে অনুমিত হয় যে, তারা এমন অনেক বৃদ্ধির উপর শাযের বিধান আরোপ করেছেন, যেখানে মূল বর্ণনার সাথে তার কোনো বিরোধ নেই, বরং কতক শায মূল হাদিসের সম্পূরক, তবুও তারা শায বলেছেন, যেমন কুকুরে চাটা পাত্রকে পবিত্র করার হাদিসে فَلْيُرِقْهُ শব্দের বৃদ্ধিকে মুহাদ্দিসগণ শায বলেছেন"।[1] ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[1] আল-জাওয়াহিরুস সুলাইমানিয়াহ: (৩০২-৩০৩)

وَسَلَّمَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ »

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرِقْهُ

এ হাদিসে ইমাম মুসলিমের উস্তাদ আলি ইব্‌ন হুজর আসসা'য়েদি; তার উস্তাদ আলি ইব্‌ন মুসহির; তার উস্তাদ আ'মাশ; তার উস্তাদ আবু রাযিন ও আবু সালেহ; তার উস্তাদ সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ»

"যখন তোমাদের কারো পাত্র কুকুর চাটে, সে যেন তাতে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয়, অতঃপর সাতবার তা ধুয়ে নেয়"। এ হাদিসের অপর সনদে মুসলিমের উস্তাদ: মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ; তার উস্তাদ ইসমাইল ইব্‌ন যাকারিয়্যা; তার উস্তাদ আ'মাশ; অতঃপর সনদ পূর্ববৎ, কিন্তু আ'মাশ থেকে ইসমাইল ইব্‌ন যাকারিয়্যা فَلْيُرِقْهُ শব্দ বলেননি।[1]

'আ'মাশে'র দু'জন ছাত্র: আলি ইব্‌ন মুসহির ও ইসমাইল ইব্‌ন যাকারিয়্যা। তাদের থেকে সনদ দু'ভাগ হয়েছে। মুসলিম বলেন: দু'জনের সনদ ও হাদিস হুবহু এক, তবে ইসমাইল فَلْيُرِقْهُ শব্দ

[1] মুসলিম: (২৭৯)

বৃদ্ধি করেননি, যা আলি ইব্‌ন মুসহির বৃদ্ধি করেছেন। উভয়ের হাদিসে পার্থক্য শুধু এখানেই।

আলি ও ইসমাইল উভয়ে সমপর্যায়ের রাবি, তবে ইসমাইলের অনেক মুতাবে' ও অনুসারী হাদিস রয়েছে, যা আলি ইব্‌ন মুসহিরের পক্ষে নেই, স্বয়ং মুসলিম ইসমাইলের স্বপক্ষে তিনটি মুতাবে' উল্লেখ করেছেন, যেগুলোয় فَلْيُرِقْهُ শব্দের বৃদ্ধি নেই, যথা:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

"তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর পান করে, সে যেন তা সাতবার ধৌত করে"।[1]

দ্বিতীয় মুতাবি':

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»

"তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর চাটে, তার পবিত্রতা হচ্ছে পাত্রটিকে সাতবার ধোয়া, প্রথমবার মাটি দ্বারা"।[2]

---

[1] মুসলিম: (২৮০)

[2] মুসলিম: (২৮১)

তৃতীয় মুতাবি‘:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

“তোমাদের কারো পাত্রের পবিত্রতা, যখন কুকুর তাতে চাটে, পাত্রটিকে সাতবার ধোয়া”।[1]

চতুর্থ মুতাবি‘: ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»

“যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে পান করে, সে যেন তা সাতবার ধৌত করে”।[2]

এখানে ইসমাইল ইব্‌ন যাকারিয়্যার অনুসারী চারটি মুতাবে‘ বা অনুসারী হাদিস দেখলাম, কেউ আলি ইব্‌ন মুসহিরের ন্যায় فَلْيُرِقْهُ শব্দের বৃদ্ধি করেননি।

হাফেয ইব্‌ন হাজার বলেন: “ইমাম নাসায়ি বলেন: আমাদের জানা মতে এ হাদিসে فَلْيُرِقْهُ শব্দ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আলি ইব্‌ন মুসহিরের

---

[1] মুসলিম: (২৮২)

[2] বুখারি: (১৭২)

কোনো মুতাবে‘ বা অনুসারী হাদিস নেই। হামযাহ আল-কিনানি বলেন: ‘আলি ইব্‌ন মুসহিরের হাদিস মাহফুয নয় [অর্থাৎ শায], ইব্‌ন আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘আ‘মাশে’র হাফেয ছাত্র শু‘বা ও আবু মু‘আবিয়া এ শব্দ বৃদ্ধি করেননি। ইব্‌ন মানদাহ বলেন: আলি ইব্‌ন মুসহির ব্যতীত কোনো সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ শব্দের বৃদ্ধি জানা যায়নি”।[1]

আমরা ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহু থেকে জানলাম যে, মুহাদ্দিসগণ আলি ইব্‌ন মুসহিরের বৃদ্ধিকে শায বলেছেন, অথচ উভয় বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই। দ্বিতীয়ত কুকুরে চাটা পাত্র পবিত্র করার পূর্বে পানি ফেলে দেওয়া জরুরি, যা فَلْيُرِقْهُ শব্দের অর্থ, কারণ কুকুরে চাটা বস্তু পাত্রে রেখে পবিত্র করা সম্ভব নয়, তবুও فَلْيُرِقْهُ শব্দের বৃদ্ধিকে আলেমগণ শায বলেছেন। অতএব আমাদের নিকট প্রমাণিত হল যে, মাকবুল রাবি যদি একাধিক সেকাহ কিংবা তার চেয়ে উত্তম রাবির বিপরীত কোনো শব্দ বৃদ্ধি করেন, যার অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে তাই শায, যেমন এখানে আলি ইব্‌ন মুসহির বর্ণিত فَلْيُرِقْهُ শব্দ শায।

এ উম্মতের প্রথম যুগের আলেমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত বাণীকে হুবহু সংরক্ষণ করার জন্য কি

[1] ফাতহুল বারি: (৩০১), জাওয়াহিরি থেকে নেয়া।

পরিমাণ চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করেছেন, দেখলে অবাক লাগে। দীনের দুশমন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রু ব্যতীত কেউ উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না।

আজান পরবর্তী দো'আয় إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ বৃদ্ধি শায:

قال الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ، اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

আমরা এ সনদে দেখছি: ইমাম বুখারির উস্তাদ আলি ইব্ন 'আইয়াশ; তার উস্তাদ শু'আইব ইব্ন আবু হামযাহ; তার উস্তাদ মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির; তার উস্তাদ সাহাবি জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে কেউ আযান শ্রবণ করার পর বলল:

«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ»

কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার জন্য অবধারিত হয়ে

গেল”।[1]

قال الإمام الترمذي –رحمه الله- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

এ সনদে দেখছি ইমাম তিরমিযির উস্তাদ দু’জন: মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহাল ইব্‌ন আসকার বাগদাদি ও ইবরাহিম ইব্‌ন ইয়া‘কুব;[2] অতঃপর সাহাবি পর্যন্ত ইমাম বুখারি ও তার সনদ পূর্ববৎ। ইমাম তিরমিযি (মৃ.২৫৬হি.) ও ইমাম বুখারি (মৃ.২৫৬হি.) উভয়ে সমবয়সী ও এক যুগের, তবে তিরমিযি ছিলেন ছাত্র ও বুখারি ছিলেন উস্তাদ। এ হাদিস ইমাম তিরমিযি ইমাম বুখারি ব্যতীত অপর দু’উস্তাদ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহাল ও ইবরাহিম ইব্‌ন ইয়াকুব থেকে নিয়েছেন।

قال الإمام أبو داود –رحمه الله- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ

---

[1] বুখারি: (৬১৪), দো‘আর অর্থ: ‘হে আল্লাহ, এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু, আপনি মুহাম্মদকে উসিলা ও ফযিলত দান করুন এবং তাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি করেছেন’।

[2] তিরমিযি: (২১১)

بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

এ সনদে দেখছি ইমাম আবু দাউদ (মৃ২৭৫হি.) এর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ্ (মৃ২৪১হি.);[1] তারপর থেকে বুখারি, তিরমিযি ও আবু দাউদের সনদ পূর্ববৎ।

قال الإمام النسائي –رحمه الله- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

এ সনদে দেখছি ইমাম নাসায়ির উস্তাদ আমর ইব্‌ন মানসুর;[2] তারপর থেকে বুখারি, তিরমিযি, আবু দাউদ ও নাসায়ির সনদ পূর্ববৎ।

قال الإمام ابن ماجة –رحمه الله- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْأَلْهَانِيُّ،

---

[1] আবু দাউদ: (৫২৯)

[2] সুনানুস সুগরা লিন নাসায়ি: (৬৮০), সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি (১৬৩০) ও (৯৪৮২)

حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

এ সনদে দেখছি ইব্‌ন মাজাহ রাহিমাহুল্লাহর উস্তাদ তিনজন: মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালিদ দিমাশকি ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল হুসাইন;[1] তারপর থেকে বুখারি, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইব্‌ন মাজার সনদ পূর্ববৎ। সবার সনদে আলি ইব্‌ন আইয়াশ আছেন। তারা ব্যতীত ইব্‌ন খুযাইমাহ, ইব্‌ন হিব্বান ও অনেক মুহাদ্দিস অভিন্নভাবে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[2] ইমাম বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ্ (মৃ.৪৫৮হি.) সুনানে সাগির গ্রন্থে তাদের সবার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেন:

قال الإمام البيهقي –رحمه الله- في السنن الصغير- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيُّ، قَالا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ،

---

[1] ইব্‌ন মাজাহ: (৭২২)

[2] ইব্‌ন খুযাইমাহ রহ. এর উস্তাদ মুসা ইব্‌ন সাহাল রামলি, তার উস্তাদ আলি ইব্‌ন আইয়াশ। ইব্‌ন হিব্বান রহ. এর উস্তাদ ইব্‌ন খুযাইমাহ' ; তার উস্তাদ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, তার উস্তাদ আলি ইব্‌ন 'আইইয়াশ। সহি ইব্‌ন খুযাইমাহ' : (৪২১), সহি ইব্‌ন হিব্বান: (১৭২৩)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي».

এ হাদিসে দো'আর শেষে إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ অতিরিক্ত রয়েছে।[1] অথচ তার সনদেও আলি ইব্‌ন আইয়াশ আছেন, যার পর থেকে সবার সনদ পূর্ববৎ।

আলি ইব্‌ন আইয়াশের ছাত্রগণ:

১. ইমাম বুখারি;

২. মুহাম্মদ ইব্‌ন সাহাল ইব্‌ন আসকার বাগদাদি ও ইবরাহিম ইব্‌ন ইয়াকুব, তাদের ছাত্র ইমাম তিরমিযি;

৩. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল, তার ছাত্র ইমাম আবু দাউদ;

৪. আমর ইব্‌ন মানসুর, তার ছাত্র ইমাম নাসায়ি;

৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালিদ দিমাশকি ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল হুসাইন, তাদের ছাত্র ইমাম ইব্‌ন মাজাহ;

৬. মুসা ইব্‌ন সাহাল রামলি, তার ছাত্র ইব্‌ন খুযাইমাহ;

৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, তার ছাত্র ইব্‌ন খুযাইমাহ, তার ছাত্র

---

[1] সুনানুস সাগির লিল বায়হাকি: (১/৪০৯), হাদিস নং: (১৭৫৯), সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি: (১৪৮)

ইব্ন হিব্বান। তারা কেউ আযান পরবর্তী দো'আয় إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ বৃদ্ধি বর্ণনা করেননি।

তাদের সবার বিরোধিতা করে 'আলি ইব্ন 'আইয়াশের অপর ছাত্র মুহাম্মদ ইব্ন 'আউফ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ বৃদ্ধি করেছেন, যদিও তিনি সেকাহ ও নির্ভরযোগ্য। তার থেকে আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কুব, তার থেকে হাকেম আবু আব্দুল্লাহ ও আবু নাসর আহমদ ইব্ন আলি ইব্ন আহমদ আল-ফামি এবং তাদের থেকে ইমাম বায়হাকি বর্ণনা করেছেন। অতএব বায়হাকির বর্ণনা শায ও গায়রে মাহফুয। এখানে বৃদ্ধি ঘটেছে 'আলি ইব্ন 'আইয়াশের ছাত্র মুহাম্মদ ইব্ন 'আউফ থেকে, কারণ তার দু'জন ছাত্র: আবুল আব্বাস ও হাকেম থেকে বায়হাকি অভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

আযান পরবর্তী দো'আয় وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ বৃদ্ধি শায:

ইমাম নাসায়ির ছাত্র ইব্নু সুন্নি[1] (মৃ.৩৬৪হি.) তাদের সবার বিরোধিতা করে বর্ণনা করেন:

قال الإمام ابن السني –رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

[1] 'আমালুল ইওয়াম ওয়াল লাইলাহ': লি ইব্নুস সুন্নি: (৯৬)

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

এ সনদে আযান পরবর্তী দো'আয় وَالْفَضِيلَةَ শব্দের পর وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ বাক্যের বৃদ্ধি ঘটেছে। অথচ এ সনদেও 'আলি ইব্ন 'আইয়াশ আছেন, তার থেকে 'আমর ইব্ন মানসুর, তার থেকে আবু আব্দুর রহমান, তথা ইমাম নাসায়ি। আমরা পূর্বে দেখেছি ইমাম নাসায়ি তার সুনান গ্রন্থে স্বীয় উস্তাদ 'আমর ইব্ন মানসুর থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেখানে وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ শব্দের বৃদ্ধি নেই। তাই আমরা নিশ্চিত 'আলি ইব্ন 'আইয়াশের ছাত্র 'আমর ইব্ন মানসুর কিংবা তার ছাত্র ইমাম নাসায়ি থেকে বৃদ্ধি ঘটেনি, খুব সম্ভব ইব্ন সুন্নি থেকে এ বৃদ্ধি ঘটেছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

মুদ্দাকথা: ইব্ন সুন্নির বর্ণনা বায়হাকিসহ সকল মুহাদ্দিসের বিপরীত, অনুরূপ বায়হাকির বর্ণনা ইব্ন সুন্নিসহ সকল মুহাদ্দিসের বিপরীত, তাই তাদের বর্ণনা শায, যা একপ্রকার দুর্বল হাদিস; পক্ষান্তরে ইমাম বুখারি প্রমুখদের বর্ণনা মাহফুয ও সহি। অতএব আযানের দো'আয় এ দু'টি শব্দ বৃদ্ধি করা দুরস্ত নয়।

মুসলিমের হাদিসে لَا يَرْقُونَ শব্দের বৃদ্ধির শায:

قال الإمام مسلم –رحمه الله- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: ... ... وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « ... ... هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

... ... তবে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদেরকে বলেন, তিনি বলেছেন: "তারাই, যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, ঝাড়-ফুঁক তলব করে না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না এবং তাদের রবের উপর তারা তাওয়াক্কুল করে"।[1]

قال الإمام البخاري –رحمه الله- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

... ... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মত থেকে শত্তুর হাজার বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যারা ঝাড়-ফুঁক তলব

---

[1] মুসলিম: (২২১)

করে না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না এবং তাদের রবের উপর তারা তাওয়াক্কুল করে”।[1]

আমাদের সামনে ইমাম মুসলিম ও বুখারির দু’টি সনদে একটি হাদিস বিদ্যমান। মুসলিমের সনদে لَا يَرْقُونَ রয়েছে, যা ইমাম বুখারির সনদে নেই। উভয় ইব্‌ন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাই হাদিস এক। ইব্‌ন আব্বাস (মৃ.৬৮হি.); এর ছাত্র সা‘ঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (মৃ.৯৫হি.); তার ছাত্র হুসাইন ইব্‌নে আব্দুর রহমান (মৃ.১৩৬হি.); তার ছাত্র দু’জন: শু‘বা (মৃ.১৬০হি.) ও হুশাইম (মৃ.১৮৩হি.) থেকে বুখারি ও মুসলিমের সনদ ভাগ হয়েছে। শু‘বার ছাত্র রাওহু ইব্‌নু উবাদাহ (মৃ২০৫হি.), তার ছাত্র ইসহাক (মৃ২৫১হি.), তার ছাত্র ইমাম বুখারি (মৃ.২৫৬হি.)। আর হুশাইমের ছাত্র সা‘ঈদ ইব্‌ন মানসুর (মৃ.২২৭হি.); তার ছাত্র ইমাম মুসলিম (মৃ.২৬১হি.)।

---

[1] বুখারি: (৬৪৭২), এ হাদিসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবু সুলাইমান খাত্তাবি রহ. প্রমুখগণ বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এবং তার সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে এসব চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করে সে এ হাদিসের উদ্দেশ্য। এটা পরিপক্ক ঈমানের অধিকারীদের মর্যাদা”। কাদি ইয়াদ রহ. বলেন: “হাদিসের স্পষ্ট অর্থ ও দাবি সেঁকা ও ঝাঁড়-ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা ও অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির হুকুম এক”। নবী সা. বৈধতা প্রমাণের জন্য চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন ও তার অনুমতি প্রদান করেছেন। ফাতহুল বারি লি ইব্‌ন হাজার রহ.।

হাদিসটি ইমাম বুখারি নিয়েছেন হুসাইনের ছাত্র শু‘বা থেকে, ইমাম মুসলিম নিয়েছেন হুসাইনের ছাত্র হুশাইম থেকে। হুশাইমের হাদিসে لَا يَرْقُونَ রয়েছে, শু‘বার হাদিসে যা নেই। যদিও উভয়ই সেকাহ[1], তবে হুশাইম অপেক্ষা শু‘বা অধিক সেকাহ, তাই শু‘বার হাদিস মাহফুয ও হুশাইমের বৃদ্ধি শায। দ্বিতীয়ত শু‘বার স্বপক্ষে শাহেদ ও মুতাবি‘ রয়েছে, যা হুশাইমের পক্ষে নেই।[2] অতএব হুশাইমের لَا يَرْقُونَ বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য নয়।

শায়খুল ইসলাম ইব্নে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: لَا يَرْقُونَ বৃদ্ধি শায, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম ঝাড়ফুঁক করেছেন, অতএব মতনের এ বাক্য

---

[1] ‘শু‘বা’ সম্পর্কে হাফেজ ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “সেকাহ, হাফেযে হাদিস ও ইবাদত গুজার, ইরাকে সর্বপ্রথম তিনি রাবিদের ভালো-মন্দ যাচাই আরম্ভ করেন এবং সুন্নত থেকে মিথ্যা দূরীভূত করেন”। ‘হুশাইম’ সম্পর্কে তিনি বলেন: “সেকাহ, হাদিসের সুদৃঢ় ইমাম, অধিক তাদলিস ও সূক্ষ্ম ইরসালে অভ্যস্ত। তিনি হাদিসের ইমাম, তার আদালত সম্পর্কে সবাই একমত, তবে তার তাদলিস প্রসিদ্ধ ছিল। সকল ইমাম তাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন”। দেখুন: তাহযিবুত তাহযীব, লি ইব্ন হাজার রহ.।

[2] অধিকন্তু ইমাম বুখারি রহ. হুসাইন ইব্ন আব্দুর রহমানের দু’জন ছাত্র: হুশাইম এবং মুহাম্মদ ইব্ন ফুদাইল সূত্রে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাতে لَا يَرْقُونَ শব্দের বৃদ্ধি নেই। বুখারি: (৬৫৪১); অনুরূপ ইমাম মুসলিম সাহাবি ‘ইমরান ইব্ন হুসাইন থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন তাতে لَا يَرْقُونَ শব্দের বৃদ্ধি নেই। অতএব শাহেদ ও মুতাবি‘ থাকার ফলে শু‘বার হাদিস আরো শক্তিশালী। দেখুন: মুসলিম: (২২০) ও (২২১)

হাদিস হতে পারে না। ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে ইমাম বুখারি[1] বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং বলতেন: নিশ্চয় তোমাদের পিতা ইবরাহিম নিম্নের বাক্যগুলো দ্বারা ইসমাইল ও ইসহাককে ঝাঁড়ফুক করতেন: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

জ্ঞাতব্য: অপরকে ঝাড়-ফুঁক করা ও অপরের নিকট তলব করা এক নয়। কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক ঝাঁড়-ফুককারী অপরকে উপকার করে, যা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, কিন্তু ঝাড়-ফুঁক তলবকারী অপরের নিকট নিজের প্রয়োজন পেশ করে, যা বৈধ হলেও উঁচু পর্যায়ের তাওয়াক্কুল পরিপন্থী।

এ হাদিসে দু'টি দোষ: একটি সেকাহ রাবির বিরোধিতা অপরটি ইল্লত। হুশাইম لَا يَرْقُونَ শব্দ বৃদ্ধি করে তার চেয়ে অধিক সেকাহ

[1] বুখারি: (৩৩৭১)

রাবির বিরোধিতা করেছেন তাই তার হাদিস শায; দ্বিতীয়ত এ শব্দ প্রমাণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীলের কর্ম উঁচু পর্যায়ের তাওয়াক্কুল পরিপন্থী ছিল তাই হাদিসটি মু‘আল্।

এক হাদিস অপর হাদিসের কারণে শায হয়:

শাযের জন্য এক হাদিস হওয়া জরুরি নয়, কখনো ভিন্ন দু’টি হাদিস একটির কারণে অপরটি শায হয়, যেমন:

قال الإمام أبو داود -رحمه الله- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ، فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا»

“… … আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন শাবানের অর্ধেক হয়, তোমরা সিয়াম রেখ না”।[1] আবু দাউদসহ অন্যান্য সুনান

[1] আবু দাউদ: (২৩৩৭) এ হাদিস অভিন্ন অর্থ ও ভিন্নভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন: ইমাম তিরমিযি, নাসায়ি, ইব্ন মাজাহ, আহমদ, ইব্ন হিব্বান, বায়হাকি, আব্দুর রাজ্জাক, ইব্নে আবি শায়বাহ ও ইমাম তাহাবি রহ. প্রমুখগণ। সবার সনদে ক্রমান্বয়ে শেষের তিনজন রাবি হলেন: ‘আলা, আব্দুর রহমান ও সাহাবি আবু হুরায়রা রা.। অর্থাৎ আবু হুরায়রা রা. থেকে আব্দুর রহমান এবং তার থেকে তার ছেলে ‘আলা বর্ণনা করেছে হাদিসটি। ইমাম নাসায়ি রহ. বলেন: “আমাদের জানা মতে ‘আলা ইব্ন আব্দুর রহমান ব্যতীত কেউ এ হাদিস বর্ণনা করেনি”। সুনানুল কুবরা: (২৯২৩), ইমাম

গ্রন্থকারগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অনেকের নিকট হাদিসটি সহি, তাই তারা শাবানের শেষার্ধে সিয়াম রাখা মাকরুহ বলেন, তবে যার সিয়াম রাখার অভ্যাস আছে তার পক্ষে মাকরুহ নয়।

ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন: "হাদিসটি শায, কারণ অন্যান্য সহি হাদিস তার পরিপন্থী, তাই সিয়াম রাখা মাকরুহ নয়"। তিনি বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»

"তোমরা এক দিন অথবা দু'দিনের সিয়াম দ্বারা রমযানকে এগিয়ে এনো না, তবে যে পূর্ব থেকে সিয়াম রাখত, সে যেন তাতে সিয়াম রাখে"।[1]

এ হাদিস অধিক সহি তাই মাহফুয, যা প্রমাণ করে রমযানের দু'দিন পূর্বে, তথা শাবানের শেষার্ধে সিয়াম রাখা বৈধ। হাদিস দু'টি আলাদা, তবু আহলে ইলম অধিকতর সহি হাদিসের কারণে অপেক্ষাকৃত কম সহি হাদিসকে শায বলেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শাযের জন্য এক হাদিস হওয়া জরুরি নয়।

তিরমিযি রহ. বলেন: "এ হাদিস অন্য কোনো সনদে আমরা জানি না"। তিরমিযি: (৭৩৮)

[1] আহমদ: (৯৮২৮),

এ ছাড়া অন্যান্য সহি হাদিসও প্রমাণ করে শাবানের শেষার্ধে সিয়াম রাখা বৈধ, যেমন ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন:

«لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

"তোমাদের কেউ রমযানকে একদিন বা দু'দিনের সিয়াম দ্বারা এগিয়ে আনবে না, তবে যে নিজের সিয়াম পালন করত, সে যেন ঐ দিন সিয়াম রাখে"।[1]

এ হাদিস প্রমাণ করে সিয়ামে অভ্যস্ত ব্যক্তির জন্য শাবানের শেষার্ধে সিয়াম পালন করা বৈধ, যেমন কোনো ব্যক্তির অভ্যাস সোম ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করা, অথবা একদিন সিয়াম রাখা ও একদিন ইফতার করা, তার জন্য রমযানের এক-দু' দিন পূর্বে সিয়াম রাখা দোষণীয় নয়, যা يوم الشك বা সন্দেহের দিন নামে পরিচিত। এ দিন ব্যতীত শাবানের শেষার্ধে কারো জন্য সিয়াম রাখা দোষণীয় নয়।

এখানে আমরা শায ও শাযের বিপরীত মাহফুয জানলাম। এ ছাড়া আরো প্রকার রয়েছে, লেখক যা উল্লেখ করেননি, যেমন সেকাহ রাবির বিরোধিতাকারী যদি দুর্বল হয়, তখন তার হাদিসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার শাযের চেয়েও খারাপ, কারণ সে দুর্বল

---

[1] বুখারি: (১৯১৪), মুসলিম: (১০৮২)

হয়েও সবলের বিরোধিতা করেছে। মুনকারের বিপরীত মারূফ। অতএব চার প্রকার হল: শায ও মাহফুয, মুনকার ও মারূফ।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর:

প্রশ্ন হতে পারে: 'শায' একটি সুপ্ত দোষ বা ইল্লত, যা একাধিক সনদ জমা করা ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। অনুরূপ ইদতিরাব, কালব ও ইদরাজ সুপ্ত ইল্লত, যা একাধিক সনদ জমা করা ছাড়া জানা যায় না, তবু কেন মুহাদ্দিসগণ 'সহি'র জন্য শায না হওয়া শর্ত করেছেন, কিন্তু ইদতিরাব, কালব ও ইদরাজ না হওয়া শর্ত করেননি?

উত্তর: মুহাদ্দিসগণ জমহুর ফুকাহার বিপরীত নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন, কারণ তারা 'শায'কে ইল্লত মানেন না, অথচ ইদতিরাব, ইদরাজ ও কালবকে ইল্লত মানেন। তারা সেকাহ রাবির অতিরিক্ত শব্দকে গ্রহণ করেন, যদিও একাধিক সেকাহ রাবির বর্ণিত হাদিস বিরোধী হয়, তবে উভয় বর্ণনা জমা করা অসম্ভব হলে তারাও অতিরিক্ত শব্দ ত্যাগ করেন। মুহাদ্দিসগণ মুত্তাসিল ও মুরসাল বিরোধ হলে অধিক সেকাহ রাবির বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন, কিন্তু ফকিহগণ সমন্বয় করার চেষ্টা করেন।

'শায' এর হুকুম: শায শাহেদ ও মুতাবে' হওয়ার উপযুক্ত নয়।

মাকলুব হাদিস

مقْلوبُ এর আভিধানিক অর্থ উল্টো। কোনো বস্তুর উপরের অংশ নীচে ও নীচের অংশ উপরে হলে 'মাকলুব' বলা হয়, যেমন বলা হয়: الثوبِ المقلوب উল্টো কাপড়। قلبِ 'কালব' ক্রিয়া বিশেষ্য, অর্থ পরিবর্তন। 'মাকলুব' কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ উল্টো।

কালব দু'প্রকার: ১. কালবে সনদ, ২. কালবে মতন।

১. কালবে সনদ প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "সনদের কোনো রাবিকে অপর রাবি দ্বারা পরিবর্তন করা"।

কালবে সনদ দু'প্রকার:

ক. আংশিক কালব ও খ. সম্পূর্ণ কালব।

ক. আংশিক কালব বিভিন্ন প্রকার হয়:

এক. কোনো সনদে এক রাবির জায়গায় অপর রাবিকে উল্লেখ করা আংশিক কালব, যেমন:

قال الإمام البيهقي –رحمه الله- أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ»

এ সনদে সর্বশেষ রাবি সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু; তার ছাত্র আবু সালেহ; তার ছাত্র সুহাইল ইব্‌ন আবু সালেহ; তার

ছাত্র সুফিয়ান[1]; মুহাদ্দিসদের নিকট সনদটি এভাবেই প্রসিদ্ধ, তাদের বিপরীত ইমাম তাবরানি বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا أَبِي، نا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا».

এখানে দেখছি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ছাত্র আবু সালেহ, তার ছাত্র আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ্, তার থেকে হাম্মাদ ইব্নু আমর আন-নাসিবি। হাম্মাদ ইব্ন আমর নাসিবি এ সনদে সুহাইলের জায়গায় আ'মাশকে উল্লেখ করেছে। ইমাম তাবরানি বলেন: "হাম্মাদ ব্যতীত কেউ আ'মাশ থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেনি"।[2] হাম্মাদ ইব্ন 'আমর ইচ্ছাকৃতভাবে সুহাইলের জায়গায় আ'মাশকে উল্লেখ করেছে, হাম্মাদ পরিত্যক্ত রাবি। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[1] সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি রাহিমাহুল্লাহ্ (৯/২০২), হাদিস নং (১৭২২১), আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারি (১১১১), 'হুলইয়াতুল আউলিয়া' লি আবু নুআইম আল-ইসফাহানি (১০১৫৪) গ্রন্থকার প্রমুখগণ সুহাইলের ছাত্র সুফিয়ান থেকে এবং ইব্নুস সুন্নি রাহিমাহুল্লাহ্ (২৪২) সুহাইলের ছাত্র সুফিয়ান ও শুবা দু'জন থেকে বর্ণনা করেছেন।

[2] মুজামুল আওসাত লিত তাবরানি: (৬৩৫৮)

দুই. রাবি ও রাবির পিতার নাম উলট-পালট করা আংশিক কালব, যেমন: 'মুররাহ ইব্‌ন কাব'-কে 'কাব ইব্‌ন মুররাহ' বলা আংশিক কালব বা পরিবর্তন।

তিন. এক তবকার রাবির স্থানে অপর তবকার রাবি উল্লেখ করা আংশিক কালব, যেমন রাবিদের নাম অগ্র-পশ্চাৎ করে উস্তাদকে ছাত্র ও ছাত্রকে উস্তাদ বানানো কিংবা উস্তাদের উস্তাদকে ছাত্রের ছাত্র ও ছাত্রের ছাত্রকে উস্তাদের উস্তাদ বনানো। ইব্‌নু আবি হাতেম 'ইলাল'[1] গ্রন্থে বলেন:

وَسألت أبي عَنْ حديث حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَد بْن عصام الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحنفي، عَنْ سُفْيَانَ ، عَن حكيم بْن سَعْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظبيان، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: " من وَجَدَ فِي بطنه رزًا من بولٍ أو غائطٍ فلينصرف غير متكلم ولا داعي ".

আমার পিতা আবু হাতেমকে আমি একটি হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যা আমাদেরকে বলেছে আহমদ ইব্‌ন ইসাম আল-আনসারি, আবু বকর আল-হানাফি থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি হাকিম ইব্‌ন সাদ থেকে, তিনি ইমরান ইব্‌ন যাবইয়ান থেকে, তিনি সালমান থেকে, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার পেটে পেশাব অথবা পায়খানার প্রয়োজন অনুভব করে, সে যেন কথা ও

---

[1] হাদিস নং: (১৮৫)

ডাকাডাকি ব্যতীত প্রস্থান করে”। আমার পিতা বললেন, এ সনদে কালব হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সনদটি এরূপ:

سُفْيَان، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظبيان، عَن حكيم بْن سَعْدٍ، عَنْ سَلْمَانَ

খ. সম্পূর্ণ কালব:

এক মতনের পূর্ণ সনদ অপর মতনের সাথে জুড়ে দেওয়া, কিংবা তার বিপরীত করা পূর্ণ কালব। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ দ্বিতীয় পঙক্তিতে এ প্রকারের বর্ণনা দিয়েছেন। এ প্রকার কালবকে কালবে মতনও মানা যায়। কারণ, এক সনদের জায়গায় অপর সনদ জুড়ে দিলে যেরূপ কালবে সনদ হয়, অনুরূপ কালবে মতনও হয়, অর্থাৎ এক মতনের জায়গায় অপর মতন স্থাপি হয়। এ হিসেবে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ কলবে সনদ ও কলবে মতন উভয় উল্লেখ করেছেন। বাগদাদে ইমাম বুখারিকে পরীক্ষা করার ঘটনা সম্পূর্ণ কালবের উদাহরণ। ঘটনাটি নিম্নরূপ:

বাগদাদবাসীরা যখন জানল যে, ইমাম বুখারি তাদের নিকট আসছেন, তারা ইমাম বুখারিকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করল। তারা সিদ্ধান্ত নিলো দশজন প্রখর ধী শক্তিমান ব্যক্তি দশটি হাদিস করে মোট একশো হাদিস সনদ পাল্টে বুখারির নিকট পেশ করব। যখন বুখারি আসলেন, মানুষেরা তার নিকট জমা হল। তারা দশটি করে মোট একশো হাদিস পেশ করল। তারা যখন সনদসহ এক একটি হাদিস পেশ করত, বুখারি তাদের উত্তরে বলতেন:

আমি জানি না। এভাবে তারা একশো হাদিস পূর্ণ করল। সাধারণ লোকেরা বলতে লাগল, সে কিছু জানে না, একশো হাদিস পেশ করা হল, প্রত্যেকটির ব্যাপারে সে বলল: আমি জানি না! অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেক হাদিস সঠিক সনদসহ বলা আরম্ভ করলেন। এভাবে তিনি একশো হাদিস শেষ করলেন। এ থেকে তারা জানল যে, সে আসলে আল্লাহর মহান এক কুদরত। তারা সবাই তার বড়ত্বের স্বীকৃতি দিল ও তার সামনে নত হল।

এ জাতীয় কালব সাধারণত পরীক্ষার জন্য করা হয়। কখনো ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়, যেমন কেউ দুর্বল সনদের কোনো হাদিস সহি সনদে প্রচার করল। এটাও এক জাতীয় তাদলিস, তবে কালব থাকার কারণে মাকলুবও।

খ. কালবে মতন: কালবে মতন বিভিন্নভাবে হয়, যেমন:

قال أبوحاتم ابن حبان –رحمه الله- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفيانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ».

ইব্‌ন হিব্বানের[1] এ হাদিসে কালব ও পরিবর্তণ হয়েছে। রাবি এখানে الْقِبْلَةِ এর জায়গায় الشَّامِ এবং الشَّامِ এর জায়গায় الْقِبْلَةِ স্থাপন করেছেন। হাদিসের প্রকৃতরূপ ইমাম বুখারি[2] প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, যেমন:

قال الإمام البخاري –رحمه الله- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ».

কালবে মতনের দ্বিতীয় উদাহরণ:

قال الإمام مسلم –رحمه الله- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جميعا، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ... ».

"সাতজনকে আল্লাহ তা'আলা তার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, ... আর সে

---

[1] সহি ইব্‌ন হিব্বান: (১৪১৮)

[2] বুখারি: (১৪৮), মুসলিম: (২৬৭)

ব্যক্তি যে কোনো সদকা করল এবং সদকাকে সে গোপন করল যে, তার ডান হাত জানেনি তার বাঁ হাত কি খরচ করেছে”।[1]

এখানে ডান হাতের জায়গায় বাঁ হাত ও বাঁ হাতের জায়গায় ডান হাত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতরূপ বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি:

قال الإمام البخاري –رحمه الله- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، ... ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ... ».

“সাতজনকে আল্লাহ তা‘আলা তার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, ... আর সে ব্যক্তি যে কোনো সদকা করল এবং সদকাকে সে গোপন করল যে, তার বাঁ হাত জানেনি তার ডান হাত কি খরচ করেছে”।[2]

এ হাদিসে ডান হাতে খরচ করা ও বাঁ হাতের অজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। এটাই হাদিসের প্রকৃতরূপ।

কালবে মতনের তৃতীয় উদাহরণ:

قال الإمام أبوداود –رحمه الله- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،

---

[1] মুসলিম: (১০৩৩)

[2] বুখারি: (১৪২৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

"যখন তোমাদের কেউ সেজদা করে, সে যেন অবনমিত না হয়, যেরূপ অবনমিত হয় উট, আর সে যেন তার দু'হাত তার দু'হাঁটুর পূর্বে রাখে"।[1]

ইব্‌ন উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ্ 'মানযুমাহ বাইকুনিয়াহ'র ব্যাখ্যায় বলেন: 'এখানে কালব হয়েছে। তার প্রমাণ হাদিসের প্রথমাংশ। হাদিসের প্রথমাংশে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের ন্যায় সেজদা করতে নিষেধ করেছেন। আমরা দেখি উট হাঁটুর পূর্বে প্রথমে হাত রাখে, অর্থাৎ প্রথমে সামনের অংশ নিচু করে, অতঃপর পিছনের অংশ নিচু করে। আপনি যদি আগে হাত ও পরে হাঁটু রাখেন, তাহলে আপনিও উটের ন্যায় সেজদা করলেন, যার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। অতএব যখন আপনি বললেন: "وليضع يديه قبل ركبتيه" হাদিসের প্রথম অংশের খিলাফ করলেন, হাদিসের প্রথম অংশের দাবি: "وليضع ركبتيه قبل يديه" এটাই হাদিসের সঠিকরূপ, যেমন ইমাম তিরমিযি ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন:

---

[1] আবু দাউদ: (৮৪০)

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

... ... ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজুর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি সেজদা করতেন দু'হাতের পূর্বে দুই হাঁটু রাখতেন। আর যখন তিনি উঠতেন দুই হাঁটুর পূর্বে দুই হাত উঠাতেন"।[1] হাসান ইব্‌ন 'আলি হুলওয়ানি সূত্রে ইমাম আবু দাউদ এভাবেই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[2]

অতএব আমরা নিশ্চিত যে, «فلا يبرك كما يبرك البعير» এর দাবি: প্রথমে হাঁটু ও পরে হাত রাখা, কারণ সেজদার স্বাভাবিক ক্রম প্রথমে হাঁটু রাখা। অতঃপর হাত, অতঃপর কপাল ও নাক রাখা।

জ্ঞাতব্য: কলব-এ মতনকে ইব্‌ন জাযারি রাহিমাহুল্লাহ্ منقلب বলেছেন। বালকিনি রাহিমাহুল্লাহ্ معكوس বলেছেন। হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ مُبْدَل বলেছেন।

---

[1] তিরমিযি: (২৬৮)

[2] আবু দাউদ: (৮৩৮)

মাকলুবের হুকুম:

মাকলুব একপ্রকার দ্বা‘ঈফ হাদিস। ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যদি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া স্বেচ্ছায় কালব বা পরিবর্তন করা হয়, তাহলে সেটা মাওদু‘ বা বানোয়াট হাদিসের একপ্রকার। আর যদি অনিচ্ছায় ও ভুলে হয়, তাহলে মাকলুব বা মু‘আল্লাল”।[1] সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘বরং এ জাতীয় হাদিস মাওদুর মতই’।[2] শাহেদ ও মুতাবে‘ হওয়ার উপযুক্ত নয়।

[1] আন-নুযহা: (পৃ.১২৭)

[2] দেখুন: শারহুন নুযহাহ, লিল কারি: (পৃ.৪৮৮)

ফার্‌দ হাদিস

وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدْتَه بِثِقَةٍ		أَوْ جَمْعٍ اوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةٍ

“আর ‘ফার্‌দ’ যা তুমি সংরক্ষণ করেছ একজন সেকাহ থেকে, অথবা বৃহৎ জমাত থেকে অথবা এক সনদ থেকে”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ত্রয়োবিংশ প্রকার ‘ফার্‌দ’।

فَرْدٌ এর আভিধানিক অর্থ বেজোড়।

‘ফার্‌দ’ দু’প্রকার:

১. ফার্‌দে মুতলাক ও ২. ফার্‌দে নিসবি। প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা আলাদা। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ শুধু ফার্‌দে নিসবি উল্লেখ করেছেন। আমরা সম্পূরক হিসেবে ফার্‌দে মুতলাক উল্লেখ করব।

২. ফার্‌দে নিসবি তিন প্রকার:

ক. একজন সেকাহ রাবি থেকে গ্রহণকৃত হাদিস ফার্‌দ, যদিও তার একাধিক গায়রে সেকাহ বা দুর্বল রাবি রয়েছে। অতএব সেকাহ রাবির বিবেচনায় ফার্‌দ, সাধারণ রাবির বিবেচনায় ফার্‌দ নয়। তাই এ প্রকারকে ফার্‌দে নিসবি বা অপেক্ষাকৃত ফার্‌দ বলা হয়, যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদিস[1]:

قال الإمام مسلم –رحمه الله - وحَدَّثَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: " سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ

---

[1] মুসলিম: (৮৯২)

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِـ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ".

এ হাদিসের সনদে সাহাবির স্তরে আছেন আবু ওয়াকেদ আল-লাইসি, তার থেকে উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবাহ, তার থেকে দামরাহ ইব্‌ন সায়িদ; বলা হয়: দামরাহ ইব্‌ন সায়িদ ব্যতীত কোনো সেকাহ রাবি এ হাদিস উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেনি, তাই এ হাদিস ফার্‌দ, তবে নিসবি ও অপেক্ষাকৃত ফার্‌দ, কারণ তার থেকে বর্ণনাকারী একাধিক দুর্বল রাবি রয়েছে।

খ. নির্দিষ্ট দেশ বা নগর বা বংশ থেকে বর্ণিত হাদিস[1], যেমন:

قال الإمام أبوداود- رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ ".

ইমাম হাকেম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "এ হাদিস أُمِرْنَا শব্দ যোগে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু বসরার রাবিগণ বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের সনদে সাহাবির স্তরে আছেন: আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু (মৃ৬৩হি.), তিনি মাদানি; তার থেকে বর্ণনাকারী আবু নাদরাহ (মৃ১০৮হি.), তিনি বসরি; তার থেকে বর্ণনাকারী কাতাদাহ (মৃ১১৭হি.), তিনি বসরি; তার থেকে বর্ণনাকারী হাম্মাম

[1] আবু দাউদ: (৮১৮)

ইব্‌নু ইয়াহইয়া (মৃ১৬৪হি.), তিনি বসরি; তার থেকে বর্ণনাকারী আবুল ওয়ালিদ আত-তায়ালিসি (মৃ২২৭হি.), তিনি বসরি। অর্থাৎ এ হাদিসের সনদের প্রত্যেক রাবি ইমাম আবু দাউদ পর্যন্ত বসরার বাসিন্দা, একমাত্র সাহাবি ব্যতীত। বসরার সকল রাবি এ হাদিস أُمِرْنَا শব্দসহ বর্ণনা করেছেন। তাই এ হাদিস বসরিদের ফার্‌দ।

গ. কোনো শায়খ থেকে একজন রাবির একা কোনো হাদিস বর্ণনা করা, সে ব্যতীত ঐ শায়খ থেকে কেউ তা বর্ণনা করেনি, যদিও অন্যান্য শায়খ থেকে তার একাধিক সনদ রয়েছে। শায়খের একজন ছাত্র থেকে হাদিসটি প্রাপ্ত হিসেবে ফার্‌দ, কারণ তার অন্য কোনো ছাত্র তার থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেনি, তবে নিসবি কারণ অন্যান্য শায়খদের থেকে তাদের ছাত্রগণ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যাদের বিবেচনায় নিলে হাদিস আযিয বা মাশহূর হতে পারে, যেমন:

قال الإمام أبوداود –رحمه الله- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ".

এ হাদিসের সনদে দেখছি: সাহাবির স্তরে আনাস ইব্‌ন মালিক, তার থেকে যুহরি, তার থেকে বকর ইব্‌ন ওয়ায়েল, তার থেকে পিতা ওয়ায়েল ইব্‌ন দাউদ, তার থেকে সুফিয়ান, তার থেকে

হামেদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া, তার থেকে ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ্[1]।

ইব্‌ন তাহের বলেন: এ হাদিস বকর থেকে একমাত্র ওয়ায়েল বর্ণনা করেছেন, তার থেকে শুধু সুফিয়ান। ছেলে বকর থেকে একমাত্র পিতা ওয়ায়েল বর্ণনা করেছেন, তাই এ হাদিস ফার্‌দে নিসবির তৃতীয় নাম্বার। এ প্রকার আবার গরিবও।

সাহাবিদের যুগে ফার্‌দের সংখ্যা বেশী, অনুরূপ তাবে'ঈদের যুগেও বেশী, তবে সাহাবিদের অপেক্ষা কম। কারণ তাদের সংখ্যা অধিক, তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিলেন। অনুরূপ তাদের অনুসারীদের যুগেও ফার্‌দের সংখ্যা অনেক, কিন্তু তাবে'ঈদের তুলনায় অনেক কম। এ থেকে প্রমাণিত হয় ফার্‌দ দুর্বল হাদিসের একপ্রকার।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ ফার্‌দের ভাগ করে বুঝিয়েছেন যে, ফার্‌দ কখনো অপেক্ষাকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, কখনো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ১. সাহাবি, তাবে'ঈ বা তাদের অনুসারীদের স্তরে ফার্‌দ; ২. নির্দিষ্ট দেশ, শহর বা বংশের বিবেচনায় ফার্‌দ; ৩. শায়খ ও ছাত্রের বিবেচনায় ফার্‌দ। ৪. সেকাহ ও দুর্বল রাবির বিবেচনায় ফার্‌দ।

---

[1] আবু দাউদ: (৩৭৪৪)

প্রথম প্রকার মুতলাক বা সাধারণ ফার্‌দ, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার নিসবি বা অপেক্ষাকৃত ফার্‌দ। প্রথম প্রকার ফার্‌দ সাধারণত দুর্বল হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার ফার্‌দ সহির নিকটবর্তী। কারণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার হাদিস তাদের বিবেচনায় ফার্‌দ, কিন্তু অন্যদের বিবেচনায় আযিয ও মাশহূর হতে পারে, তাই সহির নিকটবর্তী।

১. ফার্‌দে মুতলাক:

ফার্‌দে মুতলাক বা সাধারণ ফার্‌দ: সনদের মূল তথা সাহাবির স্তরে যদি একজন রাবি থাকে তাহলে ফার্‌দে মুতলাক, আর সাহাবির স্তরে ফার্‌দ হবে যদি এক বা একাধিক সাহাবি থেকে একজন তাবে'ঈ বর্ণনা করেন। সাহাবির সংখ্যা অধিক হলেও ফার্‌দ, কারণ তাবে'ঈ একজন। তাবে'ঈ সন্দেহের স্থান, সাহাবি সন্দেহের স্থান নয়, তাই তার স্তরে ফার্‌দ সন্দিহান। এ ফার্‌দ কখনো দূর হবে না, পরবর্তী রাবি পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে ফার্‌দে মুতলাক। ফার্‌দের এ প্রকারও গরিব।

একজন সাহাবি থেকে একাধিক তাবে'ঈ রাবি হলে ফার্‌দে নিসবি, একাধিক তাবে'ঈ থেকে একজন রাবি হলে ফার্‌দে নিসবিই থাকবে। অর্থাৎ একজন সাহাবি থেকে একাধিক তাবে'ঈ রাবি হলে ফার্‌দে নিসবি, তথা সাহাবির বিবেচনায় ফার্‌দ, আবার একাধিক তাবে'ঈ থেকে যদি তৃতীয় স্তরে একজন রাবি হয় তবুও

ফার্‌দ। এ প্রকার ফার্‌দের ওজুদ সম্পর্কে জানা নেই, কারণ তাবে'ঈর যুগে কোনো হাদিস প্রসিদ্ধি লাভ করে পরবর্তী যুগে ফার্‌দ হওয়া অসম্ভব না হলেও ওজুদ নেই। তাবে'ঈর স্তরে একজন হলে ফার্‌দে মুতলাক, সাহাবির স্তরে একজন হলে ফার্‌দে নিসবি। সাহাবি ও তাবে'ঈ উভয় স্তরে ফার্‌দ হলে ফার্‌দে মুতলাক। এটাই পরিভাষা, অন্যথায় সাহাবি একজন হলে ফার্‌দ মুতলাক হত, কিন্তু সাহাবির ফার্‌দ যেহেতু দোষণীয় নয়, তাই উসুলে হাদিসের পরিভাষায় ফার্‌দ বলা হয় না। কারণ, ফার্‌দ একপ্রকার দুর্বল হাদিস, সাহাবি একজন হলে হাদিস দুর্বল হয় না, অপেক্ষাকৃত ফার্‌দ বলা হয়।

ফার্‌দে মুতলাক দু'প্রকার:

ক. সাহাবি, তাবে'ঈ ও তাদের পরবর্তী এক বা একাধিক রাবির ক্রমান্বয়ে একলা বর্ণিত হাদিস ফার্‌দ, যেমন নিয়তের হাদিস[1]:

قال الإمام البخاري – رحمه الله- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ".

---

[1] বুখারি: (১), মুসলিম: (১৯১০)

এ হাদিসে সাহাবির স্তরে ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, তিনি ব্যতীত কোনো সাহাবি এ হাদিস বর্ণনা করেনি; তার ছাত্র আলকামা ইব্‌নু ওয়াক্কাস আল-লাইসি, তিনি ব্যতীত ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব থেকে কেউ এ হাদিস বর্ণনা করেনি; তার ছাত্র মুহাম্মদ ইব্‌নু ইবরাহিম আত-তাইমি, তিনি ব্যতীত আলকামা থেকে কেউ এ হাদিস বর্ণনা করেনি; তার ছাত্র ইয়াহইয়া ইব্‌নু সায়িদ আল-আনসারি, তিনি ব্যতীত মুহাম্মদ থেকে কেউ এ হাদিস বর্ণনা করেনি। ইয়াহইয়ার ছাত্র অনেক, তার পর থেকে হাদিস প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এ হাদিস ফার্‌দে মুতলাক এবং গরিব, কারণ সাহাবি ও তাবে'ঈর স্তরে একজন রাবি। এ হাদিস ফার্‌দে নিসবির প্রথম প্রকার, কারণ একজন সেকাহ রাবি বর্ণনা করেছে, দুর্বল কোনো রাবি বর্ণনা করুক বা না-করুক। এ হাদিস ফার্‌দে নিসবির তৃতীয় প্রকার, অর্থাৎ ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে ইয়াহইয়া পর্যন্ত ফার্‌দ, তাই সনদের প্রথমাংশের বিবেচনায় ফার্‌দ, সাধারণত এ প্রকারকে গরিব বলা হয়, যদিও শেষাংশের বিবেচনায় মাশহূর।

খ. কোনো গ্রাম, বংশ বা নগরবাসীর বর্ণিত হাদিস ফার্‌দে মুতলাকের দ্বিতীয় প্রকার। কোনো সম্প্রদায় যদি একটি হাদিস বর্ণনা করে, অপর কোনো গ্রাম, নগর বা দেশবাসীর নিকট সে

হাদিস না-থাকে তাহলে মুতলাক। সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রাবি এক জায়গার তাই ফার্‌দে মুতলাক বলা হয়, এ প্রকার আবার ফার্‌দে নিসবির দ্বিতীয় প্রকারও বটে।

জ্ঞাতব্য: ফার্‌দের কতক প্রকার কতক প্রকারে অনুপ্রবেশ করে, যেমন ফার্‌দে নিসবির দ্বিতীয় প্রকার ও ফার্‌দে মুতলাকের দ্বিতীয় প্রকারের সংজ্ঞা ও উদাহরণ এক। আবার ফার্‌দে নিসবির দ্বিতীয় প্রকার ও ফার্‌দে মুতলাকের প্রথম প্রকার এক, যদি হাদিসটি সেকাহ রাবি ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ বর্ণনা না করে। ফার্‌দে মুতলাকের প্রথম প্রকার ও ফার্‌দে নিসবির তৃতীয় প্রকারকে গরিব বলা হয়। ভালো করে স্মরণ রাখুন।

মু‘আল্লাল হাদিস

وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُوضٍ أَوْ خَفَا		مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمُ قَدْ عُرِفَا

“আর যে হাদিসে সূক্ষ্ম ও উহ্য দোষ রয়েছে তাই মুহাদ্দিসদের নিকট মু‘আল্লাল হিসেবে প্রসিদ্ধ”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের চতুর্বিংশ প্রকার মু‘আল্লাল। এ প্রকার হাদিসকে মু‘আল্লাল, মু‘আল্ ও মা‘লুল ইত্যাদি নামে অবহিত করা হয়, তবে অভিধানের বিচারে ‘মুয়াল্’ শব্দটি অধিক বিশুদ্ধ।

علة এর আভিধানিক অর্থ রোগ, عَلَّ يَعِلُّ থেকে مُعلَّلٌ অর্থ অসুস্থ ব্যক্তি। এ থেকে দোষণীয় ইল্লতযুক্ত হাদিসকে মু‘আল্লাল বলা হয়, কারণ মু‘আল্লাল হাদিসও অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অক্ষম, সহি হাদিসের ন্যায় দলিল হতে পারে না।

ইল্লত প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “যে হাদিসের সনদ বা মতনে সূক্ষ্ম ও উহ্য দোষ রয়েছে তাই মুহাদ্দিসদের নিকট মু‘আল্লাল হিসেবে প্রসিদ্ধ”।

ইমাম সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ মু‘আল্লালের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:

"والمعلول: خبر ظاهر السلامة، اطُّلِعَ فيه بعد التفتيش على قادح".

“মু‘আল্লাল: বাহ্যত দোষমুক্ত হাদিস, অনেক অনুসন্ধানের পর তাতে দোষ সম্পর্কে জানা গেছে”।[1]

ইমাম হাকেম রাহিমাহুল্লাহ্ মু‘আল্লালের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:

---

[1] ফাতহুল মুগিস: (১/২৭৬)

"وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا بحديث له علة، فتخفى عليهم علته، فيصير الحديث معلولا".

“এমন কতক কারণে হাদিসকে মু‘আল্লাল ঘোষণা করা হয়, যে কারণে দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, দোষী ব্যক্তিদের হাদিস পরিত্যক্ত। আর সেকাহ রাবিদের হাদিসে ইল্লত অধিক হয়, তারা কোনো হাদিস বর্ণনা করেন, যার ইল্লত রয়েছে, কিন্তু তার ইল্লত তাদের নিকট অজ্ঞাত থাকে, ফলে হাদিসটি মু‘আল্লাল হয়”।[1]

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ হাকেমের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন: “এ হিসেবে মুনকাতি‘ হাদিসকে মু‘আল্লাল বলা যাবে না এবং যে হাদিসের রাবি অজ্ঞাত কিংবা দুর্বল তাকেও মু‘আল্লাল বলা যাবে না। হাদিসকে তখনি মু‘আল্লাল হবে, যখন তার ইল্লত খুব সূক্ষ্ম হয়, বাহ্যত যার থেকে মুক্ত মনে হয়। এ থেকে তাদের কথার বাতুলতা প্রমাণ হল, যারা বলেন: প্রত্যেক অগ্রহণীয় হাদিস মু‘আল্লাল”।[2]

যারা বলেন: এ হাদিসে ইল্লত রয়েছে, অতঃপর مجالد بن سعيد কিংবা ابن لهيعة রাবিদের ন্যায় দুর্বল রাবি পেশ করেন, তাদের

---

[1] ‘মা‘রিফাতু উলুমিল হাদিস’: (পৃ.১১২-১১৩)

[2] আন-নুকাত: (২/৭১০)

ইল্লতের প্রয়োগ যথাযথ নয়। কারণ, এ জাতীয় রাবির দুর্বলতা সবার নিকট স্পষ্ট। আর আমাদের আলোচনার বস্তু হচ্ছে সূক্ষ্ম ও সুপ্ত ইল্লত। যেমন কোনো মুহাদ্দিস বলেন: "ইল্লত এমন এক বস্তু, যা মুহাদ্দিসের অন্তরে খতের সৃষ্টি করে"। উদাহরণত কোনো বিজ্ঞ মুহাদ্দিস কারো নিকট 'আ'মাশে'র হাদিস শ্রবণ করে বললেন: এ হাদিস 'আ'মাশে'র হাদিসের মত নয়; কিংবা বললেন: এ হাদিস ইমাম যুহরির হাদিস নয়। তাদের এ কথা হাদিসের ইল্লত প্রমাণ করে। কারণ, তারা হাদিসের সনদ জানেন, ইতিহাস জানেন, রাবিদের অবস্থা জানেন, তারা হাদিস দেখে ইল্লত বলতে পারেন, যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণ দেখে খাঁটি-ভেজাল বলতে পারেন, কিন্তু ইল্লত বা কারণ উল্লেখ করেন না। তারা বলেন: 'এ হাদিস দ্বা'ঈফ', কিন্তু যখন তাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হল, এটা কিভাবে জানব? তখন সে উত্তর দিল: আমি তোমাকে বলেছি এতে ইল্লত আছে। তুমি ইব্‌ন মাহদিকে জ্জিজ্ঞাসা কর, সেও বলবে এতে ইল্লত আছে। তুমি আহমদকে জিজ্ঞাসা কর, সেও বলবে এতে ইল্লত আছে। তুমি ইয়াহইয়া ইব্‌ন সায়িদ আল-কাত্তানকে জিজ্ঞাসা কর, সেও বলবে এতে ইল্লত আছে। এভাবে সকল বিজ্ঞ মুহাদ্দিসের কথা ইল্লতের ব্যাপারে এক হয়ে যায়, হাদিসের উপর যারা অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, আল্লাহ তাদের অন্তরে এ বিষয়গুলো ঢেলে দেন।

কোনো মারফূ‘ হাদিসের মুত্তাসিল সনদ সবার নিকট পরিচিত, অতঃপর একজন হাফেযে হাদিস বলেন, এতে একটি দোষণীয় ইল্লত রয়েছে, অর্থাৎ অমুক সেকাহ রাবি থেকে হাদিসটি মুনকাতি‘ বর্ণিত। আমরা তার মন্তব্য থেকে হাদিসে দ্বা‘ঈফের একটি ইল্লত পেলাম ইনকিতা‘ বা সনদের বিচ্ছেদ, অথচ হাদিসটি সবার নিকট মুত্তাসিল ছিল।

ইব্ন হাজার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে এরূপ অনেক বলেন: হাদিসটি ইরসালের কারণে মু‘আল্, বা ওয়াকফের কারণে মু‘আল্ ইত্যাদি। তিনি যখন এ জাতীয় মন্তব্য করেন, আপনি তার রাবিদের খোঁজ নিয়ে দেখেন।

মুদ্দাকথা: মু‘আল্ হাদিসের বাহ্যিক দেখে সহি মনে হয়, কারণ তাতে সহির সকল শর্ত বিদ্যমান, কিন্তু ব্যাপক গবেষণার পর স্পষ্ট হয় যে, হাদিসটি দোষণীয় ইল্লতের কারণে মু‘আল্।

ইল্লত দু’প্রকার:

১. দোষণীয় ইল্লত ও ২. দোষহীন ইল্লত।

দোষহীন ইল্লতের কারণে হাদিসের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হয় না। এ ইল্লত মতন ও সনদ উভয় স্থানে হতে পারে। সনদে দোষহীন ইল্লত যেমন,

قال الإمام الترمذي –رحمه الله- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ".

ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম [গোলামকে] 'অলা'[1] বিক্রি ও দান করতে নিষেধ করেছেন"।[2]

এ হাদিস ইব্‌ন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ছাত্র عبد الله بن دينار সূত্রে বর্ণিত, কোনো রাবি যদি তার পরিবর্তে عمرو بن دينار বলে তাহলে ইল্লত হবে, তবে দোষণীয় নয়, কারণ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দিনার ও আমর ইব্‌ন দিনার উভয়ে সেকাহ।

মতনে দোষহীন ইল্লত যেমন:

قال الإمام مسلم-رحمه الله- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: " اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ "

... ... ফুদালা ইব্‌ন উবাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি খায়বরের দিন বারো দিনার দিয়ে একটি হার ক্রয় করেছি, যাতে

---

[1] দাস/দাসীদের মিরাস ও পরিত্যক্ত সম্পদকে 'অলা' বলা হয়।

[2] তিরমিযি: (১২৩৬), তিনি বলেন: এ হাদিস হাসান ও সহি।

স্বর্ণ ও পুতি ছিল। দু’টি বস্তু [স্বর্ণ ও পুতি] পৃথক করে তাতে বারো দিনারের অধিক পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করি, তিনি বললেন: দু’টি বস্তু পৃথক করা ব্যতীত বিক্রি করা যাবে না”।[1]

এ হাদিসের রাবিগণ হারের মূল্য নির্ধারণে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন: বারো দিনার। কেউ বলেছেন: নয় দিনার। কেউ বলেছেন: দশ দিনার, ইত্যাদি।

এসব দোষের কারণে হাদিসে ইল্লত হয় ঠিক, তবে এ জাতীয় ইল্লত হাদিসের শুদ্ধতা বিনষ্ট করে না, কারণ সব বর্ণনায় হাদিসের মূল বিষয় এক। এ হাদিস প্রমাণ করে কোনো বস্তুর সাথে মিশ্রিত স্বর্ণ পৃথক করা ব্যতীত স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না। স্বর্ণ পৃথক করে সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে, আর অপর বস্তু যত দামে ইচ্ছা বিক্রি করবে। এটা হাদিসের মূল বক্তব্য। হারের মূল্য যতই বলি এতে প্রভাব পড়ে না, তাই হারের মূল্যের ইখতিলাফ দোষণীয় ইল্লত নয়।

---

[1] মুসলিম: (১৫৯২), তিরমিযি: (১২২৫), নাসায়ি: (৪৫৭৩), আবু দাউদ: (৩৩৫২), মুসনাদে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল: (৬/১৯)

দোষণীয় ইল্লত:

قال الإمام الترمذي -رحمه الله- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ ".

এ হাদিসের সনদ বাহ্যত সহি এবং সকল রাবি সেকাহ। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "বলা হয় আ'মাশ আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বা কোনো সাহাবি থেকে শ্রবণ করেনি। তিনি শুধু আনাসকে দেখেছেন। আ'মাশ বলেন: আমি তাকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। অতঃপর সালাত সম্পর্কে তার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন"।[1] ইমাম তিরমিযির মন্তব্য থেকে 'আ'মাশ' ও 'আনাসে'র মাঝে ইনকেতা' প্রমাণিত হয়। এটাই ইল্লত।

ইল্লত জানার গুরুত্ব:

ইব্‌ন মাহদি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন: 'আমার নিকট একটি হাদিসের ইল্লত জানা নতুন বিশটি হাদিস শেখার চেয়ে অধিক উত্তম'।[2]

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ নুখবার ব্যাখ্যায় বলেন: "হাদিস শাস্ত্রের এ প্রকার সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য। আল্লাহ যাকে অন্তর্দৃষ্টি, ব্যাপক স্মৃতিশক্তি, রাবিদের স্তর এবং সনদ ও মতন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করেছেন সেই এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে

---

[1] তিরমিযি: (১৪)

[2] 'আল-'ইলাল': (১/১২৩) লি ইব্‌নি আবি হাতেম।

পারেন। তাই দেখি এ বিষয়ে খুব কম লোক মুখ খুলেছেন, যেমন: আলি ইব্‌নু মাদিনি, আহমদ ইব্‌নু হাম্বল, বুখারি, ইয়াকুব ইব্‌নু শাইবাহ, আবু হাতেম, আবু যুরআহ ও দারাকুতনি প্রমুখ। মুহাদ্দিস কতক সময় ইল্লতের কারণ দর্শাতে পারেন না, যেমন মুদ্রা ব্যবসায়ী খাঁটি দিনার ও দিরহামের পক্ষে দলিল দিতে পারেন না, কিন্তু খাঁটি মুদ্রা তিনি ঠিকই চিনেন"।[1]

'ইলালের উপর লিখিত কিতাব:

'ইলালের উপর লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে 'ফাতহুল বারি' অন্যতম, এতে ফিকাহ, হাদিস ও ইল্লতের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। অতঃপর 'নাসবুর রায়াহ', 'তালখিসুল হাবির', ইব্‌ন আব্দুল হাদি রচিত 'আল-মুহাররার' ইত্যাদি গ্রন্থে ইল্লতের উপর আলোচনা রয়েছে। 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থেও ইলালের উপর যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে। অনুরূপ এ বিষয়ে আরেকটি সুন্দর কিতাব: 'আল-কুবরা' লিল বায়হাকি।

---

[1] আন-নুজহা: (১২৩-১২৪)

মুদতারিব হাদিস

الْفَنِّ أُهَيْلِ عِنْدَ مُضْطَرِبٌ		وَذُو اخْتِلافِ سَنَدٍ أَوْ مَتْنِ

"আর বৈপরীত্যশীল সনদ বা মতন বিশিষ্ট হাদিস এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞদের নিকট মুদতারিব"। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের পঞ্চবিংশ প্রকার মুদতারিব। হাদিসের এ প্রকারের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

اضطراب এর আভিধানিক অর্থ অমিল ও ইখতিলাফ। ইদতিরাবের মূল ব্যবহার হয় নদী বা সমুদ্রের ঢেউয়ের ক্ষেত্রে, যখন অধিক তরঙ্গ দেখা দেয় ও ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়ে পড়ে, তখন বলা হয়: اضطربت الأمواج 'সমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠছে বা ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়ে পড়ছে'। এ থেকে এক সনদের সাথে অপর সনদ ও এক মতনের সাথে অপর মতনের অমিল ও বিরোধ হলে ইদতিরাব বলা হয়।

'ইদতিরাবে'র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "সমান শক্তিশালী একাধিক সনদ অথবা মতনের বৈপরীত্য বা অমিলকে হাদিসের পরিভাষায় ইদতিরাব বলা হয়, যেগুলোর মাঝে সমন্বয় করা কিংবা কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়"। চারটি শর্তে ইদতিরাব হয়:

১. একাধিক সনদ, ২. পরস্পরের মাঝে অমিল, ৩. সব সনদের সমান শক্তিশালী হওয়া, ৪. উসুলে হাদিসের নীতিতে সমন্বয় করা সম্ভব না হওয়া।

অতএব ইদতিরাব সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে সব ক'টি সনদের মান ও শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া জরুরি। মুত্তাসিল ও মুনকাতি' এবং মারফূ' ও মাওকুফের মাঝে ইদতিরাব হয় না। অনুরূপ একাধিক সনদের মাঝে সমন্বয় কিংবা কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হলে ইদতিরাব বলা হয় না।

সমন্বয়ের ফলে ইদতিরাব নেই:

আমাদের শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ 'মানযুমাহ বাইকুনিয়া'র ব্যাখ্যায় বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের বর্ণনা সম্বলিত হাদিসে ইদতিরাব পরীলক্ষিত হয়, কেউ বলেন: তিনি কিরান হজ করেছেন। কেউ বলেন: ইফরাদ হজ করেছেন। কেউ বলেন: তামাত্তু হজ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এতে কোনো ইদতিরাব নেই, কারণ সমন্বয় করা সম্ভব। সমন্বয় করার দু'টি পদ্ধতি:

প্রথম পদ্ধতি: যারা বলেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য ইফরাদ আমল, যেমন তিনি মক্কায় পৌঁছে প্রথমে তওয়াফে কুদুম ও হজের সায়ি করেন।

অতঃপর ঈদের দিন শুধু তওয়াফে ইফাদা করেন। অতঃপর মক্কা ত্যাগ করার সময় তওয়াফে বিদা করে প্রস্থান করেন।

যারা বলেন তিনি তামাত্তু হজ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য হজ ও ওমরা এক সফরে সম্পাদন করা। হজ ও ওমরা দু'টি ইবাদত, দু'সফরে সম্পাদন করাই স্বাভাবিক, তবে তিনি এক সফরে উভয় সম্পাদন করে ফায়দা তথা তামাত্তু হাসিল করেছেন। ওমরার পৃথক সফর ও অর্থব্যয় থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তামাত্তু অর্থ ফায়দা হাসিল করা।

যারা বলেন তিনি কিরান হজ করেছেন, তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত হজের বর্ণনা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুতে হজের ইহরাম বাঁধেন, অতঃপর তার সাথে ওমরা সংযুক্ত করেন। ইহরামের প্রথম অবস্থার ভিত্তিতে তিনি মুফরিদ, দ্বিতীয় অবস্থার ভিত্তিতে তিনি কারিন। হজ ও ওমরা এক সফরে আদায় করেছেন হিসেবে তামাত্তুকারী।

শায়খুল ইসলাম ইব্‌নে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ্ প্রথম পদ্ধতি সমর্থন করে বলেন: "যিনি ইফরাদ বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হজের আমল। যিনি তামাত্তু বলেছেন, তার উদ্দেশ্য এক সফরে হজ ও ওমরা

সম্পন্ন করে তামাত্তু হাসিল করা। যিনি কিরান বলেছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত হজ বর্ণনা করেছেন”।[1]

হজ তিন প্রকার:

১. ইফরাদ। ২. তামাত্তু। ৩. কিরান।

১- ইফরাদ: মিকাত থেকে শুধু হজের ইহরাম বেঁধে মুখে لبيك اللَّهُمَّ حجًّا বলা, অতঃপর মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম ও হজের সায়ি সম্পন্ন করে হজের শেষ পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা। ঈদের দিন তাওয়াফে ইফাদা করে বাড়ি ফিরার সময় তাওয়াফে বিদা করা।

২- কিরান: একসাথে হজ ও ওমরার ইহরাম বেঁধে মুখে لبيك اللَّهُمَّ عمرة وحجًّا বলা, অতঃপর মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম ও হজ-ওমরার সায়ি করা। অতঃপর ইহরাম অবস্থায় থেকে ঈদের দিন শুধু তাওয়াফে ইফাদা করা। বাড়ি ফেরার সময় তাওয়াফে বিদা করা। কিরানের কর্মগুলো ইফরাদের ন্যায়, পার্থক্য শুধু নিয়তে ও হাদই প্রদানে।

৩- তামাত্তু: মিকাত থেকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ, সায়ি ও চুল ছোট করে ওমরা সম্পন্ন করা। অতঃপর জিল হজের অষ্টম দিন ইহরাম বেঁধে ঈদের দিন তাওয়াফে ইফাদা

[1] শারহুল মানদুমাহ লি ইব্নি উসাইমিন।

ও হজের সায়ি করা। বাড়ি ফেরার সময় শুধু তাওয়াফে বিদা করা।

পাধান্য দেওয়ার ফলে ইদতিরাব নেই:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যখন বারিরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে মুক্ত করেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহ বহাল রাখা কিংবা ভেঙ্গে ফেলার স্বাধীনতা দেন। তখন 'বারিরাহ'র স্বামী মুগিস গোলাম না স্বাধীন ছিল ইখতিলাফ রয়েছে, যা দূর করা সম্ভব নয়, তাই প্রাধান্য দেওয়ার নীতি অনুসরণ করব। মুহাদ্দিসদের নিকট মুগিস গোলাম ছিল বর্ণনা অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন:

قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَقَوْلُ الْحَكَمِ: مُرْسَلٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.

"হাকাম বলেছে: তার স্বামী ছিল স্বাধীন, হাকামের কথা মুরসাল। ইব্ন আব্বাস বলেছেন: আমি তাকে গোলাম দেখেছি"।[1] বুখারি অন্যত্র বলেন:

قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ". قَوْلُ الْأَسْوَدِ: مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا: أَصَحُّ.

"আসওয়াদ বলেছে: তার স্বামী ছিল স্বাধীন, আর আসওয়াদের কথা: মুনকাতি'। ইব্ন আব্বাসের বাণী: 'আমি তাকে গোলাম দেখেছি' অধিক বিশুদ্ধ"।[1] ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন:

[1] বুখারি: (৬৭৫১)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আর তার স্বামী ছিল গোলাম"।[2] অতএব এতে কোনো ইদতিরাব নেই, কারণ বারিরার স্বামী গোলাম ছিল বর্ণনাগুলো অধিক বিশুদ্ধ।

ইব্‌ন দাকিকুল ঈদ বলেন: "মাখরাজ এক না হলে ইদতিরাব হবে না"।[3] অর্থাৎ মুদতারিব হাদিসের সব ক'টি সনদ একজন রাবির উপর নির্ভরশীল হতে হবে। সাহাবি দু'জন হলে ইদতিরাব হবে না।

ইব্‌ন রজব রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "... জেনে রাখ, এক হাদিসের সনদে ইখতিলাফ হলে ইদতিরাব হয়, একাধিক হাদিসের সনদের মাঝে ইদতিরাব হয় না। অতএব এক সনদের কারণে অপর সনদ ভুল বলা যাবে না।"।[4]

শায়খ সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "ইদতিরাবের শর্তগুলো খুব সূক্ষ্ম, কোন হাদিসের সকল সনদ জমা করে ইদতিরাবের শর্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মুদতারিব ফায়সালা করা কঠিন কাজ। কারণ কেউ একটি হাদিস মুদতারিব বলল, অতঃপর তার চেয়ে

---

[1] বুখারি: (৬৭৫৪)

[2] মুসলিম: (১০/১৪৭), (২৭৭৫)

[3] আল-ইকতিরাহ: (পৃ.৩২৪)

[4] শারহু 'ইলালিত তিরমিযি: (২/৮৪৩)

বিজ্ঞ কেউ তাতে প্রাধান্য দিল, অথবা উভয়ের মাঝে সমন্বয় করল, তখন ইদতিরাব থাকবে না। 'শায' ফয়সালা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, ইদতিরাব ফয়সালা করা কঠিন, বিশেষ করে মতনের ইদতিরাব"।[1] ইদতিরাব সনদ ও মতন উভয় জায়গায় হয়, বেশী হয় সনদে।

সুলাইমানি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "আলেমগণ সনদের কারণে একাধিক হাদিসে ইদতিরাবের বিধান আরোপ করেছেন, কিন্তু মতনের কারণে মাত্র কয়েকটি হাদিস মুদতারিব বলেছেন। সাখাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: 'ইদতিরাবের সুনির্দিষ্ট উদাহরণ পাওয়া খুব মুশকিল'। অর্থাৎ এমন হাদিস পাওয়া দুষ্কর যা শুধু ইদতিরাবের কারণে দুর্বল, ইদতিরাব না হলে হাদিসটি সহি হত"।[2]

জ্ঞাতব্য: ইদতিরাব সেকাহ রাবিদের হাদিসে হয়, দুর্বল রাবিদের হাদিসে ইদতিরাব হয় না। কারণ, তাদের হাদিস ইদতিরাব ছাড়াই দুর্বল। আর ইদতিরাব সম্পন্ন হাদিস, ইদতিরাব থেকে মুক্ত হলে সহি হয়। তাই এ প্রকার সেকাহ রাবিদের হাদিসের সাথে খাস।

মুদতারিব হাদিসের হুকুম:

মুদতারিব হাদিস দ্বা'ঈফ, কারণ রাবিদের ইখতিলাফ প্রমাণ করে কেউ হাদিসটি ভালো করে সংরক্ষণ করতে পারেনি।

---

[1] আল-জাওয়াহির: (৩৩৭)

[2] আল-জাওয়াহির: (৩৩৭)

মুদরাজ হাদিস

مِنْ بَعْضِ أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ		وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الْحَدِيْثِ مَا أَتَتْ

“হাদিসে বিদ্যমান সেসব শব্দ মুদরাজ, যা কতক রাবির শব্দ থেকে [তার সাথে] সংযুক্ত হয়েছে”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ষড়বিংশ প্রকার মুদরাজ। এ প্রকারের সম্পর্ক সনদ ও মতন উভয়ের সাথে।

مدْرَج কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ প্রবেশকৃত বস্তু। এক বস্তুকে অপর বস্তুর মাঝে প্রবেশ করানো হলে বলা হয়: أدرجت الشيء في الشيء 'আমি এক বস্তুকে অপর বস্তুর মাঝে প্রবেশ করিয়েছি'।[1] ইদরাজ ক্রিয়া বিশেষ্য, অর্থ প্রবেশ করানো।

'মুদরাজে'র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “হাদিসের সনদ বা মতনে বিনা পার্থক্যে রাবির পক্ষ থেকে বৃদ্ধিকে মুদরাজ বলা হয়”। লেখক এক প্রকার মুদরাজ উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ মতনের মুদরাজ। এ জাতীয় মুদরাজ সবচেয়ে বেশী হয়। হাদিস দ্বারা যদি তিনি সনদ ও মতন উভয় উদ্দেশ্য করেন, তাহলে মুদরাজের উভয় প্রকার তিনি উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞাতব্য: হাদিস দ্বারা মারফূ' ও মাওকুফ উভয় উদ্দেশ্য। ইচ্ছায় বৃদ্ধি করা হোক বা অনিচ্ছায় বৃদ্ধি করা হোক বর্ধিত অংশকে

[1] তাজুল 'আরূস: (২/৩৯-৪০)

মুদরাজ বলা হয়, তবে বর্ধিত অংশ হাদিস থেকে পৃথক হলে মুদরাজ নয়। রাবিগণ ব্যাখ্যা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ইদরাজ করেন। ইদরাজ কখনো হয় হাদিসের শুরুতে, কখনো মাঝে ও কখনো শেষে হয়।

হাদিসের শুরুতে ইদরাজ:

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ্ 'আল-ফাসলু লিল ওয়াসলি আল-মুদরাজু ফিন নাকলি' গ্রন্থে মুদরাজের উদাহরণ দিয়েছেন:

أنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا أَبُو قَطَنٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ، أنا أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا شَبَابَةُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "

এখানে দু'টি সনদে একটি হাদিস রয়েছে। শু'বার দু'জন ছাত্র: আবু কাতান ও শাবাবাহ থেকে সনদ ভাগ হয়েছে। শু'বার শায়খ মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ, তার শায়খ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন: “তোমরা অজু পূর্ণ কর, টাখনুর জন্য জাহান্নামের আগুন”।[1]

এ সনদে হাদিসের পুরো অংশ মারফূ‘ হিসেবে বর্ণিত, অথচ পুরো অংশ মারফূ‘ নয়, প্রথমাংশ মাওকুফ ও শেষাংশ মারফূ‘। এতে ইদরাজ হয়েছে হাদিসের শুরুতে। মারফূ‘ অংশ «ويل للأعقاب من النار» ‘টাখনুর জন্য জাহান্নামের আগুন’। মাওকুফ অংশ «أسبغوا الوضوء» ‘তোমরা অজু পূর্ণ কর’। এ অংশ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাণী। মারফূ‘ ও মাওকুফ অংশ পৃথক করা হয়নি বিধায় মুদরাজ। এ জাতীয় ইদরাজ খুব কম, অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন: শুরুতে ইদরাজের উদাহরণ শুধু এ হাদিসই।

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “এখানে ভুল হয়েছে ‘শু‘বা’র ছাত্র আবু কাতান ইব্ন হায়সাম ও শাবাবাহ ইব্ন ফাজারি থেকে। এ ছাড়া শু‘বার অন্যান্য ছাত্র, যেমন আবু দাউদ তায়ালিসি, ওহাব ইব্ন জারির ইব্ন হাযেম, আদম ইব্ন আবি আয়াস, আসেম ইব্ন ‘আলি, আলি ইব্ন জা‘দ, মুহাম্মদ ইব্ন জা‘ফর গুনদার, হুশাইম ইব্ন বাশির, ইয়াযিদ ইব্ন যুরাই‘, নাদর ইব্ন শুমাইল, ওকি‘ ইব্ন জাররাহ, ঈসা ইব্ন ইউনুস, মু‘আয ইব্ন মু‘আয সবাই শু‘বা থেকে মারফূ‘ ও মাওকুফ অংশ পৃথক করে বর্ণনা

---

[1] “আল-ফাসলু লিল ওয়াসলি আল-মুদরাজু ফিন নাকলি”: (৫৮) ও (৫৯) الفصل للوصل المدرج في النقل

করেছেন”।[1] যেমন শুবার ছাত্র আদম থেকে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ্ বর্ণনা করেন:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ، قَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ".

... মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ বলেন: আমি আবু হুরায়রাকে শুনেছি, তখন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, মানুষেরা লোটা থেকে অজু করতে ছিল, তিনি বললেন: তোমরা অজু পূর্ণ কর, কারণ আবুল কাসেম বলেছেন: “টাখনুর জন্য জাহান্নামের আগুনের ধ্বংস”।[2] এতে মাওকুফ ও মারফূ‘ অংশ পৃথক করা হয়েছে, এ থেকে জানা যায়, পূর্বের হাদিসে ইদরাজ হয়েছে, কারণ এ হাদিস অধিক বিশুদ্ধ।

হাদিসের মাঝে ইদরাজ:

قال الإمام البخاري –رحمه الله- [في صحيحه برقم:٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا، قَالَتْ: " أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ

---

[1] “আল-ফাসলু লিল ওয়াসলি আল-মুদরাজু ফিন নাকলি”: (৫৮)

[2] বুখারি: (১৬৫)

وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ.

এ হাদিস পাঠকারী মনে করবে যে, وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ অংশ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, অথচ তিনি বলেননি, বরং ইব্‌নে শিহাব বলেছেন। তিনি فَيَتَحَنَّثُ শব্দের ব্যাখ্যার জন্য ইদরাজ করেছেন, যার প্রয়োজন ছিল, কারণ حِنثِ অর্থ পাপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ ﴾ [الواقعة: ٤٦]

"আর তারা জঘন্য পাপে লেগে থাকত"।[1] তিনি ব্যাখ্যা না দিলে কেউ ভুল বুঝত: 'নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পাপ করতেন', অথচ তিনি ইবাদত করতেন। ইবাদত حنث দূর করে, অর্থাৎ পাপ দূর করে, তাই 'হিন্‌স' বলে তার বিপরীত অর্থ নেওয়া হয়েছে। এটাও অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি নীতি।

দ্বিতীয় উদাহরণ:

قال الإمام الدار قطني –رحمه الله- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ".

---

[1] সূরা ওয়াকিয়াহ: (৪৬)

এ হাদিস পাঠকারী পুরো অংশ মারফূ‘ মনে করবে, অথচ পুরো অংশ মারফূ‘ নয়, মারফূ‘ শুধু " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " অবশিষ্টাংশ উরওয়া থেকে বর্ধিত। ইমাম দারাকুতনি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়, বরং উরওয়ার বাণী।[1] প্রকৃত হাদিস নিম্নরূপ:

قال الإمام أبوداود –رحمه الله- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ؟، فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "

এখানে দেখছি: উরওয়া বলছেন, আমি মারওয়ান ইব্নুল হাকামের নিকট গেলাম, তার নিকট অজুর কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম। তখন মারওয়ান বললেন: পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে? উরওয়া বললেন: আমি তা জানি না। মারওয়ান বললেন: আমাকে বুসরা বিনতে সাফওয়ান বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল, সে যেন অজু করে”।[2] এ থেকে প্রমাণ হল যে, বর্ধিত অংশ উরওয়ার ইজতিহাদ।

---

[1] সুনানে দারাকুতনি: (৫২৯)

[2] আবু দাউদ: (১৮১)

হাদিসের শেষে ইদরাজ:

قال الإمام البخاري –رحمه الله- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ "

হাদিস পাঠকারী মনে করবে পুরো অংশ মারফূ', অথচ পুরোটা মারফূ' নয়, "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বাণী। হাফেয ইব্ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "আবু হুরায়রা ব্যতীত আরো দশজন সাহাবি এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, কেউ এ অংশ বর্ণনা করেনি। অধিকন্তু নু'আইম ব্যতীত আবু হুরায়রার কোনো ছাত্রও তা বলেনি। আল্লাহ ভালো জানেন"।[1]

মুদরাজ চিনার উপায়:

১. কতক সময় হাদিসের বাক্য থেকে ইদরাজ বুঝা যায়, যেমন:

قال الإمام البخاري –رحمه الله- [في صحيحه برقم:٢٥٤٨] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[1] ফাতহুল বারি, বুখারির হাদিস নং: (১৩৬)

وَسَلَّمَ: " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ".

এ হাদিসের শেষাংশে وَأَنَا مَمْلُوكٌ শব্দ প্রমাণ করে এ অংশ মারফূ‘ নয়, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে দাসত্বের তামান্না করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত তার মা ছিল না, যার প্রতি তিনি দয়া করবেন। তাই নিশ্চিত এ অংশ আবু হুরায়রার বাণী।[1] এখানে মূল হাদিস শুধু لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ "নেককার গোলামের জন্য দ্বিগুন সাওয়াব"।

২- কখনো সাহাবি বা কোনো রাবি ইদরাজ বলে দেন, যেমন:

قال الإمام البخاري -رحمه الله- [في صحيحه برقم:٤٤٩٧] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً، وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ "، وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهْوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

সাহাবি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ এতে ইদরাজ স্পষ্ট করেছেন।

৩. কখনো অপর সনদ থেকে ইদরাজ জানা যায়, যেমন:

قال الإمام البخاري- رحمه الله- [في صحيحه برقم:٢٥٤٨] حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

---

[1] আন-নুজহা: (১২৫), ফাতহুল বারী: (৫/২০৮-২০৯)

الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ".

এতে মারফূ‘ ও মাওকুফ স্পষ্ট নয়, তবে এ হাদিসের অপর সনদ থেকে মারফূ‘ ও মাওকুফ স্পষ্ট হয়, যেমন:

قال الإمام مسلم –رحمه الله- [في صحيحه برقم:٣١٥٢] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ "، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا

... ... নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নেককার গোলামের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আবু হুরায়রার নফস: যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হজ ও আমার মার প্রতি সদাচরণ না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই পছন্দ করতাম যে, আমি গোলাম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করি”। আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, আবু হুরায়রা তার মায়ের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হজ করতে পারেননি, তাকে সঙ্গ দেওয়ার কারণে”।[1]

---

[1] মুসলিম: (১১/১৩৫), হাদিস নং: (৩১৫২)

৪. কোনো হাফেযে হাদিস থেকেও ইদরাজ জানা যায়।

সনদে ইদরাজ:

এ প্রকার বুঝার জন্য মনে রাখতে হবে, সনদে ইদরাজ অর্থ সনদ বর্ধিত করা নয়, বরং এক হাদিস বা তার অংশ বিশেষ অপর হাদিসের সাথে জুড়ে দেওয়া। যখন এক হাদিস বা তার অংশ বিশেষ অপর হাদিসের সাথে জুড়ে দেওয়া হল, তখন এক হাদিসের সনদও অপর হাদিসের সনদে অনুপ্রবেশ ঘটানো হল, এটাই সনদে ইদরাজ, কারণ সনদ ব্যতীত হাদিস হয় না। তাই দুই হাদিস একত্র করা হলে, দু'টি সনদও একত্র করা হয়।

ইদরাজের হুকুম:

শব্দের ব্যাখ্যার জন্য ইদরাজ করা বৈধ, তবে হাদিসের অর্থ পাল্টে গেলে ইদরাজ করা হারাম। ইদরাজকে দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়।

মুদাব্বাজ হাদিস

وَما رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِهْ		مُدَبَّجٌ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهْ

"আর যে হাদিস প্রত্যেক সাথী তার ভাই থেকে বর্ণনা করেছে, তাই 'মুদাব্বাজ', অতএব ভালো করে তা জেনে রেখ ও নিজেকে ধন্য মনে কর"। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের সপ্তবিংশ প্রকার মুদাব্বাজ। মুদাব্বাজ হাদিস শাস্ত্রের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত, তার সাথে সহি, হাসান ও দ্বা'ঈফের সম্পর্ক নেই।

قَرِين অর্থ সাথী, সমবয়সী কিংবা এক উস্তাদের ছাত্র ইত্যাদি। যখন বলা হয়: فلان قرينٌ لفلان তার অর্থ: অমুক অমুকের সাথী, সমবয়সী কিংবা তারা উভয়ে এক উস্তাদের ছাত্র ইত্যাদি। 'কারিন' এর বহুবচন أقران যাদের বয়স ও সনদ বরাবর তারা একে অপরের কারিন, উভয়ে আকরান।

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "যদি বর্ণনাকারী ও যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে উভয়ে হাদিস সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সমান হয়, যেমন উভয়ের বয়স সমান, উভয়ে নির্দিষ্ট শায়খের ছাত্র, তাহলে তাদের একজন থেকে অপরের বর্ণনাকে رواية الأقران 'রিওয়াইয়াতুল আকরান' বলা হয়"।[1]

[1] আন-নুযহাহ্: (১৫৯)

مُدَبَّجٌ কর্মবাচক বিশেষ্য, ديباجة শব্দ থেকে উদ্গত, অর্থ রেশমী বস্ত্র, চেহারা ও ভূমিকা ইত্যাদি। ‘মুদাব্বাজ’ শব্দটি ديباجة الوجه থেকে গৃহীত, অর্থ চেহারার পার্শ্ব। দুই সাথী যখন পরস্পর হাদিস আদান-প্রদান করে, তখন তারা উভয়ে চেহারার পার্শ্ব ঘুরে পরস্পরের দিকে তাকায়, তাই এ প্রকারকে ‘মুদাব্বাজ’ বলা হয়। مُدَبَّجٌ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “প্রত্যেক সাথী যদি তার ভাই থেকে হাদিস বর্ণনা করে তাহলে মুদাব্বাজ”। মুদাব্বাজের জন্য উভয়ের সাথী হওয়া ও একে অপর থেকে বর্ণনা করা জরুরী। যেমন মালিক ইব্ন আনাস (মৃ১৭৯হি.) ও সুফিয়ান ইব্নু ‘উয়াইনাহ (মৃ১৯৮হি.), তাদের পরস্পর থেকে পরস্পরের বর্ণনা মুদাব্বাজ।

সাহাবিদের তবকায় মুদাব্বাজ:

যদি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তাহলে আয়েশা থেকে আবু হুরায়রার হাদিস ও আবু হুরায়রা থেকে আয়েশার হাদিস মুদাব্বাজ। অনুরূপ ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (মৃ.৬৮হি.) যদি যায়েদ ইব্ন সাবিত (মৃ.৪৫হি.) থেকে এবং যায়েদ ইব্ন সাবিত যদি ইব্ন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তাহলে তাদের উভয়ের হাদিস মুদাব্বাজ। অনুরূপ ওমর থেকে যদি ইব্ন ওমর এবং ইব্ন ওমর

থেকে যদি ওমর বর্ণনা করেন, তবুও মুদাব্বাজ; তবে মুহাদ্দিসগণ এ প্রকার হাদিসকে رواية الآباء عن الأبناء বলেন, অর্থাৎ সন্তানদের থেকে পিতাদের বর্ণনা।

তাবে'ঈদের মুদাব্বাজ:

যুহরি যদি ওমর ইব্‌ন আব্দুল আযিয থেকে ও ওমর ইব্‌ন আব্দুল আযিয যদি যুহরি থেকে বর্ণনা করেন, তাহলে মুদাব্বাজ।

তাবে তাবে'ঈদের মুদাব্বাজ:

যদি ইমাম মালিক আওযায়ি থেকে ও আওযায়ি ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তাহলে মুদাব্বাজ।

সারাংশ: কোনো তবকার একাধিক রাবি যদি যৌথভাবে কোনো শায়খ থেকে হাদিস শ্রবণ করেন, অতঃপর তাদের থেকে দু'জন সাথী যদি পরস্পর হাদিস আদান-প্রদান করেন, তাহলে তাদের দু'জনের হাদিসকে মুদাব্বাজ বলা হয়। তারা উভয়ে যদি পিতা-পুত্র হয়, তাহলে 'রিওয়াইয়াতুল আবা আনিল আবনা' বলা হয়। তারা উভয়ে যদি উস্তাদ-ছাত্র হয়, তাহলে رواية الأكابر عن الأصاغر বলা হয়। এ প্রকার যদিও মুদাব্বাজ, তবে মুহাদ্দিসগণ তার পৃথক নামকরণ করেছেন: 'রিওয়াইয়াতুল আকাবির আনিল আসাগির'।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্‌ 'কারিন' বলে 'রিওয়ায়াতুল আবা আনিল আবনা' ও 'রিওয়ায়াতুল আকাবির আনিল আসাগির' থেকে

মুদাব্বাজকে পৃথক করেছেন। আর ‘কুল্লুন’ বলে ‘রিওয়ায়াতুল আকরান’ থেকে মুদাব্বাজকে পৃথক করেছেন।

এক সাথী একটি হাদিস তার সাথীকে বর্ণনা করল এক সনদে, অপর সাথী একই হাদিস তাকে বর্ণনা করল ভিন্ন সনদে, তাহলে এটাও মুদাব্বাজ।

জ্ঞাতব্য: মুদাব্বিজ সাধারণত বিনা মাধ্যমে হয়, তবে কখনো মাধ্যম দ্বারাও হয়, তবে তার সংখ্যা খুব কম, যেমন: ‘ইয়াযিদ ইব্‌ন হাদি’র মাধ্যমে ইমাম মালিক লাইস থেকে ও ইমাম লাইস মালিক থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। এখানে লাইস ও মালিক উভয়ে সাথী, কিন্তু একে অপর থেকে বর্ণনা করেছেন হাদির মধ্যস্থায়।

মুত্তাফিক ও মুফতারিক হাদিস

مُتَّفِقٌ لَفْظًا وَخَطّاً مُتَّفِقْ		وَضِدُّهُ فِيْمَا ذَكَرْنَا الْمُفْتَرِقْ

“লিখায় ও উচ্চারণে অভিন্ন নাম মুত্তাফিক, আর আমরা যা উল্লেখ করেছি তার বিপরীত মুখতালিফ।” অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের অষ্টাবিংশ প্রকার মুত্তাফিক ও মুফতারিক। লেখকের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে মুত্তাফিক ও মুফতারিক দু'প্রকার বুঝে আসে, বস্তুত ‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’ এক প্রকার। এ প্রকারের সম্পর্ক সনদের সাথে।

‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’ আভিধানিকভাবে এমন দু'টি বস্তুকে বলা হয়, যাদের মাঝে কোনো বিষয়ে মিল ও কোনো বিষয়ে অমিল রয়েছে, যেমন বলা হয়: قوم متفق ومفترق অর্থ ‘এমন জাতি, যাদের দীন এক, তবে মত বিভিন্ন’। দীন এক হওয়ার কারণে তারা মুত্তাফিক, মতামত বিভিন্ন কারণে তারা মুফতারিক।

متفق ومفترق এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: ‘যে রাবিদের নাম লেখায় ও উচ্চারণ এক কিন্তু তাদের ব্যক্তি সত্ত্বা ভিন্ন তাই ‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’।

রাবিদের নামেই লিখায় ও উচ্চারণে মিল সীমাবদ্ধ থাকে না, কখনো তার পরিধি আরো বর্ধিত হয়, যেমন রাবিদের নাম ও তাদের পিতার নাম এক। কখনো রাবিদের নাম, পিতার নাম ও দাদার নাম পর্যন্ত এক হয়, তাদের বংশ এক হলে মিলের পরিসর

আরো বর্ধিত হয়। রাবিদের নাম, কিংবা উপনাম, কিংবা বংশ এক হলে শব্দের বিচারে 'মুত্তাফিক' বলা হয়, ব্যক্তি সত্ত্বার বিচারে 'মুফতারিক' বলা হয়। উদাহরণত সনদে কোনো রাবির নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ নামে সেকাহ ও গায়রে সেকাহ একস্তরে দু'জন রাবি রয়েছে। তাদের দু'জন থেকে খালিদ নামক রাবি হাদিস শ্রবণ করেছেন। খালিদ যখন বললেন: আমাকে আব্দুল্লাহ বলেছেন। আমরা তার হাদিস সম্পর্কে সহি বা দ্বা'ঈফ ফয়সালা করব না, যতক্ষণ না আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় তার উস্তাদ কোন্ আব্দুল্লাহ? সেকাহ আব্দুল্লাহ হলে হাদিস সহি, দুর্বল আব্দুল্লাহ হলে হাদিস দ্বা'ঈফ। তারা উভয়ে সেকাহ হলে যাচাই ব্যতীত সহি বলা যেত। এ প্রকার হাদিস মুত্তাফিক ও মুফতারিক নামে পরিচিত।

'ইত্তিফাক ও ইফতিরাক' কখনো শুধু রাবির নামে হয়; কখনো রাবি ও তার পিতার নামে হয়; কখনো রাবি, রাবির পিতা ও দাদার নামে হয়। 'ইত্তিফাক ও ইফতিরাক'কে উসুলে হাদিসের কিতাবে আট প্রকারে ভাগ করা হয়েছে:

১. একাধিক রাবির নাম ও পিতার নাম এক, যেমন: খলিল ইব্ন আহমদ নামে ছয়জন ব্যক্তি রয়েছে, যথা:

ক. আবু আব্দুর রহমান খলিল ইব্ন আহমদ নাহবি। তিনি আরবি ভাষাবিদ 'সিবওয়েহ'-এর উস্তাদ। মুসলিম উম্মায়

তাদের নবীর নামানুসারে খলিলের পিতার নাম সর্বপ্রথম আহমদ রাখা হয়।

খ. আবু বশির খলিল ইব্ন আহমদ মুযানি।

গ. খলিল ইব্ন আহমদ ইস্পাহানী।

ঘ. আবু সায়িদ খলিল ইব্ন আহমদ সাজাজি, হানাফি।

ঙ. আবু সায়িদ খলিল ইব্ন আহমদ বুসতি।

চ. আবু সায়িদ খলিল ইব্ন আহমদ বুসতি, শাফেয়ি।

২. রাবিদের নাম, পিতার নাম ও দাদার নাম এক, যেমন: আহমদ ইব্ন জাফর ইব্ন হামদান নামে একস্তরে চারজন রাবি আছেন, তাদের সবার শায়খ আব্দুল্লাহ।

ক. আবু বকর আহমদ ইব্ন জাফর ইব্ন হামদান ইব্ন মালিক ইব্ন শাবিব ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-কাতিয়ি।

খ. আবু বকর আহমদ ইব্ন জাফর ইব্ন হামদান সাকতি।

গ. আহমদ ইব্ন জাফর ইব্ন হামদান দিনুরি।

ঘ. আহমদ ইব্ন জাফর ইব্ন হামদান তারতুসি।

৩. রাবিদের বংশ ও উপনাম এক, যেমন আবু ইমরান আল-জুনি নামে দু’জন রাবি রয়েছে:

ক. আবু ইমরান আব্দুল মালিক আল-জুনি তাবে‘ঈ,

খ. আবু ইমরান মুসা ইব্‌ন সাহাল আল-বুসাইরি আল-জুনি।

৪. রাবির নাম, পিতার নাম ও বংশ মুত্তাফিক। কাছাকাছি তবকার এরূপ দু'জন রাবি আছেন, দু'জনই আনসারি, যেমন: মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-আনসারি।

ক. কাদি আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল মুসান্না ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক আল-আনসারি আল-বসরি।

খ. আবু সালামাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ আল-আনসারি আল-বসরি।

তাদের উভয়ের উস্তাদ: ১. হুমাইদ আত-তাওয়িল, ২. সুলাইমান আত-তাইমি, ৩. মালিক ইব্‌ন দিনার, ও ৪. কুররাহ ইব্‌ন খালিদ।

৫. উপনাম ও পিতার নাম মুত্তাফিক, যেমন আবু বকর ইব্‌ন 'আইয়াশ, এরূপ তিনজন রাবি রয়েছেন।

ক. আবু বকর ইব্‌ন 'আইয়াশ সালেম আল-আসাদি আল-কুফি, তিনি কারি 'আসেম' এর কিরাতের রাবি।

খ. আবু বকর ইব্‌ন 'আইয়াশ হিমসি।

গ. আবু বকর ইব্‌ন 'আইয়াশ সুলামি।

৬. রাবির নাম ও পিতার উপনাম মুত্তাফিক। এ প্রকার পঞ্চম প্রকারের বিপরীত, যেমন সালেহ ইব্‌ন আবু সালেহ নামে চারজন আছেন।

ক. সালেহ ইব্‌ন আবু সালেহ আল-মাদানি। তিনি আবু হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস প্রমুখ সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করেন।

খ. সালেহ ইব্‌ন আবু সালেহ যাকওয়ান আস-সুমান, তিনি আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

৭. রাবির নাম, অথবা উপনাম, অথবা বংশ মুত্তাফিক, যেমন হাম্মাদ নামে দু'জন ও আব্দুল্লাহ নামে একাধিক রাবি আছেন।

ক. হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ,

খ. হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ।

আব্দুল্লাহ নামে অনেক রাবি আছেন। সালামাহ ইব্‌ন সুলাইমান বলেছেন: যদি মক্কায় আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার অর্থ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জুবাইর; যদি মদিনায় আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার অর্থ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর; যদি কুফায় আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার অর্থ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ; যদি বসরায় আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার অর্থ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস; যদি খোরাসানে আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার অর্থ আব্দুল্লাহ ইব্‌নুল মুবারক; যদি শামে আব্দুল্লাহ বলা হয়, তার অর্থ আব্দুল্লাহ

ইব্ন আমর ইব্নুল আস। তারা সবাই সত্ত্বার বিবেচনায় মুফতারিক, তবে নামের বিবেচনায় মুত্তাফিক।

৮. রাবিদের বংশের নাম মুত্তাফিক, তবে বাস্তবের বিবেচনায় মুফতারিক, যেমন হানাফি দ্বারা বনু হানাফিয়া ও মাযহাবে হানাফি উভয় বুঝায়। বনু হানিফা বংশের রাবি:

ক. আবু বকর আব্দুল কাবির ইব্ন আব্দুল মাজিদ আল-হানাফি এবং তার ভাই উবাইদুল্লাহ হানাফি থেকে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য: 'মুত্তাফিক ও মুফতারিকে'র জন্য দুই বা ততোধিক রাবির এক যুগের মুহাদ্দিস, কিংবা এক উস্তাদের ছাত্র, কিংবা উভয় থেকে কোনো রাবি বর্ণনা করেছেন এরূপ হওয়া জরুরি, যেন তাদের নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহলে মুত্তাফিক ও মুফতারিক হবে। যদি তাদের নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে 'মুত্তাফিক ও মুফতারিক' হবে না, যেমন তাদের যুগ এক নয়, কিংবা তাদের উস্তাদ এক নয়, কিংবা তাদের ছাত্র এক নয়, তাই এসব ক্ষেত্রে 'মুত্তাফিক ও মুফতারিক' হবে না।

মুহমাল:

দু'জন রাবির নাম এক, কিন্তু কাউকে পৃথক করে বর্ণনা করা হয়নি, ফলে তাদের চিহ্নিত করা দুষ্কর। এরূপ রাবিদের মুহমাল

বলা হয়, যেমন বুখারিতে আহমদ নামে একজন রাবি আছেন, তার ছাত্র ইব্ন ওহাব নির্দিষ্ট করে বলেননি আহমদকে: আহমদ ইব্ন সালেহ, না আহমদ ইব্ন ঈসা। তাই আহমদ মুহমাল।

'মুতালিফ ও মুখতালিফ' হাদিস

وَضِدُّهُ مُخْتَلِفٌ فَاخْشَ الْغَلَطْ		مُؤْتَلِفٌ مُتَّفِقُ الْخَطِّ فَقَطْ

'মু'তালিফ': যা শুধু লিখায় সাদৃশ্যপূর্ণ, আর তার বিপরীত মুখতালিফ, অতএব ভুল থেকে সাবধান থেকো"। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ঊনবিংশ প্রকার মু'তালিফ ও মুখতালিফ। পূর্বে বর্ণিত প্রকার ও এ প্রকার খুব কাছাকাছি। এ প্রকারের সম্পর্কও সনদের সাথে।

مُؤْتَلِفٌ 'মু'তালিফ' অর্থ মিলপূর্ণ, এখানে অর্থ লিখায় সাদৃশ্যপূর্ণ। مُخْتَلِفٌ অর্থ পৃথক, এখানে অর্থ রাবিগণ ও তাদের নামের উচ্চারণ পৃথক। এক বস্তুর যদি অপর বস্তুর সাথে কতক বিষয়ে মিল ও কতক বিষয়ে অমিল থাকে, তাহলে 'মুতালিফ ও মুখতালিফ' বলা হয়।

'মুতালিফ ও মুখতালিফে'র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "একাধিক রাবির নাম লিখায় সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উচ্চারণ পৃথক হলে 'মু'তালিফ ও মুখতালিফ' বলা হয়। আভিধানিকভাবে এ প্রকারকে মু'তালিফ ও মুফতারিক বলা যায়, কারণ মুখতালিফ ও মুফতারিক অর্থ এক।

লেখকের বর্ণনা রীতি থেকে 'মু'তালিফ ও মুখতালিফ' দু'প্রকার বুঝে আসে, বিশেষ করে وضِدُّهُ শব্দ এ ধারণাকে শক্তিশালী করে, অথচ উভয় একপ্রকর।

লেখক فَاخْشَ الغَلَطْ বলে ‘ভুল থেকে সতর্ক করেছেন’। কারণ, এ অধ্যায়ে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, এতে কিয়াস ও গবেষণার কোনো দখল নেই, যার উপর ভিত্তি করে শুদ্ধ উচ্চারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তাই মুহাদ্দিসগণ এ অধ্যায়কে গুরুত্বসহ গ্রহণ করেছেন। উদাহরণত سلام ও سلاَّم দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ সালাম, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ সাল্লাম, লিখায় পার্থক্য নেই, উচ্চারণে শুধু তাশদীদের পার্থক্য। অনুরূপ عُمارة ও عِمارة দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ উমারাহ, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ ইমারাহ, লিখায় পার্থক্য নেই, উচ্চারণে শুধু কাসরা ও দাম্মার পার্থক্য। অনুরূপ حزام ও حرام দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ হিযাম, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ হারাম, লিখায় শুধু একটি নোকতার পার্থক্য। অনুরূপ بَشير ও بُشير দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ বাশির, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ বুশাইর, লিখায় তফাৎ নেই, উচ্চারণে শুধু ফাতহা ও দাম্মার পার্থক্য। অনুরূপ حَميد ও حُميد প্রথম শব্দের উচ্চারণ হামিদ, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ হুমাইদ, লিখায় পার্থক্য নেই, উচ্চারণে শুধু ফাতহা ও দাম্মার পার্থক্য। এ শব্দগুলোর লেখার আকৃতি এক, কিন্তু উচ্চারণ ভিন্ন, সচেতন না হলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

‘মু’তালিফ ও মুখতালিফে’র কয়েকটি অবস্থা:

১. রাবিদের নামের বর্ণ এক, তবে হরকত ও উচ্চারণ পৃথক, যেমন سلام ও سلاَّم দু’টি শব্দ, প্রথম শব্দের উচ্চারণ সালাম, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ সাল্লাম। অনুরূপ بَشِير ও بُشِير প্রথম শব্দের উচ্চারণ বাশির, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ বুশাইর। অনুরূপ حَمِيد ও حُمِيد প্রথম শব্দের উচ্চারণ হামিদ, দ্বিতীয় শব্দের উচ্চারণ হুমাইদ ইত্যাদি। এসব নামের বর্ণ ও আকৃতিতে কোনো পরিবর্তন নেই, তবে হরকত ও উচ্চারণ ভিন্ন।

২. রাবিদের নামের বর্ণের আকৃতি এক, কিন্তু নোকতা পৃথক, যেমন خازم ও حازم দু’টি নামের আকৃতি এক, তবে প্রথমটিতে নোকতা আছে দ্বিতীয়টিতে নোকতা নেই। অনুরূপ حضين و حصين দু’টি নামের আকৃতি এক, তবে প্রথমটিতে নোকতা আছে, দ্বিতীয়টিতে নোকতা নেই। এসব বর্ণের আকৃতি এক, শুধু নোকতায় পার্থক্য।

৩. রাবিদের নামের বর্ণের লেখার আকৃতি এক, কিন্তু বর্ণ পৃথক, যেমন حِبَّان ও حَيَّان ‘হিব্বান ও হাইয়ান’। অনুরূপ عباس ও عياش ‘আব্বাস ও ‘আইয়াশ’। অনুরূপ خياط ও حباط ‘খাইয়াত ও হাব্বাত’ ইত্যাদি দু’টি নামের বর্ণের আকৃতি এক, তবে বর্ণ দু’টি পৃথক, একটিতে ب অপরটিকে ي রয়েছে।

‘মুত্তাফিক ও মুফতারিক’ এবং ‘মুতালিফ ও মুখতালিফ’ প্রকারে রাবিগণ পৃথক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের নাম এক তাই মুত্তাফিক বলা হয়। রাবিদের নাম ও নামের উচ্চারণ পৃথক হলে মু’তালিফ ও মুখতালিফ। রাবিদের নাম ও উচ্চারণ এক হলে মুত্তাফিক ও মুফতারিক।

এ প্রকার ইলমের উপকারিতা:

এ প্রকার ইলম জানা থাকলে রাবিদের চিহ্নিত করা সহজ হয়। উদাহরণত: দশজন মুহাদ্দিসের নাম ‘আব্বাস। রাবি যখন ‘আব্বাস নামক মুহাদ্দিস থেকে বর্ণনা করেন, তখন জানা উচিত কোন আব্বাস তার উস্তাদ। কারণ হাদিস শাস্ত্রে সকল ‘আব্বাস সমান পারদর্শী নয়। তাদের দীনদারি, স্মরণ শক্তি ও হাদিসে মগ্নতা বরাবর নয়। কেউ দুর্বল কেউ সবল, কেউ গ্রহণযোগ্য কেউ পরিত্যক্ত, তাই সহি ও দ্বা‘ঈফ নির্ণয় করার জন্য আব্বাসকে নির্ণয় করা জরুরি।

‘মু’তালিফ ও মুখতালিফ’ চেনা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাদের নামের উচ্চারণ যেরূপ পৃথক, বাস্তবেও তারা পৃথক। আমরা যদি শব্দের হরকত ও নোকতা ত্যাগ করে পূর্ব যুগের পদ্ধতি অনুসরণ করি, তাহলে সমস্যা দেখা দিবে। যেমন পূর্বে عباس ও عيَّاش শব্দদ্বয় এক ছিল। কারণ পূর্বে হরকত ও নোকতা ব্যবহার করা হত না,

পরবর্তী যুগে হরকত ও নোকতা ব্যবহার করার ফলে এসব ভুল কম হয়।

'মুত্তাফিক ও মুফতারিক' জানা কঠিন, পরবর্তী যুগেও কঠিন, কারণ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য গভীর পড়াশোনা ও রাবিদের অবস্থা জানা দরকার।

'মু'তালিফ ও মুখতালিফ' জানার পদ্ধতি দু'টি:

১. 'মু'তালিফ ও মুখতালিফ' থেকে যে নাম অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার হয়, তা চিহ্নিত করা সহজ।

২. যেসব 'মু'তালিফ ও মুখতালিফ' কোনো নিয়মের অধীনে নেয়া সম্ভব নয়, সেগুলো শুনে মুখস্থ করা জরুরি।

নিয়মের অধীন নামগুলোকে ইব্‌নুস সালাহ প্রমুখ দু'ভাগে ভাগ করেছেন।

১. সাধারণ নিয়মের অধীন নাম, যেমন কতক রাবির ক্ষেত্রে বলা যায় তাদের নামের উচ্চারণ এভাবে, অবশিষ্টগুলো ওভাবে। যেমন سلاَّم 'সাল্লাম' নামগুলো তাশদীদ যুক্ত, পাঁচটি নাম ব্যতীত, যথা:

ক. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম সাহাবি।

খ. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম বুখারি।

গ. সালাম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন নাহিদ।

ঘ. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহহাব সালাম মুতাযেলি জুব্বায়ি।

ঙ. সালাম ইব্‌ন মিশকাম।

এ পাঁচটি নামের উচ্চারণ 'সালাম', এ ছাড়া সকল سلاَّم তাশদীদ যুক্ত, অর্থাৎ তাদের উচ্চারণ 'সাল্লাম'।

২. নির্দিষ্ট কিতাব হিসেবে কতক নামের নিয়ম বলা যায়, যেমন বুখারি, মুসলিম ও মুয়াত্তায় এ নামে শুধু অমুকে আছেন, যার উচ্চারণ এভাবে।

জ্ঞাতব্য: হাদিস শাস্ত্রের এ প্রকার জানা খুব জরুরি, যেসব মুহাদ্দিস হাদিসের এ প্রকার জানে না, তারা অধিক ভুল করেন ও বরাবর লজ্জিত হন। এ জাতীয় নাম খুব বেশী, যার কোনো নিয়ম নেই, অনেক নাম দেখে বিভ্রাটে পড়তে হয়। সকল রাবিকে জানা ব্যতীত এ ইলম হাসিল হয় না।

এ বিষয়ে লিখিত কিতাব:

'মুতালিফ ও মুখতালিফে'র উপর সর্বপ্রথম কিতাব লিখেন আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন হাবিব আল-বাগদাদি, তার কিতাবের নাম: (المؤتلف والمختلف) في أسماء القبائل তবে তার কিতাব ছিল ব্যাপক, সেখানে মুহাদ্দিস ও গায়রে মুহাদ্দিস সবার নাম ছিল। মুহাদ্দিসদের নামের উপর সর্বপ্রথম মুতালিফ ও মুখতালিফ লিখেন আব্দুল গনি ইব্‌ন সায়িদ, তার কিতাবের নামও (المؤتلف والمختلف)

মুতাশাবেহ

উসুলে হাদিসের কিতাবসমূহে এ অধ্যায়ে তৃতীয় একপ্রকার উল্লেখ করা হয় 'মুতাশাবেহ', যা পূর্বের দু'প্রকার থেকে গঠিত। যেমন রাবিদের নাম এক, যাদের পিতার নাম লেখায় সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে উচ্চারণ ভিন্ন যথা محمد بن عقيل মুহাম্মদ ইব্‌ন আকিল ও محمد بن عقيل মুহাম্মদ ইব্‌ন উকাইল। প্রথম ব্যক্তি নিশাপুরি, দ্বিতীয় ব্যক্তি ফিরইয়াবি। উভয়ে প্রসিদ্ধ ও এক যুগের ব্যক্তিত্ব।

রাবিদের নাম সাদৃশ্যপূর্ণ, উচ্চারণে ভিন্ন, তবে পিতাদের নাম এক, যেমন شريح بن النعمان শুরাই ইব্‌ন নুমান ও سريج بن النعمان সুরাইজ ইব্‌ন নুমান। প্রথম রাবি তাবে'ঈ, আলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় রাবি ইমাম বুখারির শায়খ। অনুরূপ একাধিক রাবি ও তাদের পিতার নাম এক, তবে বংশ পৃথক, তবুও এ প্রকার ভুক্ত।

এ জাতীয় নামের ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাচার পদ্ধতি হচ্ছে এ বিষয়ে লিখিত কিতাব পাঠ করা, শায়খদের থেকে শ্রবণ করা এবং ভাল করে তাদের নামগুলো জেনে নেয়া ও স্মরণ রাখা।

মুনকার হাদিস

وَالْمُنْكَرُ الْفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا		تَعْدِيْلُهُ لا يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا

'মুনকার': একজন রাবির বর্ণিত ফার্‌দ, যার আদালত নিঃসঙ্গতা ধারণ করতে পারে না"। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের ত্রিংশ প্রকার মুনকার। এ প্রকার যদি লেখক শাযের সাথে উল্লেখ করতেন, তাহলে ভালো হত, কারণ শায হাদিসে যেরূপ মুখালিফাত রয়েছে, এখানেও মুখালিফাত আছে। শায হাদিসে সেকাহ বা মাকবুল রাবি তাদের চেয়ে উত্তম রাবির মুখালিফাত করেন; আর মুনকার হাদিসে দ্বা'ঈফ রাবি সেকাহ রাবির মুখালিফাত করে।

مُنْكَرُ কর্মবাচক বিশেষ্য, অর্থ প্রত্যাখ্যাত, অস্বীকৃত ও অপরিচিত।

'মুনকার' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: "মুনকার সে ফার্‌দ হাদিস, যা শুধু একজন রাবি বর্ণনা করেছে, যার একা আদালত গ্রহণযোগ্য নয়"। উদাহরণত ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন:

قال ابن ماجة القزويني –رحمه الله- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ "

এ সনদে ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস আল-মাদানি দুর্বল, যার একলা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।[1] অতএব মুনকার।

ইমাম মুসলিম সহি 'মুসলিমে'র ভূমিকায় মুনকারের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন:

"وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ".

"আর মুহাদ্দিসের হাদিসে মুনকারের নিদর্শন: যখন তার বর্ণিত হাদিসটি অধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ও গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদিসের সামনে রাখা হয়, তার বর্ণনা তাদের বর্ণনার বিপরীত সাব্যস্ত হয়, অথবা তাদের বর্ণনার সাদৃশ্য হয় না, যদি তার অধিকাংশ হাদিস এরূপ হয়, তাহলে হাদিসের ক্ষেত্রে সে পরিত্যক্ত, অগ্রহণযোগ্য ও তার হাদিস আমল যোগ্য নয়"।[2]

ইব্নুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "মুনকার দু'প্রকার: ক. সেকাহ রাবির বিপরীত দুর্বল রাবির বর্ণনা। খ. এমন [দুর্বল] রাবির ফার্দ হাদিস, যার একলা বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়"।

---

[1] ইব্ন মাজাহ: (৩৩৩০), সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি: (৬৬৮৭)

[2] মুকাদ্দামাতু মুসলিম: (১/৭)

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “দুর্বল রাবি যদি সেকাহ রাবির বিরোধিতা করে, তাহলে সেকাহ রাবির হাদিসকে মারূফ ও দুর্বল রাবির হাদিসকে মুনকার বলা হয়...”[1] অতএব হাফেয মুনকারের জন্য দু’টি শর্তারোপ করেন: ১. রাবির দুর্বল হওয়া এবং ২. অধিক সেকাহ রাবির বিরোধিতা করা। এ দু’শর্ত যুক্ত হাদিস মুনকার।

হাফেয রাহিমাহুল্লাহ্ অন্যত্র বলেন: “মাজহুল রাবির একলা বর্ণনা, অথবা দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবির একলা বর্ণনা, অথবা এক শায়খের ক্ষেত্রে দুর্বল অপর শায়খের ক্ষেত্রে দুর্বল নয় রাবির একলা বর্ণনা, যার পক্ষে মুতাবে‘ বা শাহেদ নেই, এ জাতীয় হাদিসও একপ্রকার মুনকার, যা অনেক মুহাদ্দিসের লিখনিতে পাওয়া যায়”।[2]

সারাংশ: মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অর্থে ‘মুনকার’ প্রয়োগ করেন, যেমন:

১. কেউ বলেন: মাতরূক রাবির মুফরাদ বর্ণনা মুনকার।

২. কেউ বলেন: সেকাহ রাবির বিপরীত দুর্বল রাবির হাদিস মুনকার।

৩. কেউ বলেন: দুর্বল রাবির একা বর্ণিত হাদিস মুনকার।

---

[1] আন-নুযহাহ্: (পৃ.৯৮)

[2] আন-নুকাত: (২/৬৭৫)

৪. কেউ বলেন: যারা হাফেযে হাদিস নয়, তাদের মুফরাদ বর্ণনা মুনকার।

৫. কেউ বলেন: শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান কিংবা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়ের মুখালিফ বর্ণনা মুনকার।

৬. কেউ বলেন: জাল হাদিস মুনকার, ইত্যাদি।

মাতরুক হাদিস

مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ		وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ فَهْوَ كَرَدْ

“যে হাদিস একলা কোনো রাবি বর্ণনা করেছেন, যার দুর্বলতার উপর সবাই একমত, তাই ‘মাতরুক’ বা পরিত্যক্ত”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের একত্রিংশ প্রকার মাতরুক।

مَتْرُوكُ এর আভিধানিক অর্থ পরিত্যক্ত, পরিত্যাজ্য ও বাতিল।

‘মাতরুক’ এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক বলেন: “সবার নিকট দুর্বল রাবির একলা বর্ণিত হাদিস মাতরুক এবং তাই পরিত্যক্ত”।

এখানে أجمعوا ক্রিয়ার সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাদ্দিসগণ। অর্থাৎ মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট, অথবা সমাজে মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত, অথবা বেদীন, অথবা অধিক ভুলকারী বা অন্যমনস্ক ইত্যাদি কারণে সকল মুহাদ্দিসের নিকট দুর্বল রাবির বর্ণিত হাদিস মাতরুক, যেমন ওমর ইব্‌ন হারুন। ইমাম তিরমিযি[1] রহ. বলেন:

قال الإمام الترمذي -رحمه الله- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا»

[1] তিরমিযি: (২৭৬২)

আহলে ইলম এ হাদিসকে মাতরুকের উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। কারণ এ সনদে ওমর ইব্ন হারুন মাতরুক। কতক মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট বলেছেন। শায়খ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ্ এ হাদিসকে মাওদু‘ বলেছেন।

যে রাবি মানুষের সাথে মিথ্যা বলেছে প্রমাণ আছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলার প্রমাণ নেই, হাদিসের পরিভাষায় তাকে মিথ্যার অপবাদে দুষ্ট বলা হয়। তার হাদিস জাল নয়, কারণ সে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলেছে প্রমাণিত হয়নি। এ ব্যক্তি সকল মুহাদ্দিসের নিকট মাতরুক, তার হাদিস ‘মারদুদ’ ও প্রত্যাখ্যাত। অতএব বিতর্কিত রাবি মাতরুক নয়।

কতক মুহাদ্দিস অধিক দুর্বল, অথবা অতিমাত্রায় ভুলকারী, অথবা অধিক অমনোযোগী, অথবা ফাসেকের একক বর্ণনা, অথবা বিদ‘আতের দিকে আহ্বানকারী, অথবা ইমামদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীর হাদিসকে মাতরুক বলেছেন। কেউ জাল ও মুনকার হাদিসকেও মাতরুক বলেছেন। কখনো মানসুখ হাদিসকে মাতরুক বলা হয়।

মাতরুক হাদিসের হুকুম:

মাওদু হাদিসের ন্যায় মাতরুক শাহেদ ও মুতাবে‘ হতে পারে না, তবে ‘মাওদু’ থেকে উত্তম, যদিও উভয়ের হুকুম এক। মাতরুকের

দুর্বলতা কখনো দূর হয় না, তাই তার থাকা না-থাকা উভয় সমান।

মাওদু‘ হাদিস

وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ		عَلَى النَّبِيْ فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ

“নবীর উপর সৃষ্ট ও বানোয়াট হাদিসই মিথ্যা এবং তাই মাওদু‘”। অত্র কবিতায় বর্ণিত ক্রমানুসারে হাদিসের দ্বাত্রিংশ প্রকার মাওদু‘। লেখক রাহিমাহুল্লাহ কবিতার শুরুতে হাদিসের সর্বোত্তম প্রকার ‘সহি’র আলোচনা করেছেন, সর্বশেষ করেছেন নিকৃষ্ট প্রকার ‘মাওদু‘র আলোচনা। সহি ও মাওদু‘র মাঝে হাদিসের বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন।

موضوع কর্মবাচক বিশেষ্য وَضْع ক্রিয়া বিশেষ্য থেকে উদ্‌গত, অর্থ বানোয়াট, তৈরিকৃত ও নির্মিত। কবিতায় উল্লেখিত مختلق و مصنوع সামর্থবোধক শব্দ। ‘মাওদু’র আরেক অর্থ الشيء المحطوط অর্থাৎ জমিনে পতিত বস্তু।

‘মাওদু’র পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বানোয়াট ও রচনাকৃত কথাই মাওদু”। রাবির ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সকল রচনাকে মাওদু‘ বলা হয়।

মাওদু হাদিস বর্ণনাকারীগণ পাঁচ প্রকার:

ইব্‌নু জাওযি[1] রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন: "যেসব রাবিদের হাদিসে মাওদু', মিথ্যা ও মাকলুব প্রবেশ করেছে তারা পাঁচ প্রকার:

১. এক শ্রেণির মুহাদ্দিসের উপর বৈরাগ্য ও দুনিয়ার প্রতি অনীহা প্রবল ছিল, ফলে তারা যত্নসহ হাদিস মুখস্থ করেনি, মানুষের কথা ও হাদিস পৃথক করার বিদ্যা অর্জন করেনি। তাদের কারো কিতাব হারিয়ে গিয়েছিল, অথবা কোনো অগ্নি দুর্ঘটনায় পুড়ে গিয়েছিল, অথবা তারা নিজেদের কিতাবসমূহ মাটিতে দাফন করেছিল, অতঃপর মুখস্থ হাদিস বলে অনেক ভুল করেছেন। কখনো মুরসালকে মারফূ' ও মাওকুফকে মুসনাদ বর্ণনা করেছেন। কখনো সনদ পাল্টেছেন, কখনো এক হাদিসের সাথে অপর হাদিস একত্র করেছেন।

২. এক শ্রেণির মুহাদ্দিস ইলমে হাদিসের জন্য কষ্ট স্বীকার করেনি, ফলে তারাও ভুল করেছে, কখনো কঠিন ভুল করেছে।

৩. কতক সেকাহ মুহাদ্দিস শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি হ্রাসের কারণে হাদিসে ভুল করেছেন।

৪. এক শ্রেণির মুহাদ্দিস ছিল গাফেল ও সরলমনা। তারা কয়েক প্রকার: কেউ হাদিস শুনেই গ্রহণ করতেন, যদি বলা হত বলুন, তারা বলতেন। তাদের কতক সন্তান অথবা মুন্সি তাদেরকে হাদিস

---

[1] আল-মাওদু'আত: (১৫-১৭)

রচনা করে দিত, তারা নিজেদের অজান্তে তা বর্ণনা করতেন। কেউ শায়খের অনুমতি ব্যতীত তার হাদিস বর্ণনা করত, তার ধারণায় এরূপ করা বৈধ ছিল। জনৈক গাফিলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: এটা কি তোমার শ্রবণকৃত খাতা? সে বলল: না, তবে যার শ্রবণকৃত সে মারা গেছে, আমি তার পরিবর্তে বর্ণনা করছি।

৫. এক শ্রেণির লোক ইচ্ছাকৃতভাবে হাদিস রচনা করেছে। তারা তিন প্রকার:

ক. কতক লোক প্রথম ভুল বর্ণনা করেছে, কিন্তু সঠিক হাদিস জানার পর মিথ্যার অপবাদ থেকে বাঁচার জন্য ভুল ত্যাগ করেনি।

খ. কতক লোক মিথ্যাবাদী ও দুর্বল রাবিদের নাম তাদলিস করে তাদের হাদিস বর্ণনা করেছে।

গ. কতক লোক জেনে-বুঝে মিথ্যা বলেছে, তারা ভুলে বলেনি, অপরের মিথ্যা হাদিসও বর্ণনা করেনি, বরং নিজেরা রচনা করেছে। তারা কখনো সনদে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, কখনো অপরের হাদিস চুরি করেছে, কখনো নিজেরা জাল হাদিস রচনা করেছে।

হাদিস রচনার কারণ:

দীনের প্রতি বিদ্বেষ ও দ্বীনকে বিকৃত করার হীন উদ্দেশ্যে কেউ হাদিস রচনা করেছে। কেউ জাতি, ভাষা ও জাতীয়তাবাদের পক্ষে হাদিস রচনা করেছে। কেউ মতবাদ কিংবা মাযহাবের সমর্থনে

হাদিস রচনা করেছে। কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হাদিস রচনা করেছে। কেউ প্রসিদ্ধি পাওয়ার ইচ্ছায় হাদিস রচনা করেছে। কেউ সম্পদ অর্জন ও শাসকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হাদিস রচনা করেছে। কেউ সুন্দর বাণীর জন্য সনদ তৈরি করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

ইব্‌ন হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: "কতক লোক অল্প জ্ঞান ও শয়তানের প্ররোচনার কারণে কল্যাণের প্রতি আহ্বান ও পাপ থেকে বিরত রাখার নিমিত্তে মনগড়া ফযিলত ও শাস্তির হাদিস রচনা করে সেকাহ রাবিদের সনদে প্রচার করেছে। তিনি বলেন: আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদি রাহিমাহুল্লাহ্ 'মায়সারাহ[1] ইব্‌ন আব্দে রাব্বিহি'কে জিজ্ঞাসা করেন: 'অমুক সূরা পাঠ করলে অমুক ফযিলত রয়েছে'। এ জাতীয় হাদিস তুমি কোথায় পেয়েছ? সে বলল: আমি মানুষদেরকে কুরআনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য এসব রচনা করেছি"।[2]

জাল হাদিস চেনার পদ্ধতি:

সনদ ও মতন উভয় থেকে জাল হাদিস চেনা যায়। সনদ থেকে জাল হাদিস চেনার একাধিক পদ্ধতি রয়েছে, যেমন খোদ হাদিস

---

[1] সে হাদিস রচনাকারী মিথ্যুক, কুরআনের ফযিলতের উপর একাধিক হাদিস রচনা করেছে সে।

[2] 'আল-মাজরূহিন' লি ইব্‌ন হিব্বান: (১/৬৪)

রচনাকারীর স্বীকারোক্তি; কোনো রাবির জন্ম ও তার শায়খের মৃত্যু ব্যবধান প্রমাণ করে তাদের সাক্ষাত অসম্ভব;[1] সনদে মিথ্যাবাদী রাবির উপস্থিতি; অথবা কোনো মুহাদ্দিস বলল যে, এ হাদিস অমুক মিথ্যাবাদী রাবি অমুক শায়খ থেকে একলা বর্ণনা করেছে, বিশেষ করে শায়খ যদি প্রসিদ্ধ ও তার ছাত্র সংখ্যা অনেক হয়, তাহলে এ ধারণা প্রবল হয়, কারণ অনেকের মাঝে সে একা সন্দেহের পাত্র।

মতন থেকে কয়েকভাবে জাল হাদিস জানা যায়। মতনে অনেক আলামত থাকে, যে কারণে সহজে বলা যায় যে, হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়। ইব্‌ন দাকিকুল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘হাদিস বিশারদগণ অনেক সময় শব্দ ও অর্থ দেখে জাল ও মাওদু‘ হাদিস নির্ণয় করেন।[2]

কখনো হাদিসের ভুল ও অবাস্তব অর্থ প্রমাণ করে হাদিসটি মাওদু‘। রাবি‘ ইব্‌ন খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন:

"إن للحديث ضوءا كضوء النهار، وظلمة كظلمة الليل تنكر"

---

[1] যেমন কোনো রাবি বলল, আমাকে অমুক শায়খ বলেছেন, অতঃপর জানা গেল যে, শায়খের মৃত্যুর পর তার জন্ম। এখানে রাবি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো সে মাধ্যম গোপন করেছে, কিংবা নিজে রচনা করেছে। এখানে রাবি স্বীকার করেনি, কিন্তু তার জন্ম তারিখ প্রমাণ করে হাদিসটি তার রচিত।

[2] আল-ইকতিরাহ: (পৃ.২২৮)

“নিশ্চয় হাদিসের রয়েছে আলো, দিনের আলোর ন্যায়, আবার রয়েছে কিছু অন্ধকার, রাতের অন্ধকারের ন্যায়, যার মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়”।[1]

ইব্‌ন জাওযি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “তুমি চিন্তা করেছ কি, যদি একদল সেকাহ রাবি একত্র হয়ে বলে: উট সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছে, তাহলে আমাদের কি ফায়দা হল? কারণ তারা অসম্ভব সংবাদ দিয়েছে। অতএব বিবেক বিরোধী অথবা কোনো স্বীকৃত নীতি বিরোধী হওয়া মাওদু‘ হাদিসের আলামত। সেটা গ্রহণ করার জন্য কষ্ট স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন”।[2]

কুরআন মাজিদ কিংবা মুতাওয়াতির হাদিস অথবা ইজমা বিরোধী হওয়া মাওদু‘ হাদিসের আলামত। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিপরীত, সামান্য আমলে অধিক সাওয়াব ও ছোট পাপে কঠিন শাস্তির হুশিয়ারি সম্বলিত হাদিস মাওদু‘।

মিথ্যা ও মাওদু‘ হাদিস বলার বিধান:

হাফেয ইব্‌ন হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: “নির্ভরযোগ্য সকল মুহাদ্দিসের মতে হাদিস রচনা করা হারাম। কাররামিয়া সম্প্রদায়ের

---

[1] আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল, (পৃ. ৩১৬); আন-নুকাত: (২/৮৪৪-৮৪৫), আল-কিফায়াহ: (পৃ.৬০৫)

[2] আল-মাওদু‘আত।

কতক লোক ও একশ্রেণির সূফী আমলের প্রতি উৎসাহ দান ও পাপ থেকে সতর্ক করার জন্য হাদিস রচনা করা বৈধ বলেছে। এটা তাদের মূর্খতা, কারণ আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও পাপ থেকে সতর্ক করা শরয়ীতের বিধান, শরীয়তের বিধান তৈরি করা সবার নিকট কবিরা গুনাহ্। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

"যে আমার উপর মিথ্যা বলল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়"।[1] মাওদু' হাদিস বর্ণনা করা হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي، بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ»

"যে আমার পক্ষ থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করল, যা সে মিথ্যা মনে করছে, সেও একজন মিথ্যুক"।[2]

হাদিস রচনাকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য নয়:

হাদিস রচনাকারীর তওবা গ্রহণযোগ্য নয় কয়েকটি কারণে, যেমন:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কেউ যেন মিথ্যা বলার সাহস না হয়, তবে তার তাওবা আল্লাহ ও তার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে।

---

[1] মুসলিম: (৩)

[2] মুসলিম। আন-নুযহাহ্: (পৃ.১২১-১২২)

২. মিথ্যা তওবা প্রকাশ করে কেউ যেন জাল হাদিস প্রচলন করার সুযোগ না পায়।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলা অন্য কারো উপর মিথ্যা বলা সমান নয়, কারণ তার উপর মিথ্যা বলার অর্থ মানুষের জন্য দীন তৈরি করা, যার স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।

৪. জাল হাদিস রচনাকারী তওবার ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলতে পারে, বিশেষ করে এতে যদি তার স্বার্থ থাকে। কেউ বলেছেন: তার তওবা শুদ্ধ হবে না, যদিও সে তওবা করে, কারণ তার জাল হাদিস মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেছে।

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘বিশুদ্ধ মতে তার তওবা গ্রহণযোগ্য ও তার হাদিস বর্ণনা করা দূরস্ত আছে, যেমন কাফের ব্যক্তির ইসলামের পর সাক্ষ্য গ্রহণ করা দুরস্ত আছে’।[1]

জাল হাদিসের উপর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ:

মাওদু হাদিসের সংখ্যা অনেক। অনেক আলেম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন: ১. ‘আল-লাআলিল মাসনু‘আহ ফিল আহাদিসিল মাওদু‘আহ’। ২. ‘আল-ফাওয়েদুল মাজমু‘আহ ফিল আহাদিসিল মাওদু‘আহ’ লিশ শাওকানি। ৩. ‘আল-মাওদু‘আত’ লি ইব্নিল জাওযি।

---

[1] মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ: (১/৭০)

وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ	سَمَّيْتُهَا مَنْظُومَةَ الْبَيْقُونِي
فَوْقَ الثَّلاثِينَ بِأَرْبَعٍ أَتَتْ	أَبْيَاتُهَا ثُمَّ بِخَيْرٍ خُتِمَتْ

“আর এ কবিতা সুরক্ষিত মুতির মত লিপিবদ্ধ হয়েছে, আমি যার নাম রেখেছি ‘মানযুমাতুল বাইকুনি’। চৌত্রিশটি পঙক্তিতে তার প্রকারগুলো বিধৃত হয়েছে, অতঃপর কল্যাণের সাথে তার সমাপ্তি হল”।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ কবিতার শুরুতে সহি হাদিসের বর্ণনা দিয়েছেন, যা হাদিসের মধ্যে সর্বোত্তম প্রকার। তিনি বলেছেন:

أَوَّلُهَا الصَّحِيحُ وَهْوَ ما اتَّصَلْ	إسْنادُهُ ولَمْ يَشُذَّ أو يُعَلْ

আর সর্বশেষ বর্ণনা করেছেন মাওদু‘ হাদিস, যা হাদিসের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকার, যেমন তিনি বলেছেন:

وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ	عَلَى النَّبِيْ فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ

এভাবে তিনি সুন্দর সমাপ্তি করেছেন।

جَوْهَرِ অর্থ মাণিক্য ও জহরত مَكْنُونِ অর্থ আচ্ছাদিত ও সুরক্ষিত।

লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ ইলমে হাদিস তথা হাদিসের পরিভাষার উপর লিখিত তার গ্রন্থকে আচ্ছাদিত মাণিক্যের সাথে তুলনা করেছেন, কারণ এতে সর্বোত্তম ইলমের অনেক প্রকার অত্যন্ত সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে। কবিতার প্রত্যেক পঙক্তির অন্ত্যমিল, মাত্রাজ্ঞান ও শব্দ চয়ন খুব সুন্দর হয়েছে, তাই তিনি এ গ্রন্থকে আচ্ছাদিত

মাণিক্যের সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তাকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

তিনি বলেন: আমি তার নাম রেখেছি ‘মানযূমাতুল বাইকুনি’। নাম বস্তুর নিদর্শন, নামের কল্যাণে একবস্তু অপরবস্তু থেকে পৃথক হয়, এ জন্য তিনি নাম রেখেছেন। نظم শব্দের আভিধানিক অর্থ জমা করা, যেমন অনেকগুলো মুতি ক্রম বিন্যাস করে এক সুতোয় গাথার পর বলা হয়: نظمت الدر ‘আমি মুতিগুলো সুন্দরভাবে গেঁথেছি’।

পরিভাষায় কাব্য শিল্পের বিশেষ নীতিমালা অনুসরণ করে নির্মিত কবিতাকে مَنْظُومَةَ বলা হয়। البَيْقُونِي শব্দ দ্বারা লেখক নিজেকে বুঝিয়েছেন। ‘মানযুমাহ বাইকুনিয়া’র ব্যাখ্যাকার শায়খ হামাবি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন: ‘বাইকুন লেখকের শহরের নাম, বা গ্রামের নাম, বা তার পিতার নাম, বা তার দাদার নাম কিছুই জানি না’। শায়খ বদরুদ্দিন হাসানি রাহিমাহুল্লাহ্ (মৃ.১৩৫৪হি.) ‘মানযুমাহ বাইকুনিয়া’র উপর লিখিত «الدرر البهية» গ্রন্থে বলেন: “যারা বাইকুনি সম্পর্কে লিখেছেন, তাদের অধিকাংশ ‘বাইকুনি’ উপাধির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তাদের কারো লেখায় আমি দেখেছি যে, ‘বাইকুন’ আজার বাইজান অঞ্চলের একটি গ্রাম, যা কুর্দিদের সন্নিকটে অবস্থিত”।

আমরা ভূমিকায় বলেছি তার নাম ওমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুত্তুহ আদ-দিমাস্কি, আশ-শাফে‘ঈ। মৃত: (১০৮০হি.), মোতাবেক (১৬৬৯খৃ.), তবে তার জন্ম তারিখ ও মৃত্যুর দিন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

আমাদের ধারণা লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ নিখাদ ইখলাস থেকে বিস্তারিত পরিচয় দেননি। তাই তার গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপক। অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব তার মানযূমার ব্যাখ্যা ও টিকা লিখেছেন, যেমন হামাবি, দিমইয়াতি ও যারকানি রাহিমাহুল্লাহ্ প্রমুখগণ। তার মানযুমাহ ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ্ রচিত الألفية এর নির্যাস।

أبيات বহুবচন, একবচন بيت অর্থ নির্দিষ্ট নিয়মে নির্মিত কবিতা। লেখক রাহিমাহুল্লাহ্ فوق الثلاثين বলে পঙক্তির সংখ্যা ৩৪-টি বলে দিয়েছেন, যেন তার কোনো পঙক্তি বিলুপ্ত না হয়, কিংবা কেউ এতে বৃদ্ধি করতে না পারে। কবিতার বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপিতে أبيات শব্দ রয়েছে, যার ভিত্তিতে শায়খ দিমইয়াতি ও শায়খ হামাবি প্রমুখ মানযুমার ব্যাখ্যা লিখেছেন।

কতক পাণ্ডুলিপিতে أبياتها শব্দের পরিবর্তে أقسامها রয়েছে, যার অর্থ ‘মানযুমায় বর্ণিত প্রকার সংখ্যা চৌত্রিশটি’। এ অর্থও সঠিক, কারণ লেখক ‘মুদাল্লাস’ ও ‘মাকলুব’-কে দুই দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যা অবশিষ্ট ত্রিশ প্রকারসহ চৌত্রিশ প্রকার হয়, যদিও সাধারণ অর্থ থেকে বহুদূর।

ثم بخير ختمت অর্থাৎ মানযুমাহ লেখার উদ্দেশ্য কল্যাণের সাথে সমাপ্ত হল। এ বাক্যে তিনি ختمت শব্দ ব্যবহার করে অলঙ্কার শাস্ত্রের সুন্দর প্রয়োগ করেছেন, যার থেকে কবিতার সমাপ্তি বুঝে আসে। হে আল্লাহ তুমি আমাদের সমাপ্তি সুন্দর করুন।

ওমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ফাত্তুহ আল-বাইকুনি রাহিমাহুল্লাহ্ রচিত مَنْظُومَةَ البَيْقُونِي হাদিস শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাব। হিম্মত কম হলে এ কিতাব মুখস্থ করে অন্যান্য কিতাব বুঝে পড়া যথেষ্ট। আরেকটু হিম্মত হলে আল্লামা সানআনি রচিত قصب السكر মুখস্থ করা শ্রেয়, যাতে তিনি হাফেয ইব্ন হাজার রচিত نخبة الفكر গ্রন্থের পুরো বিষয়কে কবিতার আকৃতিতে পেশ করেছেন। তাতে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি অনুসারে সর্বমোট দুইশত দুই, পাঁচ বা ছয়টি কবিতা রয়েছে। হিম্মত আরো উন্নত হলে হাফেয ইরাকি রচিত الألفية মুখস্থ করা সবচেয়ে উত্তম। ইরাকি এক হাজার কবিতায় ইব্নুস সালাহ রচিত مقدمة ابن الصلاح এর পুরো বিষয়কে সাবলীল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

মূল বা মতন হিসেবে একটি কিতাব মুখস্থ করে অন্যান্য কিতাব বুঝে পড়া যথেষ্ট। যারা ইলমে হাদিসের বুনিয়াদি ও মৌলিক বিষয়গুলো জানতে চান, তারা বাইকুনিয়ার মানযুমাহ মুখস্থ করে পদ্যে লিখিত অন্যান্য ব্যাখ্যা ও মৌলিক গ্রন্থগুলো পড়ুন এবং

বাস্তব অনুশীলন করুন। অতঃপর অন্যান্য বিষয়ের উপর লিখিত বুনিয়াদি কিতাবগুলো পড়ুন।

এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে প্রাথমিকভাবে সংক্ষিপ্ত মতনগুলো পড়ে নিন, কারণ তা বুঝা সহজ ও দ্রুত শেষ হয়, যেমন: المنظومة اليقونية، الموقظة، الكافية ونخبة الفكر গ্রন্থগুলো। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ুন হাফেয ইব্‌ন কাসির রাহিমাহুল্লাহ্‌ রচিত اختصار علوم الحديث। অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে পড়ুন হাফেয ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ্‌ রচিত الألفية। এবং তার উপর লিখিত ব্যাখ্যা ও সহায়ক গ্রন্থসমূহ। অতঃপর পড়ুন مقدمة ابن الصلاح ও তার উপর লিখিত النكت। সমূহ, হোক হাফেয ইরাকি রচিত, কিংবা ইব্‌ন হাজার রচিত কিংবা অন্য কারো রচিত।

এখানে আমরা মানযুমাহ বাইকুনিয়ার ব্যাখ্যা শেষ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ইলমে নাফে ও নেক আমল দান করুন। দরূদ ও সালাম নাযিল হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তার বংশধর ও সকল সাহাবির উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করবে, তাদের সবার উপর।

সমাপ্ত